বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০২৪

নির্দেশনায়
জনাব মো: আব্দুল খালেক
মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

সম্পাদনা কমিটি

- জনাব এফ এম মিজানুর রহমান, পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
- জনাব মোঃ জামাল হোসেন, পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
- জনাব রেজা মোহাম্মদ মহসিন, পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
- জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
- জনাব এফ এম মিজানুর রহমান, পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
- জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, পরিচালক, চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
- জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান, পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
- জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, পরিচালক, সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
- জনাব মো: সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

স্বত্ব: খাদ্য অধিদপ্তর

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রতিফলন। খাদ্য অধিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের মানুষের খাদ্যাধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত সচেতন ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইতোমধ্যে দেশে খাদ্য মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধনপূর্বক দুর্যোগ মোকাবিলায় নিরবচ্ছিন্ন খাদ্যশস্য সরবরাহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সরকারের নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা ও কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে খাদ্য অধিদপ্তরের সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ২,৪২,৩৬৪ মে.টন ধান ২১,৬২,৪০৬ মে.টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক উৎস হতে কোন চাল সংগ্রহ করা না হলেও ৭,৮৩,৬৪৫ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে 'কৃষকের অ্যাপ' এর মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩০৬টি উপজেলা হতে ধান ক্রয় করা হয়েছে। ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ১০৭টি উপজেলায় চাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

অন্যদিকে গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৭.২৫ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ত্রাণ খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ ১০.৬৬ লাখ মে.টন, খোলা বাজারে (চাল ও আটা) বিক্রয় ১০.৪৩ লাখ মে.টন এবং শ্রমবহুল এলাকায় (এলইআই) চা-শ্রমিক ও অন্যান্য খাতে ২১.৪৭ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে Food Stock and Market Monitoring System (FS & MMS) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে Network Operation Center (NOC) সহ দেশব্যাপী সকল স্থাপনায় কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ এবং ইন্টারনেট সুবিধা সংযোজিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তালিকাভূক্ত উপকারভোগী এবং তার স্বামী/স্ত্রী উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ ভোক্তার ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্যশস্য বিতরণে স্বচ্ছতার জন্য''খাদ্যবান্ধব বিতরণ'' অ্যাপের পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষকের অ্যাপের পাশাপাশি ''ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা'' সিস্টেম ও ''চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়'' সফট্ওয়্যার এর আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে মিলারের নিকট হতে চাল সংগ্রহ করা হচ্ছে। সকল মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও মামলা পরিচালনা নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ''মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার'' ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি অডিট ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ও দ্রুততর সময়ে নিষ্পত্তির জন্য অন-লাইন অভ্যন্তরীণ ও অন-লাইন বাণিজ্যিক অডিট ব্যবস্থাপনা নামে দুটি সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ৬৩৯টি এলএসডি, ১২টি সিএসডি, ০৭টি সাইলো, ০১টি ফ্লাওয়ার মিল ও ০১টি ওয়ারহাউজসহ সর্বমোট ৬৬০টি স্থাপনার মাধ্যমে মোট কার্যকরি ধারণক্ষমতা ২১,৩৯,১৩৮ মে.টন। যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ৩০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এরই অংশ হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় খুলনা, বরিশাল, আশুগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে আরো ৫টি সাইলো নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত, সম্পাদিত ও বাস্তবানাধীন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসু গবেষক, শিক্ষার্থী ও প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক অংশীজনদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা এবং সচিব মহোদয়ের সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আব্দুল খালেক
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সম্পাদকীয়

প্রতি বছর খাদ্য অধিদপ্তর হতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। অন্য বছরের ন্যায় এবারও খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। দেশের জনগণের জন্য চাহিদানুযায়ী পর্যাপ্ত খাদ্যের মজুত নিশ্চিত করাসহ সরবরাহ ব্যবস্থা গতিশীল রাখার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের সাত কোটি মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মিটানো থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রায় সতেরো কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তর গণমানুষের আস্থায় পরিণত হয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই প্রতিবেদন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং এই তথ্যাদি তুলনামুলক উন্নয়ন পরিক্রমায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভু-রাজনৈতিক হাজারও চ্যালেঞ্জ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এই সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় খাদ্য অধিদপ্তর ও এর মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যপরিধির পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে একটি উন্নত সংগঠন হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সবার জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর সরকারের ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদনে উৎসাহী করার লক্ষ্যে বছরে দুইটি মৌসুমে (বোরো ও আমন) অভ্যন্তরীণভাবে ধান, চাল ও গম সংগ্রহ করা হচ্ছে। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভবিষ্যতে এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা এবং সেই সাথে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করে থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করে। এছাড়াও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত, খাদ্য শস্যের বাজার স্থিতিশীল করাসহ আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে থাকে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সংগ্রহ করে খাদ্যগুদামে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তর শত প্রতিকূলতা সত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সব ধরণের সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

খাদ্য অধিদপ্তর এর অধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এ প্রতিবেদনটি। বিশেষ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি এ প্রতিবেদন প্রকাশে ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। প্রতিবেদনটি প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন, খাদ্য শস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ এবং এর কাঠামোগত উন্নয়নের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য- উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসু গবেষক, শিক্ষার্থী ও প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক অংশীজনদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। প্রতিবেদনটি নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরেও কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত অনুরোধ রইল। প্রতিবেদনটি সম্পর্কে সকলের পরামর্শ সকলের নিকট প্রত্যাশিত যা ভবিষ্যতে এর মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

মোঃ সেলিমুল আজম
অতিরিক্ত পরিচালক
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
ও
সম্পাদক
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক		বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রারম্ভিকা		১
১.০	১.১	রূপকল্প (Vision)	২
	১.২	অভিলক্ষ্য (Mission)	২
	১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি	২
		১.৩.১ সাংগঠনিক কাঠামো	২
		১.৩.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম	৩
		১.৩.৩ মঞ্জুরিকৃত পদ	৪-৭
২.০	**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা**		৮
	২.১	**প্রশাসন বিভাগ :**	৮
		২.১.১ সংস্থাপন শাখা :	৮
		২.১.১.১ জনবল সংক্রান্ত তথ্য	৮
		২.১.১.২ খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	৮
		২.১.১.৩ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য	৮
		২.১.২ তদন্ত ও মামলা শাখা :	৯
		২.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা :	১০
		২.১.৪ সৃজনশীল সেল:	১১
		২.১.৪.১ বিভিন্ন স্থাপনায় পদ সৃজনের কার্যক্রম	১১
		২.১.৪.২ খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনার পদ সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ	১১
		২.১.৪.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	১২
	২.২	**প্রশিক্ষণ বিভাগ :**	১৩
		২.২.১ বিভাগ পরিচিতি	১৩
		২.২.২ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	১৩
		২.২.৩ বাস্তবায়ন পদ্ধতি	১৩
		২.২.৪ বিভাগের কর্মকান্ড	১৩
		২.২.৫ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা	১৩
৩.০	**বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তর**		১৬
	৩.১	ভূমিকা	১৬
	৩.২	জনবল	১৬
	৩.৩	দপ্তরের কার্যক্রম	১৬
	৩.৪	বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার কার্যাবলি	১৬
৪.০	**সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা**		১৮
	৪.১	**সংগ্রহ বিভাগ :**	১৮
		৪.১.১ সংগ্রহ বিভাগের কার্যক্রম	১৮
		৪.১.২ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংগ্রহ বিভাগ হতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৮-২০
		৪.১.৩ গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংগ্রহ চিত্র	২১
	৪.২	**সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ :**	২২
		৪.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	২২
		৪.২.২ আর্থিক খাত	২২
		৪.২.২.১ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	২২
		৪.২.২.২ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডাটাবেজ প্রণয়ন	২২
		৪.২.২.৩ খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়	২৩
		৪.২.২.৪ কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রমের চাল ও আটা বিতরণ	২৩
		৪.২.২.৫ প্যাকেট আটা বিক্রয়	২৩
		৪.২.২.৬ এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ	২৩
		৪.২.৩ অ-আর্থিক (Non-Monetized) খাতে বিতরণ	২৪
		৪.২.৪ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর	২৫
		৪.২.৫ পুষ্টিচাল বিতরণ	২৫-২৬

সূচিপত্র

ক্রমিক			বিষয়	পৃষ্ঠা
	৪.৩		**চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ :**	২৭
		৪.৩.১	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ	২৭
		৪.৩.২	সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের মঞ্জুরিকৃত পদ, কর্মরত পদ ও শূন্য পদের তথ্য	২৭
		৪.৩.৩	সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা	২৭
		৪.৩.৪	খাদ্যশস্য পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা	২৭
		৪.৩.৫	খাদ্যশস্য পরিবহণ	২৮
		৪.৩.৬	চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য	২৮
		৪.৩.৭	খাদ্যশস্য মজুত	২৯
		৪.৩.৮	গুদাম ভাড়া প্রদান	২৯
		৪.৩.৯	সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি	২৯
	৪.৪		**পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ :**	৩০
		৪.৪.১	খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	৩০
		৪.৪.২	খাদ্যশস্যের আর্দ্রতামাপক যন্ত্র	৩০
		৪.৪.৩	কাঠের ডানেজ ক্রয়	৩১
		৪.৪.৪	আশুগঞ্জ সাইলোর বিএমআরইকরণ	৩১
		৪.৪.৫	চট্টগ্রাম সাইলোর বিএমআরইকরণ	৩২
		৪.৪.৬	পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	৩২
		৪.৪.৭	তেজগাঁও সিএসডিতে সোলার প্যানেল স্থাপন	৩২
	৪.৫		**নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটঃ**	৩৪
		৪.৫.১	ভূমিকা	৩৪
		৪.৫.২	নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ	৩৪
		৪.৫.৩	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ	৩৫
			৪.৫.৩.১ Modern Food Storage Facilities Project (৩য় সংশোধিত)	৩৫
			৪.৫.৩.২ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষংঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ	৩৬
			৪.৫.৩.৩ দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ	৩৬
			৪.৫.৬.৪ নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ	৩৬
৫.০			**হিসাব ও অর্থ বিভাগ**	৩৭
	৫.১		বাজেট ব্যবস্থাপনা	৩৭
		৫.১.১	খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ	৩৭
		৫.১.২	খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৩৮
		৫.১.৩	গত অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের চিত্র	৪০
৬.০			**অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ**	৪১
	৬.১		অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম	৪১
	৬.২		অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন	৪১
	৬.৩		অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি	৪১
৭.০			**এমআইএসএন্ডএম বিভাগ**	৪৩
	৭.১		এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম	৪৩
		৭.১.১	দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	৪৩
		৭.১.২	সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	৪৩
		৭.১.৩	মাসিক প্রতিবেদন	৪৩
		৭.১.৪	আমদানি প্রতিবেদন	৪৩
			৭.১.৪.১ সরকারি চাল ও গম আমদানি	৪৩
			৭.১.৪.২ এলসির মাধ্যমে (নন বাসমতি) চাল আমদানি	৪৩
			৭.১.৪.৩ বেসরকারি চাল ও গম আমদানির তথ্য সংরক্ষণ	৪৪
		৭.১.৫	খাদ্য অধিদপ্তর, কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদন	৪৪
		৭.১.৬	কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা	৪৪

সূচিপত্র

ক্রমিক			বিষয়	পৃষ্ঠা
		৭.১.৭	খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল	৪৪
		৭.১.৮	কন্ট্রোল রুম	৪৪
		৭.১.৯	খাদ্যশস্য মজুত	৪৫
৮.০	**বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা**			৪৬
	৮.১	বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম		৪৬
	৮.২	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম		৪৬
	৮.৩	দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি		৪৬
	৮.৪	এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)		৪৮-৫০
৯.০	**আইসিটি কার্যক্রম**			৫১
	৯.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট		৫১
		৯.১.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের জনবলের বর্তমান অবস্থা	৫১
		৯.১.২	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের কার্যক্রম	৫১
			৯.১.২.১ আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৫১
			৯.১.২.২ কৃষকের অ্যাপ	৫১
			৯.১.২.৩ ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা	৫৩
			৯.১.২.৪ চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়	৫৪
			৯.১.২.৫ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তার ভেরিফায়েড ডাটাবেজ	৫৪
			৯.১.২.৬ মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার	৫৫
			৯.১.২.৭ অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ) সফট্ওয়্যার	৫৫
			৯.১.২.৮ খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট	৫৬
			৯.১.২.৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ ডাটাবেজ প্রণয়ন	৫৭
			৯.১.২.১০ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৫৭
১০.০	আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প এর অগ্রগতি			৫৯-৬৪

প্রারম্ভিকা

১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বেঙ্গল রেশনিং অর্ডারের দ্বারা 'বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ফুড ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে অধিদপ্তরকে এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং পূর্ণাঙ্গ খাদ্য অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সর্বশেষ ২০১২ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে আলাদা করে খাদ্য অধিদপ্তরকে নিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের ফলে খাদ্য বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যপদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। খাদ্য বিভাগের হিসাব সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতির সংস্কারের সাথে সাথে সামগ্রিক কার্যধারায় দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বিলি বিতরণের কাজ খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একটিতে পরিণত হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক ২.২৪ লাখ মে.টন ধান, ২০.০৫ লাখ মে.টন চাল অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব সম্পদে বৈদেশিক উৎসে ৩.৫০ লাখ মে.টন চাল এবং ৯.৫০ লাখ মে.টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩০শে জুন, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ০ মে.টন চাল ও ৭,৮৩,৬৪৫ মে.টন গম আমদানি করা হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির (ওএমএস, খাদ্য বান্ধব, ভিডব্লিউবি ইত্যাদি) আওতায় এবং বিভিন্ন চ্যানেলে (ইপি, ওপি, জিআর ইত্যাদি) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ৩২.২৮ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে চাল ২৫.৯৮ লাখ মে.টন এবং গম ৬.৩০ লাখ মে.টন। জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা হয়েছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫১টি উপজেলার মধ্যে ২২১টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ২২১টি উপজেলায় কার্নেলের মাসিক চাহিদা ৫৯৫.৪৯৩ মে.টন, সাধারণ চালের চাহিদা ৫৯,৩৫৯.৯০০ মে.টন এবং পুষ্টিচালের চাহিদা ৫৯,৯৫৫.৩৯৩ মে.টন। ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অনুমোদিত ১৭০টি উপজেলার মধ্যে ১৬০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ১৬০টি উপজেলায় ভিডব্লিউবি খাতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ১১৪.১৪৩ মে.টন এবং পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ১১,৫২৮.৪৪৩ মে.টন।

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্য পোর্ট হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, নৌ ও রেলপথে পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে চাল ৭.৭৬ লাখ মে.টন এবং গম ১১.২১ লাখ মে.টন। রেল পথে ৬.৮৯%, নৌ পথে ৩৮.২৩% এবং সড়ক পথে ৫৪.৮৯% খাদ্যশস্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুতক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় দেশের ৭টি কৌশলগত স্থানে [চট্টগাম, আশুগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং খুলনা (মহেশ্বরপাশা)] মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৭টি আধুনিক স্টীল সাইলোর ৩টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্য ৪টি স্টিল সাইলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। এছাড়া নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার ৪৮,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের অধীন ১টি স্টিল সাইলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা ৩১.১২.২০২৭ তারিখের মধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন খাদ্য মজুত ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক "আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Food Stock and Market Monitoring System (Package DG-27a) (FS&MMS) বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিলি-বিতরণে আরও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের নিশ্চিত করবে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যশস্য।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সমন্বিত নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন এবং সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যশস্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

১.৩.১ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বণ্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।

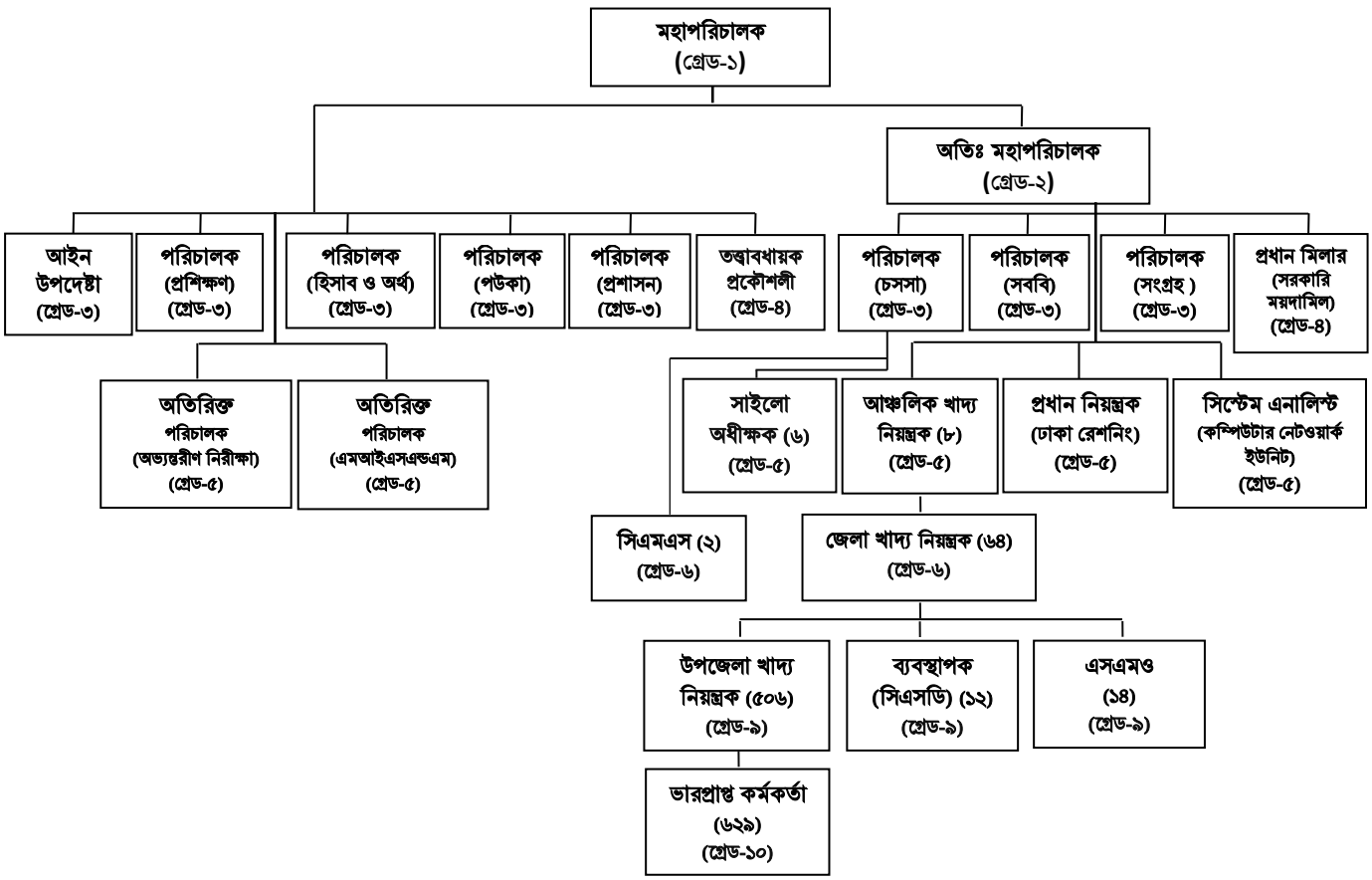

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এবং জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

১.৩.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জরুরি গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপদকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুত);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা পূরণ করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারি, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রমঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্যখাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভোজ্য তেল, লবণ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুণগতমানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের মজুত ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- এ অধিদপ্তেরর উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা।

১.৩.৩ মঞ্জুরিকৃত পদ

সারণি ০১: খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

এক নজরে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর শ্রেণিভিত্তিক মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা:

ক্র. নং	শ্রেণি ও গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা
১	ক্যাডার কর্মকর্তা (গ্রেড ১-৯)	২৫৩
২	১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার কর্মকর্তা (গ্রেড ৪-৯)	৭০৭
৩	২য় শ্রেণি কর্মকর্তা (গ্রেড ১০)	১৮১৬
৪	৩য় শ্রেণি (গ্রেড ৪-৯)	৫৬০৭
৫	৪র্থ শ্রেণি (গ্রেড ৪-৯)	৫৬২৬
	মোট =	**১৪০০৯**

ক্যাডার কর্মকর্তা (গ্রেড ১-৯):

ক্র. নং	পদের নাম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	মহাপরিচালক	১ম	১
২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	২য়	১
৩	আইন উপদেষ্টা (প্রেষনে)	৩য়	১
৪	পরিচালক	৩য়	৭
৫	প্রধান মিলার	৪র্থ	১
৬	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং	৫ম	১
৭	অতিরিক্ত পরিচালক	৫ম	৫
৮	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৫ম	৮
৯	অতিরিক্ত পরিচালক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(লিভ রিজার্ভ)	৫ম	১
১০	অতিরিক্ত পরিচালক(কারিগরি)	৫ম	২
১১	সাইলো সুপারিনটেনডেন্ট	৫ম	৮
১২	অতিরিক্ত পরিচালক (কারিগরি)/সাইলো সুপারিনটেনডেন্ট (লিভ রিজার্ভ)	৫ম	১
১৩	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৬ষ্ঠ	৬৪
১৪	চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক	৬ষ্ঠ	২
১৫	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক (লিভ রিজার্ভ)	৬ষ্ঠ	৪
১৬	উপপরিচালক	৬ষ্ঠ	১৭
১৭	সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৬ষ্ঠ	১০
১৮	উপপরিচালক/সহকারী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (লিভ রিজার্ভ)	৬ষ্ঠ	১
১৯	রক্ষণ প্রকৌশলী	৬ষ্ঠ	৮
২০	উপপরিচালক (কারিগরি)	৬ষ্ঠ	৩
২১	রক্ষণ প্রকৌশলী/উপপরিচালক(কারিগরি) (লিভ রিজার্ভ)	৬ষ্ঠ	১
২২	রক্ষণ প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	৬ষ্ঠ	৩
২৩	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর	৬ষ্ঠ	২
২৪	ইনস্ট্রাক্টর	৯ম	২
২৫	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৯ম	৪৯
২৬	ব্যবস্থাপক	৯ম	১২
২৭	নির্বাহী কর্মকর্তা	৯ম	১
২৮	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাইলো)	৯ম	৫
২৯	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ম্যানেজার,সিএসডি (লিভ রিজার্ভ)	৯ম	২
৩০	সহকারী প্রধান মিলার	৯ম	১
৩১	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী	৯ম	১৮
৩২	ব্যবস্থাপক (কারিগরি)	৯ম	৩
৩৩	সহকারী পরিচালক	৯ম	৪
৩৪	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সহকারী পরিচালক/সমমানের পদ (লিভ রিজার্ভ)	৯ম	১
৩৫	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	৯ম	৩
	মোট ক্যাডার কর্মকর্তার পদ =		**২৫৩**

১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার কর্মকর্তা (গ্রেড ৪-৯):

ক্র. নং	পদের নাম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা
১	২	৩	৪
৩৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪র্থ	১
৩৭	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)	৫ম	২
৩৮	সিস্টেম এনালিস্ট	৫ম	১
৩৯	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর)	৬ষ্ঠ	৪
৪০	প্রোগ্রামার	৬ষ্ঠ	১
৪১	সহকারী প্রোগ্রামার	৯ম	৬
৪২	রসায়নবিদ	৯ম	৪
৪৩	সহকারী রসায়নবিদ	৯ম	৯
৪৪	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী (তড়িৎ)	৯ম	১
৪৫	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (পুর)	৯ম	৮
৪৬	সহকারী প্রকৌশলী (পুর)	৯ম	১
৪৭	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৯ম	৫০৬
৪৮	সহকারী উপ-পরিচালক	৯ম	৩১
৪৯	এলাকা রেশনিং কর্মকর্তা	৯ম	২৩
৫০	উপ-নিয়ন্ত্রক (চলাচল ও সংরক্ষণ)	৯ম	২
৫১	সহকারী নিয়ন্ত্রক (চলাচল ও সংরক্ষণ)	৯ম	১৪
৫২	গম কর্মকর্তা	৯ম	১
৫৩	নিরাপত্তা কর্মকর্তা	৯ম	৮
৫৪	চলাচল ও সংরক্ষণ কর্মকর্তা	৯ম	১৪
৫৫	মহাপরিচালকের একান্ত সচিব	৯ম	১
৫৬	সহকারী নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং	৯ম	২
৫৭	পরিসংখ্যানবিদ (এমআইএস এন্ড মনিটরিং)	৯ম	২
৫৮	সিস্টেম এনালিস্ট (এমআইএসএন্ড মনিটরিং অফিস)	৯ম	১
৫৯	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯ম	২
৬০	হিসাবরক্ষণ-কাম-বাজেট কর্মকর্তা	৯ম	১
৬১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯ম	২
৬২	শহর রেশনিং কর্মকর্তা	৯ম	৫
৬৩	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি)	৯ম	২২
৬৪	সহকারী ব্যবস্থাপক	৯ম	২৫
৬৫	ট্রেনিং অফিসার	৯ম	২
৬৬	ডাক্তার (খন্ডকালীন)		৫
	মোট ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার কর্মকর্তার পদ =		**৭০৭**

২য় শ্রেণি কর্মকর্তা (গ্রেড-১০):

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা
১	২	৩	৪
৬৭	খাদ্য পরিদর্শক	১০ম	১৬২৩
৬৮	কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক	১০ম	৭৬
৬৯	অপারেটর (পেস্ট কন্ট্রোল)	১০ম	১২
৭০	সুপারভাইজার	১০ম	৭৮
৭১	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা (পুর)	১০ম	১৯
৭২	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)	১০ম	২
৭৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (আইটি)	১০ম	৩
৭৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০ম	১
৭৫	উপ-সহকারী স্থপতি	১০ম	১
৭৬	রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক	১০ম	১
	মোট ২য় শ্রেণি কর্মকর্তার পদ =		১৮১৬

৩য় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬):

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা
১	২	৩	৪
৭৭	মাস্টার (১)	১১তম	১
৭৮	পরিসংখ্যানবিদ	১২তম	৬
৭৯	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	১৩তম	১৩৬১
৮০	প্রধান সহকারী	১৩তম	৭৪
৮১	হিসাবরক্ষক	১৩তম	১২৩
৮২	সুপারিনটেনডেন্ট	১৩তম	২০
৮৩	প্রধান সহকারী-কাম হিসাবরক্ষক	১৩তম	৮
৮৪	সাঁট লিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	৯
৮৫	ড্রাইভার (লঞ্চ শ্রেণি-১)	১৩তম	৬
৮৬	মাস্টার (২)	১৩তম	৫
৮৭	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	১৮
৮৮	উচ্চমান সহকারী	১৪তম	২০৫
৮৯	নাজির-কাম-উচ্চমান সহকারী	১৪তম	১
৯০	অডিটর	১৪তম	৯৩
৯১	হিসাবরক্ষক-কাম-ক্যাশিয়ার	১৪তম	৩৩
৯২	ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান	১৪তম	১৮
৯৩	ফোরম্যান	১৪তম	৬
৯৪	মেকানিক্যাল ফোরম্যান	১৪তম	১৯
৯৫	ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান	১৪তম	১২
৯৬	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক	১৫তম	১০৩৪
৯৭	স্টোর কিপার	১৫তম	৪
৯৮	অপারেটর	১৫তম	১১৬
৯৯	প্রধান মেকানিক	১৫তম	১
১০০	সহকারী ফোরম্যান	১৫তম	২৪
১০১	ওয়েল্ডার	১৫তম	১
১০২	মিলরাইট	১৫তম	২১
১০৩	হেড ইলেকট্রিশিয়ান	১৫তম	১
১০৪	ইলেকট্রিশিয়ান	১৫তম	৩৮
১০৫	ভেহিক্যাল ইলেকট্রিশিয়ান	১৫তম	২
১০৬	সারেং	১৫তম	২
১০৭	কম্পাউন্ডার	১৫তম	৫
১০৮	ফর্ক লিফট অপারেটর	১৫তম	৩
১০৯	ড্রাইভার	১৫তম	৩৯৪
১১০	ড্রাইভার (লঞ্চ শ্রেণি-২)	১৬তম	৪
১১১	রেকর্ড কিপার	১৬তম	১
১১২	অফিস-সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬তম	৮৮২
১১৩	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৬তম	১১০
১১৪	ল্যাবরেটরি সহকারী	১৬তম	১০
১১৫	সহকারী অপারেটর	১৬তম	১০১
১১৬	স্টেভেডর সরদার	১৬তম	১৬
১১৭	সিনিয়র মেকানিক	১৬তম	১
১১৮	ভেহিক্যাল মেকানিক	১৬তম	৪৩
১১৯	মেকানিক	১৬তম	৮
১২০	সহকারী মিলরাইট	১৬তম	২৪
১২১	রোল গ্রোভার	১৬তম	১
১২২	টার্নার	১৬তম	২
১২৩	শিফ্‌ট ফোরম্যান	১৬তম	৬
১২৪	মিল অপারেটিভ	১৬তম	১৯২

১২৫	সাইলো অপারেটিভ	১৬তম	৫৩৬
১২৬	ফার্স্ট কার্পেনটার	১৬তম	১
১২৭	সেকেন্ড কার্পেনটার	১৬তম	২
১২৮	ফিটার	১৬তম	৩
	মোট ৩য় শ্রেণির পদ =		**৫৬০৭**

৪র্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০):

ক্রঃ নং	পদের নাম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা
১	২	৩	৪
১২৯	পিইউপি অপারেটিভ	১৭তম	৩
১৩০	সরদার (ডেলিভারি ও ইনটেক)	১৭তম	২
১৩১	অয়েলার	১৮তম	৩
১৩২	সুকানী	১৮তম	৬
১৩৩	সেল্‌সম্যান	১৮তম	১
১৩৪	স্কেলম্যান	১৮তম	১
১৩৫	অয়েলম্যান	১৯তম	৪
১৩৬	ক্যাশ সরকার	১৯তম	১
১৩৭	প্রধান নিরাপত্তা প্রহরী	১৯তম	১
১৩৮	রোলারম্যান	১৯তম	৬
১৩৯	সিঙ্কম্যান	১৯তম	৩
১৪০	ডেসপাস রাইডার	১৯তম	১
১৪১	স্প্রেম্যান	১৯তম	১৩৭
১৪২	অফিস সহায়ক	২০তম	২৫২
১৪৩	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	৪৬০৭
১৪৪	এটেন্ডার	২০তম	১১২
১৪৫	হেলপার	২০তম	১৭৬
১৪৬	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২০তম	২৯৪
১৪৭	লস্কর	২০তম	১০
১৪৮	স্ক্রীনম্যান	২০তম	৬
	মোট ৪র্থ শ্রেণির পদ =		**৫৬২৬**

উৎস্য: সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

২.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

২.১ প্রশাসন বিভাগ

২.১.১ সংস্থাপন শাখা

২.১.১.১ জনবল

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১৪০০৯টি পদের মঞ্জুরি রয়েছে। যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭৬৯৭ জন এবং ৬৩১২টি পদ শূন্য রয়েছে। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলো:

সারণি ০২: খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্যপদের সংখ্যা

পদের শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
প্রথম শ্রেণি: ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (১ম হতে ৯ম গ্রেড)	২৫৩	১২৫	১২৮
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৭০৭	৫২৬	১৮১
দ্বিতীয় শ্রেণি: (১০ম গ্রেড)	১৮১৬	১১৮৯	৬২৭
তৃতীয় শ্রেণি: ১১ তম থেকে ১৬ গ্রেড)	৫৬০৭	২৭৭৯	২৮২৮
চতুর্থ শ্রেণি: ১৭তম থেকে ২০ তম গ্রেড)	৫৬২৬	৩০৭৮	২৫৪৮
মোট=	১৪০০৯	৭৬৯৭	৬৩১২

২.১.১.২ খাদ্য অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য

১ম ও ২য় শ্রেণির ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হতে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদে ৪১ তম বিসিএস এর মাধ্যমে ০৫জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে এবং ০২ জন কর্মকর্তাকে সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/ সমমানের পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৫জন আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী(আরএমই)/ সহকারী প্রকৌশলী (৯ম গ্রেড) এবং ০৯ জন আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা(আরএমও)/ উপসহকারী প্রকৌশলী (১০ম গ্রেড) এর কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৮ সলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৩তম হতে ১৬তম গ্রেডভুক্ত ১৬ ক্যাটাগরির পদে ৬১০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তরের ১৩তম হতে ১৬তম গ্রেডভুক্ত ২২ ক্যাটাগরির ১৩৭৭ পদে পূরণের জন্য প্রশাসন বিভাগের ৩১.০৮.২০২৩ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০৫.২২.৮০২ নং স্মারকে জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪৪, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরুপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে:-

পদের শ্রেণি	১ম শ্রেণির সাধারণ (ক্যাডার)	১ম শ্রেণির (ক্যাডার) কারিগরী	১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক)	২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার (খাদ্য পরিদর্শক ও সুপারভাইজার)
৪৪ তম বি.সি.এস	০৩	-	০৩	খাদ্য পরিদর্শক- ১৫৮ সুপারভাইজার- ১২
৪৫ তম বি.সি.এস	০৩	০১	-	খাদ্য পরিদর্শক- ২৫
৪৬ তম বি.সি.এস	-	-	-	খাদ্য পরিদর্শক- ২৫
৪৭ তম বি.সি.এস	-	-	১০	খাদ্য পরিদর্শক- ৪৪ সুপারভাইজার- ০১
মোট=	**০৬**	**০১**	**১৩**	**২৬৫**

২.১.১.৩ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ২১৯ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

সারণি ০৩: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণির পদোন্নতির তথ্য

ক্র. নং	যে পদ হতে পদোন্নতি/পদায়ন দেওয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	যে পদে পদোন্নতি/পদায়ন করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	পদোন্নতির সংখ্যা
১	অতিরিক্ত পরিচালক/সমমান (৫ম) গ্রেড হতে ৪৩০০০-৬৯৮৫০	পরিচালক (৩য়) গ্রেড ৫৬৫০০-৭৪৪০০	০২ জন
২	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (৬ষ্ঠ) গ্রেড হতে ৩৫৫০০-৬৭০১০	অতিরিক্ত পরিচালক/সমমান (৫ম) গ্রেড ৪৩০০০-৬৯৮৫০	০৩ জন
৩	রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান (৬ষ্ঠ) গ্রেড হতে ৩৫৫০০-৬৭০১০	অতিরিক্ত পরিচালক/সমমান (কারিগরি) (৫ম) গ্রেড ৪৩০০০-৬৯৮৫০	০১ জন
৪	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (৯ম) গ্রেড হতে ২২০০০-৫৩০৬০	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান ৬ষ্ঠ গ্রেড ৩৫৫০০-৬৭০১০	০৯ জন
৫	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান (৯ম) গ্রেড হতে ২২০০০-৫৩০৬০	রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ৬ষ্ঠ গ্রেড ৩৫৫০০-৬৭০১০	০৪ জন
৬	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (৯ম) গ্রেড হতে ২২০০০-৫৩০৬০	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (৯ম) গ্রেড ২২০০০-৫৩০৬০	০৯ জন
৭	খাদ্য পরিদর্শক/সমমান (৯ম) গ্রেড হতে ২২০০০-৫৩০৬০	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (৯ম) গ্রেড ২২০০০-৫৩০৬০	১৮ জন
৮	সহকারী রসায়নবিদ (৯ম) গ্রেড ২২০০০-৫৩০৬০	রসায়নবিদ (৯ম) গ্রেড ২২০০০-৫৩০৬০	০১ জন
৯	ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ১৪ গ্রেড হতে ১০২০০-২৪৬৮০	সহকারী রসায়নবিদ (৯ম) গ্রেড ২২০০০-৫৩০৬০	০২ জন
১০	অপারেটর ১৫ তম গ্রেড হতে ৯৭০০-২৩৪৯০	সুপারভাইজার ১০ম গ্রেড ১৬০০০-৩৮৬৪০	১৩ জন
১১	প্রধান মেকানিক বা সহকারী ফোরম্যান বা ওয়েল্ডার বা মিল রাইট বা ইলেকট্রিশিয়ান বা ভেহিক্যাল ইলেকট্রিশিয়ান হতে ১৫ম গ্রেড হতে (৯৭০০-২৩৪৯০)	ফোরম্যান, মেকানিক্যাল ফোরম্যান, ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান পদে ১৪ তম গ্রেড ১০২০০-২৪৬৮০	২০ জন
১২	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ১৫ গ্রেড হতে ৯৭০০-২৩৪৯০	উপ-খাদ্য পরিদর্শক ১৩ গ্রেড ১১০০০-২৬৫৯০	২১ জন
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী/স্প্রেম্যান ২০ গ্রেড হতে ৮২৫০-২০০১০	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ১৫ তম গ্রেড ৯৭০০-২৩৪৯০	৮৯ জন
১৪	এটেন্ডার/হেলপার (গাড়ী সহকারী) ২০ গ্রেড হতে ৮২৫০-২০০১০	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ১৫ তম গ্রেড ৯৭০০-২৩৪৯০	১৮ জন
১৫	অফিস সহায়ক ২০ গ্রেড হতে ৮২৫০-২০০১০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১৬ তম গ্রেড (৯৩০০-২২৪৯০)	০৯ জন

২.১.২ তদন্ত ও মামলা শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে আনীত বিভাগীয় মামলার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করা হলো। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সর্বমোট ৮৯টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ২৩টি মামলা নিষ্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩ জনকে চাকরিচ্যুত/বরখাস্ত, ৯ জনকে অব্যাহতি প্রদান এবং ১১ জনকে অন্যান্য দন্ড প্রদান করা হয়। বর্তমানে বিভাগীয় মামলা কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ড/গুরুদন্ডের আওতায় বিভাগীয় মামলা আনয়নপূর্বক নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২৩-২০২৪) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত অনিষ্পত্তিকৃত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা				অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
	চাকরিচ্যুত/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
৮৯	৩	৯	১১	২৩	৬৬	

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অফলাইনে এবং অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

(ক) প্রচলিত পদ্ধতি:

সময়	অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	৯৪	৮০

(খ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) এর মাধ্যমে:

সময়	বিবেচ্য সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			নিষ্পত্তির সংখ্যা
	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত	
২০২৩-২০২৪	৮৩	০	০	৮১

২.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতর গ্রেড, সম্মানিভাতা, আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমন বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর হতে ০৩ জন কর্মচারীর পিআরএল ও ১১ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরি করা হয়েছে এবং ৩০ জন কর্মকর্তার পিআরএল ও ৪১ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুর, ৪১ জন কর্মচারীর উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুর, ১০টি ভ্রমণ বিল অনুমোদন, ১৩ জন কর্মকর্তাকে আহরণ-বায়ন ক্ষমতা প্রদান, ২৮২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানিভাতা প্রদান ও ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আর্থিক অনুদানের আবেদন কল্যাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরির তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরির তথ্যাদি

পি আর এল মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	জিপিএফ মঞ্জুরি	আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ	উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
		১ম/২য়/৩য়/অফেরতযোগ্য/চূড়ান্ত		
৩০ জন	৪১ জন	১৫৩ জন	১৩ জন	৪১ জন

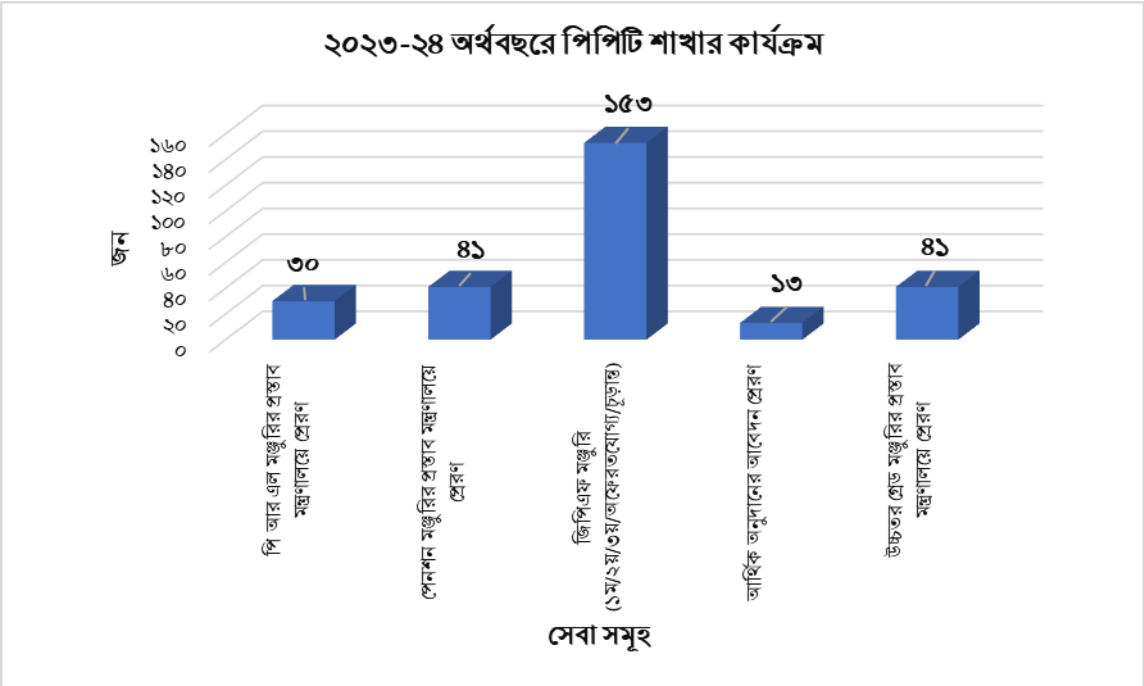

লেখচিত্র ১: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিপিটি শাখার কার্যক্রম

২.১.৪ সৃজনশীল সেল

২.১.৪.১ বিভিন্ন স্থাপনায় পদ সৃজনের কার্যক্রম

সারণি ০৪: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে সকল স্থাপনাসমূহের নামের তালিকা

ক্র.নং	স্থাপনার নাম	সৃজনের জন্য প্রস্তাবিত পদ	সৃজিত (অস্থায়ী)	সৃজিত (স্থায়ী)	মন্তব্য
১	চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পায়রা বন্দরের জন্য পদ সৃজন	২০৭	-	-	প্রক্রিয়াধীন
২	"আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ০৩টি স্টীল সাইলোর জন্য (ময়মনসিংহ, মধুপুর ও আশুগঞ্জ) পদ সৃজন	১২৬	১১১	১৫	-
৩	পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলার দুমকি এলএসডি	২	২	-	৩ বছরের জন্য মেয়াদ সংরক্ষণের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়েছে
৪	খাদ্য অধিদপ্তরের মেইনটেন্যান্স ইউনিটের সহকারী প্রকৌশলী/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (পুর) ০১(এক)টি এবং উপসহকারী প্রকৌশলী/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা (পুর) ০৩(তিন)টি সহ ০৪(চার)টি পদ সৃজন	৪	৪	-	
৫	নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার মীরগঞ্জ এলএসডির পদ সৃজন	২	২	-	
৬	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পাঁচপীর এলএসডির পদ সৃজন	২	২	-	
৭	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলাধীন সালথা এলএসডি	২	২	-	
৮	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রংপুরের পদ সৃজন	১০	-	১০	-
৯	Online Food Stock and Market Monitoring System (ICT) বাস্তবায়নের জন্য পদ সৃজন	২৭১	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১০	খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প সমাপনান্তে প্রিমিক্স কার্নেল এবং ল্যাবরেটরীর ২৫ ক্যাটাগরির পদ সৃজন	৫৩	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১১	"আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ০৪টি স্টীল সাইলোর জন্য (চট্টগ্রাম, মহেশ্বরপাশা, নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল)	৩৫৬	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১২	খাদ্য অধিদপ্তরের বিসিএস ক্যাডারের সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদ সৃজন	১৫	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন সান্তাহার সাইলো পরিচালনার জন্য ইলেকট্রিশিয়ান এর পদ সৃজন	১	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১৪	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কেন্দ্রীয় আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগারের জন্য ১১ ক্যাটাগরির ১১টি পদ ও ৬টি আঞ্চলিক খাদ্য পরীক্ষাগারের ১০ ক্যাটাগরির ১৬টি করে মোট ৯৬টি পদসহ সর্বমোট ১০৭টি পদ সৃজন	১০৭	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১৫	সুনামগঞ্জ জেলাধীন শান্তিগঞ্জ এলএসডিতে নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ।	৫	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১৬	কক্সবাজার জেলায় নবসৃষ্ট ঈদগাঁও উপজেলার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অনুকূলে পদ সৃজন	৪	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১৭	ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় নব-নির্মিত ভোমরাদহ এলএসডির পদ সৃজনের	৫	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১৮	খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫০টি নতুন ক্যাডারপদ সৃজন	৫০	-	-	প্রক্রিয়াধীন
	সর্বমোট =	**১১৭২**	**১২৩**	**২৫**	

২.১.৪.২ খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্থাপনার পদ সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ

সারণি ০৫: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের সৃজিত পদের সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণের তথ্য

ক্র.নং	স্থাপনার নাম	সৃজিত পদ সংখ্যা	সংরক্ষণ	স্থায়ীকরণ
১	নবসৃষ্ট ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জন্য পদসৃজন	৯	-	৯
২	'সাবেক সিডা সহায়তায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প হতে স্থাপিত প্রশিক্ষণ ইউনিটের ১৩(তেরো)টি পদের স্থায়ীকরন	১৩	-	১৩
৩	খাদ্য অধিদপ্তরের মেইনটেন্যান্স ইউনিটে নতুন সৃজনকৃত ১০ ক্যাটাগরির ১৭ (সতের) টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণ	১০	১০	-
৪	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সান্তাহার সাইলো পরিচালনার জন্য ০৭ টি পদ সৃজন	৭	৭	-
৫	খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন নবসৃষ্ট মোংলা সাইলোর জন্য পদ সৃজন	১৭৫	১৭৫	-
৬	খাগড়াছড়ি জেলার নবসৃষ্ট গুইমারা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৪	-	৪
৭	চট্টগ্রাম জেলার নবসৃষ্ট কর্ণফুলি উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৪	-	৪

৮	পটুয়াখালী জেলার নবসৃষ্ট রাঙ্গাবালী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৪	-	৪
৯	সিলেট জেলার নবসৃষ্ট ওসমানী নগর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৪	-	৪
১০	বরগুনা জেলার নবসৃষ্ট তালতলী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৪	-	৪
১১	নাটোর জেলার নবসৃষ্ট নলডাঙ্গা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৪	-	৪
১২	খাদ্য অধিদপ্তরের নবসৃষ্ট ১৬টি উপজেলায় রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট ৬৪টি পদ	৬৪	-	৬৪
১৩	খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত ১২ টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণ	১২	৪	৮
১৪	ময়মনসিংহ জেলার নবসৃষ্ট তারাকান্দা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৪	-	৪
১৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরে একটি আইন উপদেষ্টার পদ সৃজন	১	-	-
	সর্বমোট	**১১৭২**	**১২৩**	**২৫**

২.১.৪.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

১। খাদ্য অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রতিবেদন জুলাই/২০২৩ মাসে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সফট্ওয়্যারে যথাসময়ে আপলোড কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর তালিকা:

ক্র. নং	নাম	পদবি	কর্মস্থল	পুরস্কারের মান
খাদ্য ভবনের গ্রেড: ২-৯ কর্মচারী				শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ এর ধারা ৭ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ
১	জনাব মোঃ জামাল হোসেন	পরিচালক	প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	
২	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	পরিচালক	সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	
খাদ্য ভবনের গ্রেড: ১০-১৬ কর্মচারী				
৩	জনাব সুব্রত কুমার পাল	খাদ্য পরিদর্শক	এলজিআরডি খাদ্য গুদাম, সাভার সংযুক্তি: সৃজনশীল সেল, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	
৪	জনাব মুকুল আহমেদ	অডিটর	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সংযুক্তি: মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর	
খাদ্য ভবনের গ্রেড: ১৭-২০ কর্মচারী				
৫	জনাব মোঃ আহমেদ শাকিল	নিরাপত্তা প্রহরী	ঢাকা রেশনিং, ঢাকা সংযুক্তি: পরিচালকের দপ্তর, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	
৬	জনাব কামাল উদ্দিন	নিরাপত্তা প্রহরী	দাউদকান্দি এলএসডি, কুমিল্লা সংযুক্তি: হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	
৭	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	অফিস সহায়ক	সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	
আঞ্চলিক পর্যায়ের দপ্তর প্রধানগণ হতে একজন				
৮	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খান	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী	

সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তরের ১২.০৬.২০২৪ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৫.০০১.২২.৯৪ নং স্মারক

২.২ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২.২.১ বিভাগ পরিচিতি

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত কর্মী বাহিনী গঠন তথা সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কানাডিয়ান সিডা প্রকল্পের আওতায় ১৯৯১ সনের ০৩ আগস্ট উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ ইউনিট হিসেবে এই বিভাগের যাত্রা শুরু হয় এবং ২১/১২/১৯৯১ খ্রি. তারিখ হতে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চালু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রশিক্ষণ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য সরকারি আইন-বিধি, নীতিমালা, সাম্প্রতিক বিষয় ইত্যাদিসহ সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন পদে এ বিভাগে মোট ০৯ (নয়) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ স্থায়ীকরণ হয়েছে।

২.২.২ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

ক) সরকারি খাদ্য পরিকল্পনা, নীতিমালা ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
খ) খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান।
গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নে খাদ্য নিরাপত্তার আবশ্যকতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
ঙ) তথ্য প্রযুক্তিসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান।
চ) খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত, দক্ষ ও কর্মক্ষম মানব সম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবার মান উন্নয়ন।
ছ) খাদ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার ।

২.২.৩ বাস্তবায়ন পদ্ধতি

জ) লেকচার/ডিসকাশন/ওয়ার্কশপ/সেমিনারের মাধ্যমে মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান দান।
ঝ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে-কলমে কারিগরি জ্ঞান প্রদান।
ঞ) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
ট) কম্পিউটার, আইসিটি এবং নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২.২.৪ বিভাগের কর্মকান্ড

সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক ও যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে এ বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, সভাকক্ষ, ডরমিটরি অধিকতর আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের কাজে দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ সৃষ্টির পর হতে এই বিভাগ বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা, নন-ক্যাডার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে।

২.২.৫ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

গ্রেড ৫-৯ ভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য ‘পিপিআর’ এবং বাজেট বাস্তবায়ন ও তথ্য অধিকার আইন, “iBAS++ সিস্টেমে বাজেট প্রণয়ন ও বিভিন্ন মনিটাইজড খাতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ এবং চালানের মাধ্যমে প্রাপ্তির হিসাব প্রতিবেদন, গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের সদ্ব্যবহার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা”, নব যোগদানকৃত আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (RME) আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা (RMO) - এর “চাকরি সংক্রান্ত মৌলিক এবং পদ সংশ্লিষ্ট” বিষয়, গ্রেড ৬-১০ কর্মকর্তার জন্য ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সফটওয়্যার’ এবং ‘সিটিজেন চার্টার’, ‘বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) বিষয়’, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত’, ‘ডি-নথির ব্যবহার ও বাস্তবায়ন’, নব-যোগদানকৃত "উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান" পদের কর্মকর্তাদের চাকরি সংক্রান্ত মৌলিক এবং পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়, ‘নথি ব্যবস্থাপনা এবং আরকাইভস ও রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট’, বোরো সংগ্রহ, ২০২৪ মৌসুমে “ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা”,বোরো সংগ্রহ, ২০২৪ মৌসুমে “কৃষকের অ্যাপ”, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত NIS Software সম্পর্কে সম্যক ধারণা’ ও সিটিজেন চার্টার”, ১০-১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের “পিপিআর” এবং “সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা,২০১৮”, ১৭-২০ ভুক্ত কর্মচারীদের চাকুরী ক্ষেত্রে সচেতনতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি চাকুরির বিভিন্ন বিষয়,গাড়িচালক এবং গাড়ি মেরামতের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি চাকুরির বিভিন্ন বিষয়, মাঠ সংযুক্তির মাধ্যমে বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের “বিভাগীয় প্রশিক্ষণ”, খাদ্য ব্যবস্থাপনায় জ্যেষ্ঠ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, নব যোগদানকৃত সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী পদের কর্মকর্তাদের চাকরী সংক্রান্ত মৌলিক এবং পদসংশ্লিষ্ট বিষয়, নব নিয়োগ প্রাপ্ত উপখাদ্য পরিদর্শকদের ওরিয়েন্টশন, পুষ্টিচাল উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা, ২০২১ অধিকতর কার্যকর, ফলপ্রসু, যুগোপযোগী ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিষয়,কর্মমূল্যায়ন বিধিমালা, ২০২৩ ও

কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি' সম্পর্কে অবহিতকরণ, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ফলাবর্তক প্রদান, বেসরকারি অটো রাইস মিলের ধান, চাল মজুদ, উৎপাদন, বিলিবিতরণ কার্যক্রম মনিটরিংয়ের কৌশল নির্ধারণ", ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র খসড়া প্রণয়ন, খাদ্য বিভাগে বিদ্যমান আইন বিধি-বিধান ও নীতিমালা সংস্কার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিলে উৎপাদিত ভুসি নিলাম প্রক্রিয়ায় বিক্রয়', অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০২২" অধিকতর কার্যকর, ফলপ্রসু, যুগোপযোগী ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

সারণি ০৬: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	৪৫ টি	১৪৭৯	৭৯০২
২	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ (জুম সহ)	১৬ টি	১০৪৭	৬৩৬৬
৩	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৯ টি	৩০২	১৯৪৮
৪	বাহিরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ	৫৭ টি	১৪২	৫৩৮০
	মোট=	**১২৭ টি**	**২৯৭০ জন**	**২১৫৯৬ ঘন্টা**

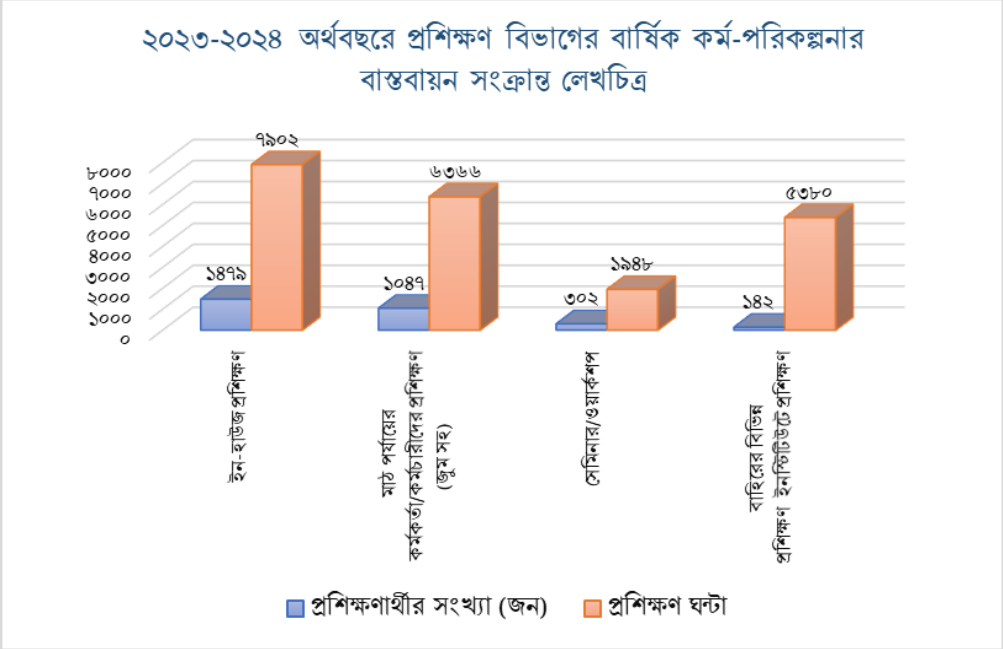

লেখচিত্র ২: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

"খাদ্য ব্যবস্থাপনায় জ্যেষ্ঠ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

“খাদ্য ব্যবস্থাপনায় জ্যেষ্ঠ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ১৭-২০ গ্রেড ভুক্ত কর্মচারীদের শুদ্ধাচার ও গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের সদ্ব্যবহার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

৩. বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তর

৩.১ ভূমিকা

খাদ্য অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামে মহাপরিচালক মহোদয়ের অধীনে সাতটি বিভাগসহ দুইটি অনুবিভাগ এবং খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তর রয়েছে । তন্মধ্যে আইন উপদেষ্টার দপ্তর হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এ দপ্তর হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন কর্মকান্ডে আইনি জটিলতার বিষয়ে আইনি পরামর্শ প্রদানের জন্য ১৯৮৮ সালে খাদ্য অধিদপ্তরে এককভাবে আইন উপদেষ্টার একটি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয় ।

৩.২ জনবল

এ দপ্তরের ১ (এক) জন আইন উপদেষ্টা (উপসচিব), ১ (এক) জন আইন উপদেষ্টার ব্যক্তিগত সহকারী, ২ (দুই) জন খাদ্য পরিদর্শক, ১ (এক) জন হিসাবরক্ষক, ১ (এক) জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১ (এক) জন মিল অপারেটিভ এবং ১ (এক) জন নিরাপত্তা কর্মী কর্মরত আছে। বর্তমানে এ দপ্তরে সর্বমোট কর্মরত জনবল ৮(আট) জন এর মধ্যে ১ জন প্রেষণে কর্মরত বাকি ৭ জনই সংযুক্তিতে কর্মরত আছে।

৩.৩ দপ্তরের কার্যক্রম

আইন উপদেষ্টা কর্তৃক খাদ্য অধিদপ্তরের সাতটি বিভাগসহ দুইটি অনুবিভাগ এবং খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সংস্থাপনা হতে উদ্ভূত সকল মামলার আইনি পরামর্শ দেওয়া হয় । এছাড়াও মামলাসমুহ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

(১) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন, সিভিল আপিল, সিভিল রিভিশন, কনটেম্পট পিটিশন মামলাসমূহ সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল আপিল, সিভিল পিটিশন, সিভিল মিসিলিনিয়াস পিটিশন ও সিভিল রিভিউ পিটিশন মামলাসমূহ সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালে দায়েরকৃত এ.টি, এ.এ.টি, বাস্তবায়ন মামলাসমূহ সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ অন্যান্য নিম্ন আদালতে মানিস্যুট, মিস কেইস, দেওয়ানি, স্বত্ব, ফৌজদারি মামলাসমূহের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইনি পরামর্শ ও আইনি মতামত প্রদান।

৩.৪ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার কার্যাবলি:

১) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলার রায় ঘোষণা হবার পর আপিলকরণ বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান।

২) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের মামলার রায় ঘোষণা হবার পর সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান।

৩) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক রায় বাস্তবায়ন বিষয়ে আইনগত মতামত।

৪) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা নিরসনে মতামত গ্রহণ ।

৫) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে আইনগত মতামত।

৬) খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ঠিকাদারী চুক্তির মডেলের আইনগত অনুচ্ছেদসমূহের বিষয়ে মতামত প্রদান ও ভেটিংকরণ।

৭) খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন ধরনের ঠিকাদারি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের বিষয়ে আইনগত মতামত ।

৮) খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন ধরনের ঠিকাদারি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে আইনগত মতামত।

৯) আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালায় আইনগত ধারাসমূহের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান।

১০) অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ধান মিলিং এর নিমিত্তে বিভিন্ন ধানকলের সাথে সরকারি চুক্তির আইন সংক্রান্ত ধারাসমূহের বিষয়ে আইনি পরামর্শ প্রদান।

১১) সরকারি পাওনা আদায়/পরিশোধের নিমিত্তে রাইস মিলসমূহের বিরুদ্ধে চলমান মামলার বিষয়ে আইনগত পরামর্শ প্রদান।

১২) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে এবং জেলা ও দায়রা জজ আদালতে চলমান মামলাসমূহের তদারকি ও আইনগত পরমর্শ প্রদান।

১৩) খাদ্য অধিদপ্তররের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক খাদ্য গুদাম স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে আইন এবং অবৈধ দখলের বিষয়ে আইনি মতামত প্রদান।

১৪) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল সংস্থাপনার নির্মাণ ও ভূমির দখল বিষয়ক যাবতীয় আইনি বিষয়ে পরামর্শ/আইনি মতামত প্রদান ইত্যাদি।

১২) মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে এবং জেলা ও দায়রা জজ আদালতে চলমান মামলাসমূহের তদারকি ও আইনগত পরমর্শ প্রদান।

১৩) খাদ্য অধিদপ্তররের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক খাদ্য গুদাম স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে আইন এবং অবৈধ দখলের বিষয়ে আইনি মতামত প্রদান।

১৪) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল সংস্থাপনার নির্মাণ ও ভূমির দখল বিষয়ক যাবতীয় আইনি বিষয়ে পরামর্শ/আইনি মতামত প্রদান ইত্যাদি।

সারণি ০৭: খাদ্য অধিদপ্তরের চলমান মামলার পরিসংখ্যান :

(ক) চলমান মামলার সংখ্যা :

ক্রমিক নং	মামলার ধরন	বিগত মাসে চলমান মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে নতুন মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে সর্বমোট চলমান মামলার সংখ্যা	রুল ইস্যুকৃত/জবাবের অপেক্ষায় মামলার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	৬ = (৩+৪-৫)	(৮)
১।	কনটেম্পট পিটিশন	৬	-	-	৬	-
২।	বাস্তবায়ন মামলা	৪	-	-	৪	-
৩।	এ.টি মামলা	৩২	-	-	৩২	-
৪।	এ.এ.টি মামলা	১০	-	-	১০	-
৫।	হাইকোর্ট (রিট পিটিশন ও অন্যান্য)	৪১৫	২২	-	৪৩৭	-
৬।	সুপ্রীম কোর্ট (সিপিএলএ ও অন্যান্য)	৭	-	-	৭	-
৭।	দেওয়ানি আদালতে	৫৮৮	১	-	৫৮৯	-
৮।	ফৌজদারি আদালত	৪৮	-	-	৪৮	-
৯।	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে	৪	-	১	৩	-
১০।	জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে	১৭	-	-	১৭	-
১১।	শ্রম আদালতে	১	-	-	১	-
	মোট চলমান মামলার সংখ্যা	**১১৩২**	**২৩**	**১**	**১১৫৪**	

(খ) নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা :

ক্রমিক নং	মামলার ধরন	বিগত মাসে চলমান মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে নতুন মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে সর্বমোট চলমান মামলার সংখ্যা	রুল ইস্যুকৃত/জবাবের অপেক্ষায় মামলার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	৬ = (৩+৪-৫)	(৮)
১।	সরকার পক্ষে রায়	৮৬	-	-	৮৬	-
২।	সরকারের বিপক্ষে রায়	৪২	-	-	৪২	-
৩।	মামলার রায় বাস্তবায়ন	৭	-	-	৭	-
৪।	স্থগিত	৭৩	-	-	৭৩	-
৫।	নিস্পত্তি	২০৭	-	২	২০৯	-
৬।	খারিজ	৯৭	-	-	৯৭	-
	মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	**৫১২**	**-**	**২**	**৫১৪**	**-**
চলমান ও নিস্পত্তিকৃতসহ সর্বমোট মামলার সংখ্যা		**(১১৫৪+৫১৪) = ১৬৬৮**				

সূত্রঃ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর

৪.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৪.১ সংগ্রহ বিভাগ

৪.১.১ সংগ্রহ বিভাগের কার্যক্রম

খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদান, বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা এবং সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ করাই সংগ্রহ বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে সংগ্রহ বিভাগ হতে প্রতিবছর সরকার ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণভাবে আমন ও বোরো ধান-চাল এবং গম সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

সংগ্রহ কার্যক্রম ছাড়াও সংগ্রহ বিভাগ হতে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ধান, চাল ও গম এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গম বস্তাবন্দীকরণের লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরভিত্তিক প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম চটের বস্তা ক্রয় করা হয়। এছাড়া সংগ্রহ বিভাগ থেকে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিদেশ হতে গম আমদানির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সংগ্রহ বিভাগে মিলিং শাখা হতে ধান ছাঁটাই বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান এবং মন্ত্রণালয় হতে মিলিং সংক্রান্ত প্রাপ্ত যে কোন নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংগৃহীত খাদ্যশস্য সার্বক্ষণিকভাবে খাবারযোগ্য রাখার স্বার্থে কীটনাশক ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংগ্রহ বিভাগের উপর ন্যস্ত। এছাড়া সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে সংগ্রহ চলাকালীন সহায়ক নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ এবং তা নিবিড় পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংগ্রহ বিভাগ থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিনির্দেশ সম্মত ধান, চাল ও গম ক্রয় করা হচ্ছে কিনা এবং সংগৃহীত চালের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংগ্রহ বিভাগ থেকেও নিবিড় তদারকি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৪.১.২ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সংগ্রহ বিভাগ হতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

i) বোরো সংগ্রহ-২০২৩: বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমের আওতায় ০১ জুলাই, ২০২৩ থেকে ১৪/০৯/২০২৩ খ্রি.পর্যন্ত ৭১,৩৫৪ মে.টন ধান ও ৭,০৯,৫৯৪ মে.টন চাল যা চালের আকারে ৭,৫৫,৯৭৪ মে.টন সংগৃহীত হয়।

ii) আমন সংগ্রহ ২০২৩-২০২৪: গত ০৮.১০.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি) সভায় আমন সংগ্রহ, ২০২৩-২০২৪ মৌসুমে প্রতি কেজি ৩০/- দরে ২,০০,০০০ মে.টন ধান, ৪৪/- টাকা কেজি দরে ৪,০০,০০০ মে.টন সিদ্ধ চাল ও ৪৩/- টাকা কেজি দরে ১,০০,০০০ মে.টন আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১১/১২/২০২৩ তারিখের ১৪৩নং স্মারক, ০৭/০২/২০২৪ তারিখের ২৫নং স্মারক ও ২৫.০২.২০২৪ তারিখের ৩২নং স্মারকে অতিরিক্ত যথাক্রমে ১,৫০,০০০ মে.টন, ১৭৪৪৬.০৫ মে.টন ও ৩৯০০.৩৫০ মে.টন সিদ্ধ চালের অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়। এতে সিদ্ধ চালের মোট লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৪,০০,০০০ + ১,৫০,০০০+১৭৪৪৬.০৫+৩৯০০.৩৫০= ৫,৭১,৩৪৬.৪ মে.টন। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১১.১২.২০২৩ তারিখের ১৪৩নং স্মারকে ৫০,০০০ মে.টন আতপ চালের বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এতে আতপ চালের মোট লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় (১,০০,০০০+৫০,০০০)=১,৫০,০০০ মে.টন।

উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ধান, সিদ্ধ চাল ও আতপ চাল সংগ্রহের তথ্য নিম্নরূপ:-

ক্র.নং	খাদ্যশস্য	মোট লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)	সংগ্রহের পরিমাণ (মে.টন)	সংগ্রহের হার	মন্তব্য
০১.	ধান	২,০০,০০০	২৩,৭৯৮	১১.৯০ %	
০২.	সিদ্ধ চাল	৫,৭১,৩৪৬.৪	৫,৪৯,২২২	৯৬.১৫%	
০৩.	আতপ চাল	১,৫০,০০০	৯৩,৯০৬	৬২.৬০%	

iii) গম সংগ্রহ-২০২৪: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ-২০২৪ মৌসুমে প্রতি কেজি গমের মূল্য ৩৪/- টাকা নির্ধারণপূর্বক ৫০,০০০ মে.টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। গম সংগ্রহের নির্ধারিত মেয়াদ ৩১শে আগস্ট, ২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৩৭ মে.টন গম সংগৃহীত হয়েছে। গম সংগ্রহের হার ০.০৭৪%।

iv) বোরো সংগ্রহ-২০২৪: গত ২১/০৪/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত এফপিএমসির সভায় ২০২৪ সালের বোরো মৌসুমে (০৭/০৫/২০২৪ থেকে ৩১/০৮/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত) প্রতি কেজি ৩২/- টাকা মূল্যে ৫.০০ লাখ মে.টন ধান, প্রতি কেজি ৪৫/- টাকা মূল্যে ১১.০০ লাখ মে.টন সিদ্ধ চাল ও ৪৪/- টাকা মূল্যে ১.০০ লাখ মে.টন আতপ ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০২.০৬.২০২৪ তারিখের ১৬৭নং স্মারকে অতিরিক্ত ১,০০,০০০ মে.টন ও ০৪/০৮/২০২৪ তারিখের ১৯০নং স্মারকে অতিরিক্ত ১,০০,০০০ মে.টন মোট ২,০০,০০০ মে.টন সিদ্ধ চালের বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এতে সিদ্ধ চালের মোট লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় (১১,০০,০০০ + ২,০০,০০০)= ১৩,০০,০০০ মে.টন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০.০৬.২০২৪ খ্রি. তারিখে ১৭৪ নং

স্মারক এবং ২৪.০৬.২০২৪ খ্রি. তারিখে ১৭৬ নং স্মারকে যথাক্রমে ৫০,০০০ মে.টন ও ২০,০০০ মে.টন সর্বমোট ৭০,০০০ মে.টন আতপ চালের বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এতে আতপ চালের মোট বরাদ্দ দাড়ায় ১.৭০ লাখ মে.টন। সংগ্রহের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে (৩১.০৮.২০২৪ খ্রি.পর্যন্ত) ২,৯৭,০২২ মে.টন ধান, ১১,৩০,৯৫৯ মে.টন সিদ্ধ চাল ও ১,২৪,৭৮৭ মে.টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়। ধান, সিদ্ধ চাল ও আতপ চাল সংগ্রহের হার যথাক্রমে ৫৯.৪০%, ৮৬.৯৯% ও ৭৩.৪০%। উল্লেখ্য, বোরো সংগ্রহ, ২০২৪ এর আওতায় ৩০/০৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১,৪৭,২১১ মে.টন ধান, ৬,০৭,৩৪৫ মে.টন সিদ্ধ চাল ও ৪৪,৪৫৫ মে.টন আতপ চাল যা চালের আকারে ৭,৪৭,৪৮৭ মে.টন সংগৃহীত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সংগ্রহ বিভাগের আওতায় অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত সর্বমোট ধান, চাল ও গমের তথ্যাদি নিম্নরূপ:-

হিসাব মে.টনে

ক্র. নং	ধান	চাল	চাল আকারে	গম
১	২,৪২,৩৬৪	২০,০৪,৫২২	২১,৬২,৪০৬	৩৭

v) জিংক ধান ক্রয়: ইনভেশন আইডিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত অভ্যন্তরীণ বোরো ধান সংগ্রহ/২০২২ মৌসুম থেকে জিংক ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম পাইলটিং আকারে চলমান রয়েছে। তার-ই ধারাবাহিকতায় গত বোরো সংগ্রহ, ২০২৪ মৌসুমে ১৫টি জেলায় জিংক ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সারণি ০৮: গত বোরো/২০২৪ মৌসুমে আলোচ্য ১৫টি জেলায় জিংক ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত পরিমাণ নিম্নরুপ:

ক্র:নং	জেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)		ক্রমপুঞ্জিত সংগ্রহ (মে.টন)		সংগ্রহের হার	
		ধান	চাল	ধান	চাল	ধান	চাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	নীলফামারী	৪১১	০	৬.০০০	০.০০০	১.৪৬%	-
২	রংপুর	৬৬১	০	০.০০০	৬০.০০০	০.০০%	-
৩	গাইবান্ধা	৬৪০	০	১৬.০০০	০.০০০	২.৫০%	-
৪	লালমনিরহাট	২৩৫	০	১৪৫.০০০	০.০০০	৬১.৬২%	-
৫	কুড়িগ্রাম	৫৯৪	০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	-
৬	পটুয়াখালী	৯৮	০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	-
৭	ঝালকাঠি	৬৫	০	৬৮.০০০	০.০০০	১০৪.২৯%	-
৮	কুমিল্লা	৫১৮	০	১৫.০০০	০.০০০	২.৮৯%	-
৯	শরীয়তপুর	১২৪	০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	-
১০	চাঁদপুর	৩০৫	০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	-
১১	ফেনী	১৩৫	০	১৪.০০০	০.০০০	১০.৩৬%	-
১২	মেহেরপুর	৯১	০	৫১২.০০০	০.০০০	৫৬৫.১২%	-
১৩	বরিশাল	৬৬৪	০	২০৯.০০০	০.০০০	৩১.৪৮%	-
১৪	কক্সবাজার	২৫৩	০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	-
১৫	ভোলা	১৮৩৯	০	১১১৬.০০০	০.০০০	৬০.৭০%	-
	মোট=	**৬৬৩৪**	**০.০০০**	**২১০১.০০**	**৬০.০০০**	**৩১.৬৭%**	

(খ) বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব সম্পদে বৈদেশিক উৎসে ৩.৫০ লাখ মে.টন চাল এবং ৯.৫০ লাখ মে.টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩০শে জুন, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ০ মে.টন চাল ও ৭,৮৩,৬৪৫ মে.টন গম আমদানি করা হয়।

হিসাব মে.টনে

ক্র.নং	**চাল**	**গম**
১	০	৭,৮৩,৬৪৫

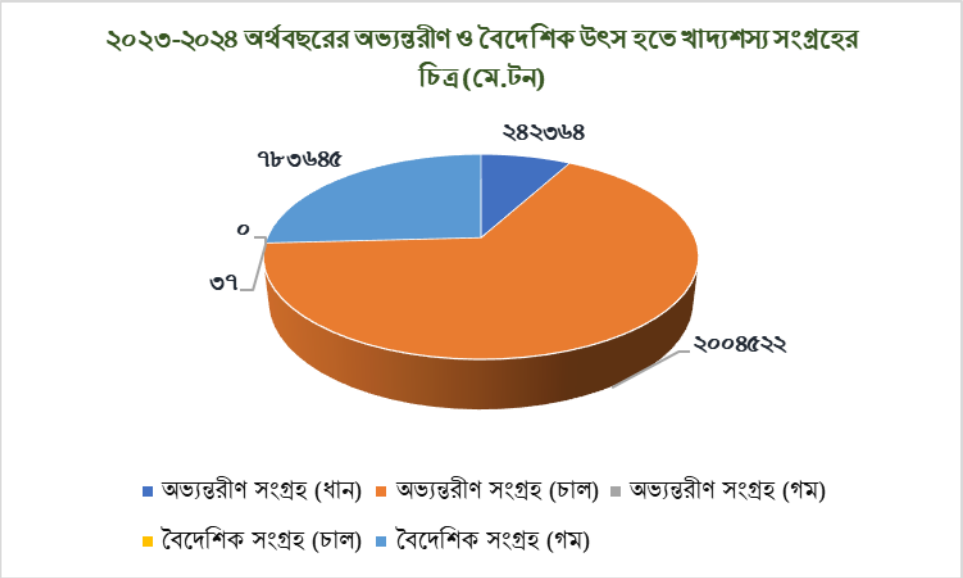

লেখচিত্র ৩: খাদ্যশস্য সংগ্রহের চিত্র

(গ) চটের খালি বস্তা ক্রয়:

সংগ্রহ কার্যক্রম ছাড়াও সংগ্রহ বিভাগ হতে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ধান, চাল ও গম এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গম বস্তাবন্দীকরণের লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরভিত্তিক প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী চটের বস্তা ক্রয় করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২ ধরণের বস্তা ক্রয় করা হয়। যথা:

১) ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তা: চাল বস্তাবন্দী করার জন্য
২) ৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তা: ধান ও গম বস্তাবন্দী করার জন্য

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৮.০০ কোটি পিস বস্তা ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৬.০০ কোটি পিস ৩০কেজি ধারণক্ষম বস্তা ও ২.০০ কোটি ৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তা রয়েছে। ৮.০০ কোটি পিস বস্তার সমুদয় টেন্ডার আহবান করা হয়। ৩০.০৬.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৬.৯৮ কোটি পিস বস্তা পাওয়া গেছে যা নিম্নে ছক আকারে দেখানো হলো:

ক্র.নং	বস্তার ধরন	ক্রয়কৃত বস্তা
১	৩০ কেজি ধারণক্ষম	৪,৯১,৪৫,৪০০
২.	৫০ কেজি ধারণক্ষম	২,০৬,৫৪,৩০০
	মোট=	**৬,৯৮,০০,৩০০**

(ঘ) কীটনাশক ক্রয় (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

কীটনাশক:

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্যগুদামে সংগৃহীত খাদ্যশস্য সার্বক্ষণিকভাবে সংরক্ষণ, খাবারযোগ্য, পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ রাখার স্বার্থে কীটনাশক ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের করে থাকে। খাদ্য অধিদপ্তর ২টি কীটনাশক ক্রয় ও বিতরণ করে থাকে যথা: এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ও পিরিমিফস মিথাইল ৫০ ইসি (তরল)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আহবানকৃত ১২,০০০ লিটার তরল কীটনাশক ও ১৫,০০০ কেজি এ্যালমুনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রহণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী কীটনাশক বরাদ্দ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কীটনাশক ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা:

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ১১,০০০ কেজি এ্যালমুনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ও ৬,৫০০ লিটার তরল কীটনাশক ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত টেন্ডারের আওতায় ১১,০০০ কেজি এ্যালমুনিয়াম ফসফাইস ট্যাবলেট ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাপ্ত হইয়াছে। এছাড়াও ৬,৫০০ লিটার কীটনাশক শ্রীঘ্রই এ অর্থবছরে পাওয়া যাবে।

৪.১.৩ বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সংগ্রহ চিত্র

সারণি ০৯: বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক (আমদানি) সূত্র হতে সংগৃহীত চাল ও গমের তথ্য

ক্র.নং	অর্থবছর	সংগ্রহের উৎস	সংগৃহীত পরিমাণ (মে.টন)	
			চাল	গম
১.	২০২২-২৩	অভ্যন্তরীণ	১৯,৪৩,০৫২	০
		বৈদেশিক	৬,৩৩,৯৩৫	৬,৭৯,৬৫২
২.	২০২১-২২	অভ্যন্তরীণ	২০,১৯,৭৮৭	২০
		বৈদেশিক	৬,৮৩,০৫১	৫,৪৬,১১৯
৩.	২০২০-২১	অভ্যন্তরীণ	১৪,৪৯,৯০৬	১,০৩,২১১
		বৈদেশিক	৫,৭২,৮৯২	৪,৭৮,৭০২
৪.	২০১৯-২০	অভ্যন্তরীণ	১৮,০৪,৫৭২	৬৭,২৫৩
		বৈদেশিক	০	৩,৬৭,৫৮৭
৫.	২০১৮-১৯	অভ্যন্তরীণ	২৩,৭৩,৯১২	৪১,৩৩৫
		বৈদেশিক	৬৫,৩৮৩	৪,৮৭,৩৯৮

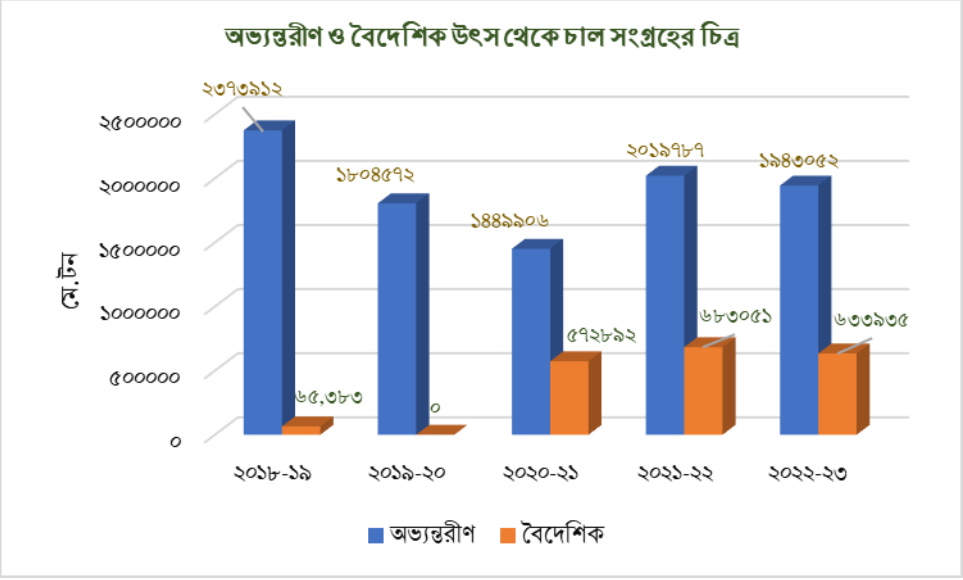

লেখচিত্র ৪: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে চাল সংগ্রহের চিত্র

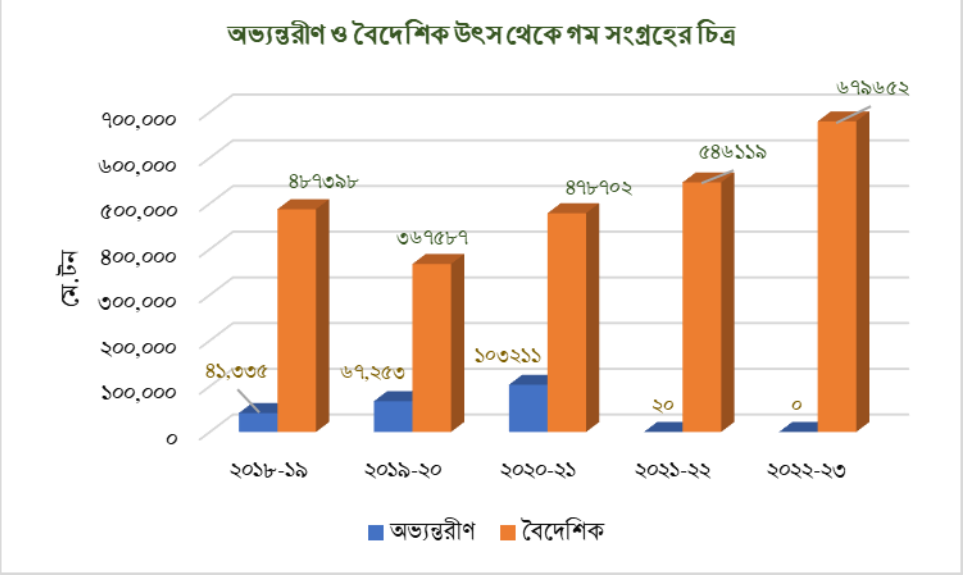

লেখচিত্র ৫: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে গম সংগ্রহের চিত্র

৪.২ সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রধান। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ''বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ'' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মেটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারী সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

৪.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থাঃ পিএফডিএস

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে বিভক্ত।

৪.২.২ আর্থিক খাত

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস), এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, আনসার, কারা অধিদপ্তর, মুক্তিযোদ্ধা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দুর্নীতি দমন কমিশন ও ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

৪.২.২.১ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

নিরন্ন মানুষের বিষণ্ন মুখে ক্ষুধায় অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত নিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের পথ চলা। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' চালু করা হয়েছে। গত ০৭/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবার অর্থাৎ দেশের প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে দেশের পল্লী অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কর্মাভাবকালীন (সাধারণত যে সময় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে) ৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর) প্রতিকেজি ১৫/- টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হয়।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৭.২৫ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৫৪.৯৩ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য যথা সময়ের আগেই অর্জনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৪.২.২.২ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডাটাবেজ প্রণয়ন

গত জুন/২০২২ হতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিজিটাল ডাটাবেজ (FFP Software) প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকৃত উপকারভোগীদের তালিকা অনুযায়ী ভোক্তা যাচাই করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ উপকারভোগী তালিকা হালনাগাদ না করায় এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করায়, একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে তালিকা হতে বাদ দেওয়া, ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগীদের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি তালিকা হতে বাদ দেওয়া এবং স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে তালিকা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে কারণে প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও অনেক প্রকৃত কার্ডধারীগণ তাদের খাদ্যশস্য

উত্তোলন করেননি। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০,১১,৯২১জন, যাচাইকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৯,৭৩,৮৪৮ জন এবং সর্বশেষ অনুমোদিত উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৯,৪৪,৮৪০ জন।

৪.২.২.৩ খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ঃ (ওএমএস)

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্ধ্বগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভুক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলতঃ দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভুক্ত শ্রেণীর মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন ৪টি জেলা (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী), অন্যান্য ১০টি সিটি কর্পোরেশন (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা) এবং সকল জেলা সদর ও জেলা সদর বহির্ভূত ক, খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রমে চাল ও আটা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ওএমএস কার্যক্রমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১,৮৩,৮০৫ মে.টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি ময়দা মিলের মাধ্যমে গম পেষণপূর্বক ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩,১৮,২৩৬ মে.টন গমের প্রায় ২,৫১,৪০৬ মে.টন ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে (গম : আটা = ১০০ : ৭৯ রেশিও অনুযায়ী)।

৪.২.২.৪ কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রমের চাল ও আটা বিতরণ :

- গত ১৭.০৪.২৩ তারিখে ওএমএস এর কর্মকৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা মহানগর এলাকায় ৯টি ওএমএস কেন্দ্র চিহ্নিত করে কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রমের চাল বিতরণের পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১০.০৫.২৩ তারিখ হতে নিম্নোক্ত কেন্দ্রসমূহে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়।

ক্রমিক নং	রেশনিং এলাকা	বিক্রয় কেন্দ্রের নাম
১	ডি-১	দনিয়া ছাপড়া মসজিদ, জিয়া স্মরণি, ঢাকা
২	ডি-২	সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টার, সূত্রাপুর, ঢাকা
৩	ডি-৩	বাংলাদেশ মাঠ মাজেদ সরদার রোড, বংশাল, ঢাকা
৪	ডি-৪	আজিমপুর ছাপড়া মসজিদের সামনে, আজিমপুর, ঢাকা
৫	ডি-৫	ফকিরাপুল কাঁচাবাজার, ঢাকা
৬	ডি-৬	মোহাম্মদপুর ময়ূর ভিলা বেড়িবাধ, ঢাকা
৭	ডি-৭	আনসার ক্যাম্প বাসষ্ট্যান্ড, মিরপুর-১, ঢাকা
৮	ডি-৮	মধুবাগ মাঠ, মগবাজার, ঢাকা
৯	ডি-৯	কড়াইল বেলতলা বস্তি, মহাখালী, ঢাকা

- ভোক্তা তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ছাপানো ‘ওএমএস কার্ড’ সর্বশেষ ৭ কর্মদিবসে প্রকৃত ভোক্তাদের নিকট (ভোক্তার এনআইডি এবং ছবির সাথে মিলিয়ে একটি রেজিস্টারে এর মাধ্যমে প্রাপ্তি স্বীকার মূলে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিতরণ করা করা হচ্ছে। এছাড়াও ফিংগার প্রিন্টের মাধ্যমে ওএমএস বিতরণ এর পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.২.২.৫ প্যাকেট আটা বিক্রয়ঃ

পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল হতে উৎপাদিত প্যাকেট আটা ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি করা হচ্ছে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিলের উৎপাদিত ২,৯৫৫ মে.টন প্যাকেট আটা ঢাকা মহানগরের ওএমএস কেন্দ্রে বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ইনোভেশন এর আওতায় ঢাকা মহানগরে (সচিবালয়ের অভ্যন্তরে, মতিঝিল ও আজিমপুর এবং আগারগাঁও সমবায় বাজারে) ৪টি বিক্রয় কেন্দ্রে বেসরকারি ময়দা মিলের ২ কেজির প্যাকেট আটা বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে।

৪.২.২.৬ এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ

বাংলাদেশীয় চা-সংসদের আওতাভুক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে ওএমএস দরে (প্রতিকেজি চাল ২৮/- টাকা এবং প্রতিকেজি গম ১৯/- টাকা) খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২১,৩৯৯ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশীয় চা সংসদের আওতাভুক্ত ১০৬টি চা বাগানের শ্রমিকদেরকে এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪.২.৩ অ-আর্থিক (Non-Monetized) খাতে বিতরণ

অ-আর্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভুক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ (ত্রাণ ও মৎস্য), জিআর, কাবিখা (ত্রাণ, ভূমি ও আশ্রয়ণ) টিআর, স্কুল ফিডিং অ-আর্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

দারিদ্র্য বিমোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে সরকার নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাতভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব (আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে প্রাপ্ত) নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণি ১০: পিএফডিএস খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ চিত্র

(হিসাব-মে.টনে)

খাতের নাম			বাজেট			বিতরণ		
			চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
বিতরণ (আর্থিক খাত)	বিশেষ জরুরি গ্রাহক (ইপি)	সেনা বাহিনী	৬৫০০৯	৩৭৭২৭	১০২৭৩৬	৬৪৮৫৪	৩৭২৮৭	১০২১৪১
		নৌ বাহিনী	১৩৯৭৩	৩৬০৬	১৭৫৭৯	১৩৯৬৮	৩১৮৭	১৭১৫৫
		বিমান বাহিনী	১০৭৮৩	২৭০২	১৩৪৮৫	৯৫৮৩	২৬৭৬	১২২৫৯
		মোট ধারে বিক্রয় (সেনা+ নৌ+বিমান) উপমোট	**৮৯৭৬৫**	**৪৪০৩৫**	**১৩৩৮০০**	**৮৮৪০৫**	**৪৩১৫০**	**১৩১৫৫৫**
		ক্যাডেট কলেজ	৯১৮	৭৯১	১৭০৯	৯১৮	৭৯১	১৭০৯
		বাংলাদেশ পুলিশ	৭৪৪৫৪	৬৬৮৭৬	১৪১৩৩০	৭১৩২৩	৬৪০৮০	১৩৫৪০২
		মুক্তিযোদ্ধা	৩৮৯৪	৩৫৬৮	৭৪৬২	৩৬৯৯	৩৩৮৪	৭০৮৩
		দুদক	১১৯৪	১১১৮	২৩১২	৩৬৪	৩২৬	৬৯০
		এনএসআই	১২৫৮	১১৪৩	২৪০১	৩৫০	৩২০	৬৭০
		এসএসএফ	৫৪	৪৮	১০২	০	০	০
		আনসার ও ভিডিপি	২৬৪৮৮	২৫৮১০	৫২২৯৮	২৬৩৫১	২৫৬৩৩	৫১৯৮৪
		বিজিবি	৩৪০৪১	৩৭৯৬	৩৭৮৩৭	৩৫৮০৯	৩৯৬৩	৩৯৭৭২
		ফায়ারসার্ভিস	৫১৮১	৪৬১৬	৯৭৯৭	৪০১৯	৩৬৫৮	৭৬৭৭
		কারারক্ষী	৪০৮০	৩৬০৩	৭৬৮৩	৩৭৮৫	৩১৪৭	৬৯৩২
		মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৫৬০	৫২০	১০৮০	৫১৫	৪৬২	৯৭৮
		উপমোট	**১৫২১২২**	**১১১৮৮৯**	**২৬৪০১১**	**১৪৭১৩২**	**১০৫৭৬৫**	**২৫২৮৯৭**
		আর্থিক খাত (ক) ইপি খাত মোট	**২৪১৮৮৭**	**১৫৫৯২৪**	**৩৯৭৮১১**	**২৩৫৫৩৭**	**১৪৮৯১৫**	**৩৮৪৪৫২**
	অন্যান্য জরুরি (সুরক্ষাসেবা বিভাগ)		২১৯৩৫	৩৩৪৬	২৫২৮১	১৫০৩৫	২১৮৮	১৭২২৩
	ওএমএস (চা-শ্রমিক)		০	২১৬০০	২১৬০০	০	২১৩৯৯	২১৩৯৯
	খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)		১৯৮০০০	৩২৫০০০	৫২৩০০০	১৮৩৮০৫	৩১৮২৩৬	৫০২০৪০
	ওএমএস (টিসিবি)		৫৩০০০০	০	৫৩০০০০	৫২৬৬৩১	০	৫২৬৬৩১
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি (এফএফপি)		৭৪০০০০	০	৭৪০০০০	৭২৫৩৫১	০	৭২৫৩৫১
	অন্যান্য (চুরি/আত্মসাৎ)		০	০	০	৮৫৪	০	৮৫৪
	আর্থিক খাত উপমোট (খ)		**১৪৮৯৯৩৫**	**৩৪৯৯৪৬**	**১৮৩৯৮৮১**	**১৪৫১৬৭৫**	**৩৪১৮২৩**	**১৭৯৩৪৯৮**
	মোট বিতরণ (আর্থিক খাত)(ক)		**১৭৩১৮২২**	**৫০৫৮৭০**	**২২৩৭৬৯২**	**১৬৮৭২১২**	**৪৯০৭৩৭**	**২১৭৭৯৪৯**
বিতরণ (অ-আর্থিক খাত)	কাবিখা (ত্রাণ)		১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০	৯৭৬৬৯	৯৮৬৫৮	১৯৬৩২৭
	কাবিখা (ভূমি)		৩৭৫০০	০	৩৭৫০০	৩২৫২	৫৯৪	৩৮৪৫
	কাবিখা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)		০	৩০০০০	৩০০০০	০	৮৭১৮	৮৭১৮
	ভিডব্লিউবি		৩৭৫৪৮২	০	৩৭৫৪৮২	৩৭২৩৫৪	০	৩৭২৩৫৪
	জি আর		১২৫০০০	০	১২৫০০০	৯২২৮৯	০	৯২২৮৯
	ভি জি এফ (ত্রাণ)		২১০০০০	০	২১০০০০	২০০২৮১	১৫৯৩	২০১৮৭৪
	ভি জি এফ (মৎস্য)		১০০৫৩৬	০	১০০৫৩৬	৯৪৭৪৫	০	৯৪৭৪৫
	টিআর (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্র.)		৫০০০০	৩০০০০	৮০০০০	৪৯৯৫২	২৯৯৫২	৭৯৯০৪
	স্কুল ফিডিং		০	১০৫০০	১০৫০০	০	০	০
	মোট (অ-আর্থিক খাত) (খ)		**৯৯৮৫১৮**	**১৭০৫০০**	**১১৬৯০১৮**	**৯১০৫৪১**	**১৩৯৫১৫**	**১০৫০০৫৬**
মোট বিতরণ (গ)=(ক+খ)			**২৭৩০৩৪০**	**৬৭৬৩৭০**	**৩৪০৬৭১০**	**২৫৯৭৭৫৪**	**৬৩০২৫২**	**৩২২৮০০৬**

৪.২.৪ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর

সুপরিকল্পিতভাবে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য (এমআইএসএন্ডএম বিভাগ হতে প্রাপ্ত) নিম্নে দেখানো হলোঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মাসভিত্তিক গড় বাজার দর

মাসের নাম	প্রতিকেজি চাল (টাকা)	প্রতিকেজি খোলা আটা (টাকা)
জুলাই/২০২৩	৪৩.৪৭	৫৩.৪৩
আগষ্ট/২০২৩	৪৩.৫৪	৫২.৬৭
সেপ্টেম্বর/২০২৩	৪৩.৫৫	৫২.১৬
অক্টোবর/২০২৩	৪৩.৯৩	৫১.২৩
নভেম্বর/২০২৩	৪৪.৮৪	৪৯.৮৮
ডিসেম্বর/২০২৩	৪৪.৬১	৫০.০৭
জানুয়ারি/২০২৪	৪৫.২১	৫০.৫৭
ফেব্রুয়ারি/২০২৪	৪৫.৩৪	৫০.৩৪
মার্চ/২০২৪	৪৫.৪৬	৪৯.৬৬
এপ্রিল/২০২৪	৪৫.৩৭	৪৯.১৪
মে/২০২৪	৪৪.৯৩	৪৮.২৫
জুন/২০২৪	৪৪.৭৪	৪৮.৬২

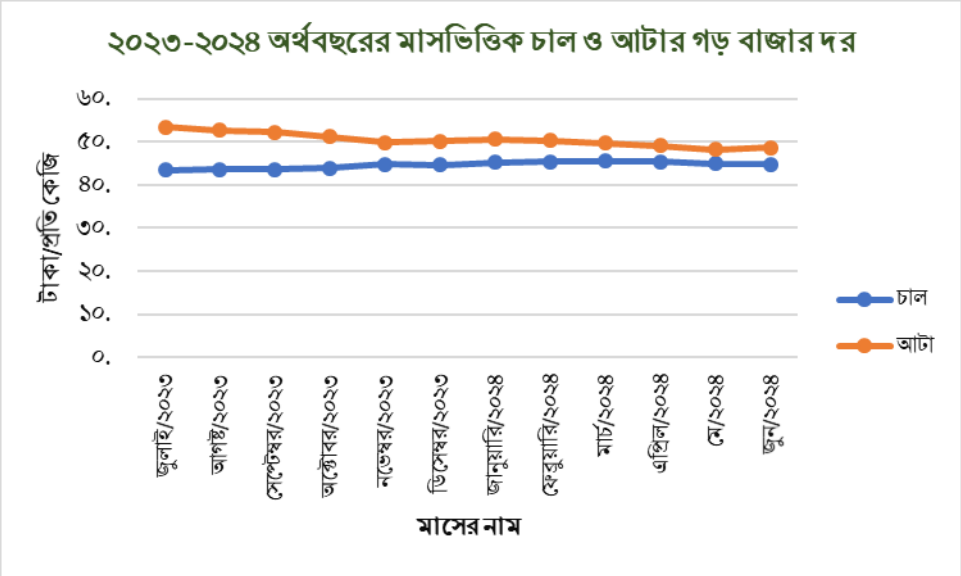

লেখচিত্র ৬: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মাসভিত্তিক চাল ও আটার গড় বাজার দর

৪.২.৫ পুষ্টিচাল বিতরণ

এসডিজি এর ১৭টি লক্ষ্য বা গোলের মধ্যে ২ নম্বর লক্ষ্য SDG-2 (Zero Hunger) এর পুষ্টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG Target 2.1, 2.2) অর্জনে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (SDG) ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব/A Zero Hunger World by 2030. 'নো পোভারটি'ও 'জিরো হাঙ্গার'অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের অরক্ষিত (Vulnerable) অঞ্চলগুলোসহ চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুদের বামনতা ও ওজন স্বল্পতা হ্রাসের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব ও ভিডব্লিউবি (পূর্বের ভিজিডি) কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে।

গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অর্থায়নে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সরকারি অর্থায়নে ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে দেশের ১০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ১৭০টি উপজেলায় ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রমের অনুমোদন রয়েছে। তন্মধ্যে বর্তমানে ১৬০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৬০টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্নেলের মাসিক চাহিদা ১১৪.১৪৩ মে.টন, সাধারণ চালের চাহিদা ১১৪১৪.৩০০ মে.টন এবং পুষ্টিচালের চাহিদা ১১৫২৮.৪৪৩ মে.টন।

বর্তমানে ২৫১টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রমের অনুমোদন রয়েছে। তন্মধ্যে বর্তমানে ২২১টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২২১টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্নেলের মাসিক চাহিদা ৫৯৫.৪৯৩ মে.টন, সাধারণ চালের চাহিদা ৫৯৩৫৯.৯০০ মে.টন এবং পুষ্টিচালের চাহিদা ৫৯৯৫৫.৩৯৩ মে.টন।

চিত্রঃ প্রিমিক্স কার্নেল

৪.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

৪.৩.১ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

সরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে মজুত ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলার অভ্যন্তরীণভাবে জারিকৃত চলাচল সূচির আওতায় নিরাপদ স্থানান্তর করাই চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের প্রধান কাজ। খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলাসমূহ হতে খাদ্য ঘাটতি জেলাসমূহে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এই বিভাগের মাধ্যমে চলাচল সূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৪.৩.২ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের মঞ্জুরিকৃত পদ, কর্মরত পদ ও শূন্য পদের তথ্য:

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১.	পরিচালক	১	১	০
২.	অতিরিক্ত পরিচালক	২	২	০
৩.	উপপরিচালক	৫	২	৩
৪.	সহকারী পরিচালক	৩	১	২
৫.	সহকারী উপপরিচালক	৩	৩	০
৬.	উচ্চমান সহকারী	৬	২	৪
৭.	সীট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৮.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১	১	০
৯.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৭	১০	০৭
১০.	ফোরম্যান	২	১	১
১১.	সহকারী ফোরম্যান	১	০	১
১২.	ভি-মেকানিক	৬	৬	০
১৩.	ভি-ইলেক্ট্রিশিয়ান	২	১	১
১৪.	স্টোর কিপার	১	১	০
১৫.	গাড়িচালক	৯৯	৪৭	৫২
১৬.	সারেং	২	০	২
১৭.	গাড়ী সহকারী/এটেন্ডার	৩৫	১২	২৩
১৮.	অফিস সহায়ক	১৪	০৩	১১
১৯.	ডেসপাস রাইডার	১	১	০
২০.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৬	৬	০
	মোট=	**২০৮**	**১০১**	**১০৭**

৪.৩.৩: সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা:

(ধারণক্ষমতা মে.টনে)

ক্রঃনং	স্থাপনা	কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	মোট স্থাপনার সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা	মোট কার্যকরি ধারণ ক্ষমতা
১	এলএসডি	৬০০	৩৯	৬৩৯	১৩,১৬,৩২৫	১২,৬১,৯৫০
২	সিএসডি	১২	০	১২	৫,২১,৬৫৬	৪,৮১,৬৮৮
৩	সাইলো	০৭	১	৮	৩,৭১,৮০০	৩,৭১,০০০
৪	ফ্লাওয়ার মিল	০১	০	১	১০,০০০	১০,০০০
৫	ওয়্যারহাউজ	০১	০	১	২৫০০০	১৪,৫০০
	মোট =	**৬২১**	**৪০**	**৬৬১**	**২২,৪৪,৭৮১**	**২১,৩৯,১৩৮**

৪.৩.৪ খাদ্যশস্য পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য সারাদেশে মোট ২৫৯১ জন বিভিন্ন শ্রেণির পরিবহণ ঠিকাদার কর্মরত আছেন। পরিবহণ ঠিকাদারগণের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি ১১: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি)	৫৮৮
	রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার	০৩
	মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম	০৮
	মেজর ক্যারিয়ার, খুলনা	১৯
	ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল)	৭২
	ডিবিসিসি, ঢাকা	৩৫
বিভাগীয়	ঢাকা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, ঢাকা)	১০৬
	চট্টগ্রাম বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, চট্টগ্রাম)	৪৬৯
	রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, রাজশাহী)	৫১৯
	খুলনা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, খুলনা)	২৬৩
জেলা	অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (আইআরটিসি)	৪৫০
	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ ঠিকাদার (আইবিসিসি)	৫৯
	মোট ঠিকাদারের সংখ্যা =	২৫৯১

৪.৩.৫ খাদ্যশস্য পরিবহণ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ (মে.টন)

পণ্য	সূচির পরিমাণ	রেল	সড়ক	নৌ	মোট (মে.টন)
চাল (মে.টন)	৭,৭৬,১১৫	২১,৭০৪	৫,০২,৯৭৩	১,৬৯,৭০৮	৬,৯৪,৩৮৫
গম (মে.টন)	১১,১৮,৯১৬	৫৪,৩৯৭	৪,৫২,৬২৯	৫,২০,১৮১	১০,২৭,২০৭
মোট (মে.টন)	১৮,৯৫,০৩১	৭৬,১০১	৯,৫৫,৬০২	৬,৮৯,৮৮৯	১৭,২১,৫৯২
পরিবহণের হার		**৪.৪২%**	**৫৫.৫১%**	**৪০.০৭%**	**১০০%**

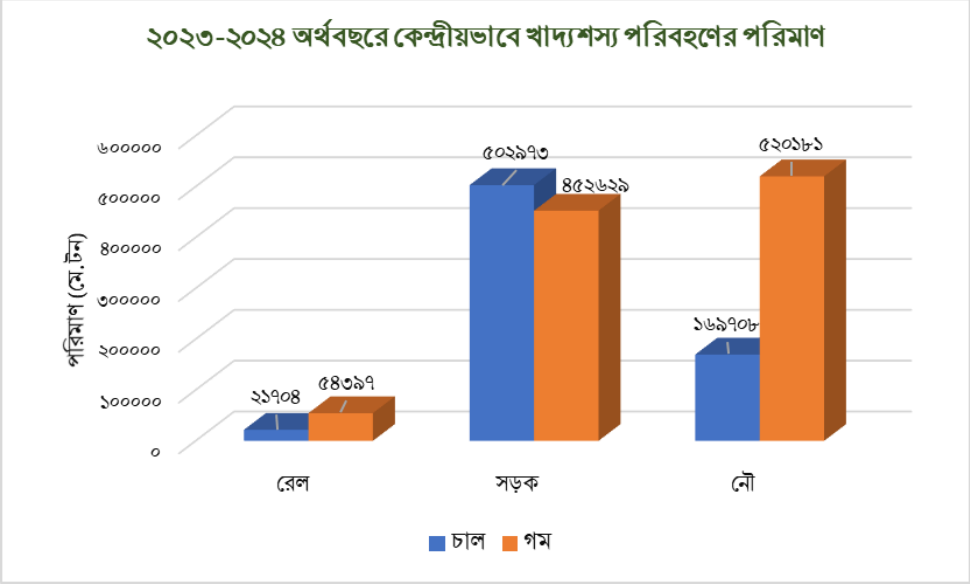

লেখচিত্র ৭: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ

৪.৩.৬ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বৈদেশিকভাবে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য

সারণি ১২: চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য

ক্রঃনং	বন্দরের নাম	খালাসকৃত পণ্য		মোট (মে.টন)
		চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	
০১	চট্টগ্রাম	০.০০০	৪৮২৪৯৩.৫৩৪	৪৮২৪৯৩.৫৩৪
০২	মোংলা	০.০০০	৩০১৭৮২.৮২০	৩০১৭৮২.৮২০
	মোট=	০.০০০	৭৮৪২৭৬.৩৫৪	৭৮৪২৭৬.৩৫৪

মোট আমদানিকৃত চালের মধ্যে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে কোন চাল খালাস হয়নি। মোট আমদানিকৃত গমের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৬১.৫২% ও মোংলা বন্দরে ৩৮.৪৮% খালাস হয়েছে। মোট খাদ্যশস্যের ৬১.৫২% চট্টগ্রাম বন্দরে ও ৩৮.৪৮% মোংলা বন্দরে খালাস হয়েছে।

৪.৩.৭ খাদ্যশস্য মজুত

০১ জুলাই ২০২৩ খ্রি. তারিখের খাদ্যশস্যের প্রারম্ভিক মজুত ছিল সর্বমোট ১৮,৮৬,৫৮৩ মে.টন। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্যের মজুত ছিল ২০,২৮,০৩৯ মে.টন (বিশ লাখ আটাশ হাজার ঊনচল্লিশ)। যার মধ্যে চাল ১৬,৭৮,৪৩৩ মে.টন, গম ২,২৩,৭৪৩ মে.টন, ধান ১,২৫,৮৬৩ মে.টন এবং সর্বনিম্ন মজুত ছিল ১০,৯৬,৯০৭ মে.টন (দশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত সাত)। যার মধ্যে চাল ৭,৪৯,৬৬৮ মে.টন ও গম ৩,৪৭,২৩৯ মে.টন ।

সারণি ১৩: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের সমাপনী মজুত বিবরণীঃ

মাস	চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	ধান	মোট (মে.টন)
১	২	৩	৪	৫
জুলাই'২৩	১৬,৭৮,৪৩৩	২,২৩,৭৪৩	১,২৫,৮৬৩	২০,২৮,০৩৯
আগাষ্ট'২৩	১৫,৯০,৫০২	২,০০,৮০৭	৪৬,১৬৯	১৮,৩৭,৪৭৮
সেপ্টেম্বর'২৩	১৬,১৪,৮৯৮	১,৫০,০৭৪	৮,৪১৮	১৭,৭৩,৩৯০
অক্টোবর'২৩	১৪,৬০,৮৪৮	১,৪২,৭৯১	৮৭৮	১৬,০৪,৫১৭
নভেম্বর'২৩	১১,৮২,০১৫	১,৬০,৭৫৮	১০৫	১৩,৪২,৮৭৮
ডিসেম্বর'২৩	১৩,৪৪,৬২২	১,৮০,০৮৩	১৩,২১৪	১৫,৩৭,৯১৯
জানুয়ারি'২৪	১৪,০৯,৭৫৫	২,২২,৪০৩	১৬,২৪৫	১৬,৪৮,৪০৩
ফেব্রুয়ারি'২৪	১৩,৬৬,৯৮১	২,২৬,৪৯৪	১৪,৮৫৪	১৬,০৮,৩২৯
মার্চ'২৪	১০,৭৭,৬৪৭	৩,০৪,৮৭৯	২,৩১৬	১৩,৮৪,৮৪২
এপ্রিল'২৪	৭,৪৯,৬৬৮	৩,৪৭,২৩৯	০	১০,৯৬,৯০৭
মে'২৪	৮,৫৩,৬২২	৩,৯৪,৫৭৬	৩৮,৫০৭	১২,৮৬,৭০৫
জুন'২৪	৯,৭৭,৮৯৭	৪,১৩,৪৮৫	১,২৬,০৯৬	১৫,১৭,৪৭৮

৪.৩.৮ গুদাম ভাড়া প্রদান

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (কক্সবাজার), WFP, TCB সহ মোট ০৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট বার্ষিক রাজস্ব অর্জন-২,১৯,০১,৭৫৯.৩২ (দুই কোটি উনিশ লাখ এক হাজার সাতশত ঊনষাট টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা।

সারণি ১৪: বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া/বিনা ভাড়ায় প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য

সংস্থার নাম	গুদামের সংখ্যা(টি)	স্থাপনার নাম	ধারণক্ষমতা (মে.টন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫	তেজগাঁও সিএসডি	৪৫০০
জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার)	৩	ঝিলংজা এলএসডি	৩০০০
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	২	ঝিলংজা এলএসডি	২০০০
WFP	৮	ঝিলংজা এলএসডি ও হালিশহর সিএসডি	৬০০০
TCB	৭	ময়মনসিংহ সিএসডি, বরিশাল সিএসডি ও শেরপুর এলএসডি	৪০০০
মোট=	**২৫**		**১৯,৫০০**

৪.৩.৯ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি

খাদ্য অধিদপ্তরের Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী পরামর্শক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তৃক খাদ্যশস্যের চলাচলসূচির জন্য একটি Software তৈরি করা হয়েছে। উক্ত Software এর মাধ্যমে সড়ক, নৌ ও রেলপথে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি আপলোড দেওয়া হচ্ছে এবং ইনভয়েসসমূহ পূরণপূর্বক প্রাপক কেন্দ্রে প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য পরিবহণযানে লোড হওয়ার সাথে সাথে প্রাপক কেন্দ্র খাদ্যশস্য আসার বিষয়ে অবহিত হতে পারছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন ৬৫০টি দপ্তরে এ সফট্ওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সফট্ওয়্যার ব্যবহারের ফলে শতভাগ পথখাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানা সম্ভব হবে।

৪.৪ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ

দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় তার মান নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম ও সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সরবরাহ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। অত্র বিভাগ এর মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিম্নরূপ:

৪.৪.১ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য পরীক্ষাগার এবং প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে আঞ্চলিক পরীক্ষাগার রয়েছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য পরীক্ষাগারে খাদ্য বিভাগীয় বিভিন্ন নমুনা ও প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের খাদ্যশস্যের (চাল, গম ও ডাল) নমুনা পরীক্ষা করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত নমুনা পরীক্ষার ফিসের হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পরীক্ষা বিবরণ (প্রতি প্যারামিটার)	ফিসের হার (টাকা)
১.	ভৌত বিশ্লেষণ	৩০০.০০
২.	রাসায়নিক বিশ্লেষণ	৭০০.০০

Bangladesh Standard এর বিনির্দেশে উল্লিখিত চাল, গম ও ডালের নমুনার প্যারামিটারসমূহ পরীক্ষা করার জন্য যথাক্রমে- ২৪০০/-, ৩১০০/- ও ২১০০/- টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে মোট ৭১৯টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার

৪.৪.২ খাদ্যশস্যের আর্দ্রতামাপক যন্ত্রঃ

খাদ্যশস্যের গুনগতমান পরীক্ষার নিমিত্ত খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে ব্যবহারের জন্য OMC Limited এর নিকট হতে ৫০০ (পাঁচশত)টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (Moisture Meter) সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত Moisture Meter হতে ইতেমধ্যে মাঠ পর্যায়ে ৫০০ টি বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্যের আর্দ্রতামাপক যন্ত্র

৪.৪.৩ কাঠের ডানেজ ক্রয়ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন এলএসডি/সিএসডিতে বস্তাবন্দি খাদ্যশস্য সরাসরি মেঝেতে না রেখে কাঠের তৈরি ডানেজে খামালজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। এতে করে মেঝের আর্দ্রতা সংক্রান্ত খাদ্যশস্য বিনষ্ট এবং পোকা আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। ডানেজগুলো সাধারণত গর্জন কাঠের তৈরি এবং ২ মি.x ১ মি. সাইজের হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২৪৯২ (দুই হাজার চারশত বিরানব্বই) পিস উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরি ডানেজ সংগ্রহের জন্য গত ১৯/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সরবরাহকৃত ২৪৯২ (দুই হাজার চারশত বিরানব্বই) পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত ডানেজ ব্যবহার করে খাদ্যশস্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

কাঠের তৈরি ডানেজ

৪.৪.৪ আশুগঞ্জ সাইলোর বিএমআরইকরণ

মেঘনা নদীর অববাহিকায় ১৯৭০ সালে প্রায় ৩৯ একর জায়গার উপর ৫০,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট আশুগঞ্জ সাইলো নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের অধিককাল আগে নির্মাণ করা হলেও আশুগঞ্জ সাইলোতে এ যাবৎ কোন বিএমআরই করা হয়নি, যার ফলশ্রুতিতে আশুগঞ্জ সাইলোতে বিদ্যমান যন্ত্রপাতিসমূহের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং এর ধারণক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে আশুগঞ্জ সাইলোর পূর্ণ ধারণক্ষমতা কার্যকরভাবে ব্যবহার করার নিমিত্ত বিএমআরই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আশুগঞ্জ সাইলো বিএমআরই করার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SEC-BETS JV নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/মেরামতসহ আশুগঞ্জ সাইলোর বিএমআরইকরণ কাজটি Turn key ভিত্তিতে Vigan Engineering S.A, Belgium এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং বিএমআরইকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি: তারিখে সম্পন্ন হয়।

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

আশুগঞ্জ সাইলোর বিএমআরই যন্ত্রাংশ

৪.৪.৫ চট্টগ্রাম সাইলোর বিএমআরইকরণ

চট্টগ্রাম সাইলো ১৯৭০ সালে নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের অধিককাল আগে নির্মাণ করা হলেও চট্টগ্রাম সাইলোতে এ যাবৎ কোন বিএমআরই করা হয়নি, যার ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম সাইলোতে বিদ্যমান যন্ত্রপাতিসমূহের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং এর ধারণক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছিল না। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিপুল পরিমান গম আমদানী করা হয়। দীর্ঘদিনের পুরাতন যন্ত্রপাতি দ্বারা আমদানীকৃত গম খালাস এবং স্থানান্তর করতে বিভিন্নধরনের সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম সাইলোর পূর্ণ ধারণক্ষমতা কার্যকরভাবে ব্যবহার করার নিমিত্ত বিএমআরই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রাম সাইলো বিএমআরই করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/মেরামতসহ চট্টগ্রাম সাইলো বিএমআরইকরণ কাজটি Turn key ভিত্তিতে Vigan Engineering S.A, Belgium এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ২৬/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্তমানে বিএমআরইকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ চলমান আছে।

৪.৪.৬ পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়

পোস্তগোলা আধুনিক ময়দা মিলের জন্য ১৬ প্রকার ইলেকট্রিক্যাল ও ২৩০ প্রকার মেকানিক্যাল খুচরা যন্ত্রাংশ এবং ব্যাকআপ পিসি সরবরাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য Buhler (Bangladesh) Pvt.Ltd এর অনুকূলে মেসার্স আল-মদিনা ট্রেডার্স এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্তমানে খুচরা যন্ত্রাংশ এবং ব্যাকআপ পিসি সরবরাহের কাজ চলমান রয়েছে।

৪.৪.৭ তেজগাঁও সিএসডিতে সোলার প্যানেল স্থাপন

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন তেজগাঁও সিএসডি, ঢাকায় দিবা-রাত্রি কার্যক্রম চালু রাখার স্বার্থে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সাশ্রয়ের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির আওতায় আনয়নের নিমিত্ত বিদ্যুতের পাশাপাশি 160 KW on Grid Solar System স্থাপন করে ১৬০ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এবং অফিস ভবনে ব্যবহারের জন্য 10 KW Hybrid Solar System স্থাপন করা

হয়েছে। এছাড়াও DC Light Solar System দ্বারা রাতের বেলায় প্রতিটি গুদামের সামনে ও পিছনে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থার জন্য ৪০ (চল্লিশ)টি Street Light স্থাপন করা হয়েছে।

তেজগাঁও সিএসডি সোলার প্যানেল

৪.৫ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

৪.৫.১ ভূমিকাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি, সিএসডি, সাইলো, মাল্টিস্টোরিড ওয়্যারহাউজসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়সমূহের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি ও নিরাপদভাবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নিমিত্ত রাজস্ব বাজেট ও প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আপদকালীন মজুদ, সংরক্ষণ ও সরকারি বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় প্রায় ২২ লক্ষ মে.টন ধারনক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামোসহ প্রায় ২২ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য শস্য সংরক্ষণাগার রয়েছে। ৬৩৫টি এলএসডি ও ১২টি সিএসডিতে মোট গুদাম সংখ্যা ৩৪৩৮টি, সাইলো ৭টি, মাল্টিস্টোরিড ওয়্যার হাউজ ১টি, প্রিমিক্স কার্ণেল ফ্যাক্টরি ১টি, বিভাগীয় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস ৮টি, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস ৬৪টি, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস ৪৯০টি এবং খাদ্য সংরক্ষণাগারসমূহে বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থান, সহায়ক অবকাঠামো (রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর), ক্যাম্পাসে বিদ্যুতায়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন গুদামসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব কারিগরি জনবল দ্বারা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ রাজস্ব বাজেট ও প্রকল্পের আওতায় করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সিআইপি এবং SDG এর কর্মপরিকল্পনা ও Rules of Business অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন, তদারকির কাজসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

৪.৫.২ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীণ রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৮টি স্থাপনায় মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। যার তালিকা নিম্নরূপঃ

১৮টি স্থাপনায় মেরামত কাজঃ

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	চুক্তিমূল্য	অগ্রগতি
১	ঢাকার খাদ্য ভবনে কমন টয়লেট (ওয়েস্ট উইং), ১ম তলা (ওয়েস্ট উইং) করিডোর ও লবি এবং খাদ্য ভবনের বাইরে (সামনের দিক) মেরামত, পুনর্বাসন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি। (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০৬) টেন্ডার আইডি-৮৭৬০৩৪)	২৮৪৯৩০৮১.৭৭০	১০০%
২	মুন্সীগঞ্জ জেলার কাটাখালী এলএসডি এর ওসিএলএসডি কোয়ার্টার মেরামত ও পুনঃনির্মাণ। (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/১০) টেন্ডার আইডি-৮৭৬০৩৬)	২৩৮৪১৬৭১.৩৫২	১০০%
৩	নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সাইলো কার্নেল ফ্যাক্টরি ক্যাম্পাস, বয়লার হাউস, কম্প্রেসার রুম এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট রুমসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ। (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/১৫) (টেন্ডার আইডি- ৮৩৯৯৮২)	১৭৮৭০৪২.১৫০	৯৮%
৪	সায়দাবাদ কেন্দ্রীয় মটর গ্যারেজে আনুষঙ্গিক সুবিধা সহ ড্রাইভার সেড মেরামত কাজ এবং নারায়নগঞ্জ সাইলো, নারায়নগঞ্জের কার্নেল ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের মেরামত কাজ। (টেন্ডার আইডি নং-৯৬৪৩৬১; প্যকেজ নং-e-GP Tender/২০২৩-২৪/১৯)	১৭৮৭০৩৯.৯৭৫	১০০%
৫	ঢাকার খাদ্য ভবনে ১ম তলার করিডোর সহ লবি মেরামত ও সংস্কার, পরিচালক (এসডিএম এবং আইডিটিএস) টয়লেট সহ অফিস কক্ষ, প্রধান হিসাব কর্মকর্তা এবং সিস্টেম অ্যানালিস্ট অফিস কক্ষ এবং টয়লেট সহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি। (প্যাকেজ নং-/২০২৩-২৪/২৩টেন্ডার আইডি- ৯৬৪৩৫২)	৮০৫৮৮৭৫.৭১০	৭০%
৬	পোস্তগোলা সরকারী ময়দার মিল, ঢাকার সীমানা প্রাচীরসহ রিটেইনিং ওয়ালের নির্মাণ কাজ। (টেন্ডার আইডি -৯৬৪৩৪০ ও প্যাকেজ নং-e-GP Tender/২০২৩-২৪/২৪)	৮৭৭৭৫০২.৫৯৯	৪০%
৭	কক্সবাজার জেলার গোরকঘাটা এলএসডি-তে গুদাম এফ- ২ এবং ৩ (২x৫০০ MT), সীমানা প্রাচীরের মেরামত RCC রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি। (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০৪) টেন্ডার আইডি-৮৭৬০২৯)	২১৮৯৩৬৪৭.৯৮৮	১০০%
৮	নওগাঁ জেলার সরাইগাছি এলএসডি-তে খাদ্য গুদাম মেরামত ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি। (পিকেজ-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/১৩) টেন্ডার আইডি-৮৭৬০৩০)	৯৬২৭০৪৫.৪৭০	১০০%
৯	বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া এলএসডি, মোকামতলা এলএসডি এবং সান্তাহার সিএসডির আনুষঙ্গিক সুবিধা সহ ওসিএলএসডি কোয়ার্টারের মেরামত কাজ। (টেন্ডার আইডি-৯৬৪৩৫৫; প্যাকেজ নং-e-GP Tender/২০২৩-২৪/২০)	৪৮৮৮৭৬৫.৫৫০	৯০%
১০	চাঁপাইনবাবগঞ্জে জেলার শিবগঞ্জ এলএসডির স্টাফ কোয়ার্টারের আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ মেরামত কাজ। (টেন্ডার আইডি-৯৬৪৩০৫; প্যাকেজ নং-e-GP Tender/২০২৩-	৩৮১৯৪৭৫.০০	৫০%

	২৪/২১		
১১	কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত জগতি এলএসডি-তে খাদ্য গুদামের মেরামত ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০৫) টেন্ডার আইডি-৮৭৬০৩২)	১৯০২০১৩৬.০৯৬	৯২%
১২	খুলনা জেলার অন্তর্গত আলাইপুর এলএসডি-তে খাদ্য গুদাম মেরামত ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি। (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০২) টেন্ডার আইডি-৮৭৬০২৭)	১০২৫২২২৫.২০০	৮৫%
১৩	ভোলা জেলার চরফ্যাশন এলএসডি-তে আরসিসি রাস্তা মেরামত ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি পুনঃনির্মাণ। (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০৯) টেন্ডার আইডি-৮৭৬৮৫৯)	৫২৯৩৩০২.৩৭৭	১০০%
১৪	হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ এলএসডির আরসিসি রোড (৩৪৯৫.২৫ বর্গমিটার) পুনর্নির্মাণ কাজ (প্যাকেজ নং: ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০৮) । টেন্ডার আইডি-৮৭৬০৩৫)	২৮৪৯৯৮১০.৯৮৮	১০০%
১৫	নোয়াপাড়া এলএসডি, হবিগঞ্জে আনুষঙ্গিক সুবিধা সহ ওসিএলএসডি কোয়ার্টার, এএসআই কোয়ার্টার, এবং দারোয়ান কোয়ার্টারের মেরামত কাজ। (টেন্ডার আইডি-964354; প্যাকেজ নং-e-GP Tender/2023-24/22)	৮৩৪৭২৫৮.৭২০	৭৫%
১৬	দিনাজপুর জেলার শেতাবগঞ্জ এলএসডি-তে খাদ্য গুদাম মেরামতসহ আনুষঙ্গিক সুবিধার কাজ (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০১) টেন্ডার আইডি-৮৭৬৮৬০)	৮৭৩২৪২১.৫৮২	১০০%
১৭	গাইবান্ধা জেলার বামনডাঙ্গা এলএসডি-তে খাদ্য গুদাম মেরামতসহ আনুষঙ্গিক সুবিধার কাজ (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০৩) । টেন্ডার আইডি-৮৭৬০২৮)	১০৫৩৪৪৮৪.৩১৬	১০০%
১৮	নেত্রকোনায় জেলার পূর্বধলা এলএসডি-তে খাদ্য গুদাম মেরামত ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি। (প্যাকেজ নং-ই-জিপি টেন্ডার/২০২৩-২৪/০৭) টেন্ডার আইডি-৮৭৬০৩১)	২২২৮০৭৭৯.২৪০	১০০%
	মেরামত কাজের মোট ব্যয় =	**২২,৫৯,৩৪,৫৬৬.০৮৩**	

৪.৫.৩ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারনক্ষমতা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জুন/২০২৫ এর মধ্যে ৩৭.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় ৪টি প্রকল্প চলমান। চলমান প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

৪.৫.৬.১ Modern Food Storage Facilities Project (৩য় সংশোধিত)

খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৬৪৯৪.০০ লক্ষ (জিওবি ৬৫০০.০০ লক্ষ+৩৪৯৯৯৪.০০ লক্ষ (IDA Credit)+ উপকারভোগী প্রদত্ত ৬.০০ লক্ষ) টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪.৮৭ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

ক) ৭টি সাইলো নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

১। ময়মনসিংহ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ১০০%;
২। মধুপুর রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ৯৭.৭৫%;
৩। আশুগঞ্জ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ৭৮.২৫%;
৪। বরিশাল সাইলোর নির্মাণ কাজ ৯৮.৩৫%;
৫। নারায়ণগঞ্জ সাইলোর নির্মাণ কাজ ৬৯.৫০%;
৬। খুলনা সাইলোর নির্মাণ কাজ ৮৩.৫০%;
৭। চট্টগ্রাম সাইলোর নির্মাণ কাজ ৫৫.০৫%।

GD-27a এর চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে SRS (System Requirement Specification) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে FDD (Functionality Demo Document) চুড়ান্ত হয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় মালামাল আমদানীর জন্য LC (Letter of Credit) খোলা হয়েছে এবং অধিকাংশ মালামাল ডেলিভারি দেয়ার পর আখানি (ঢাকা) এর দপ্তরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আখানি (ঢাকা) দপ্তরে ডাটা সেন্টার স্থাপন কাজ চলছে। সারাদেশ ব্যাপী খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অফিসসমূহে মালামাল সরবরাহের জন্য সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

খ) সমন্বিত খাদ্যনীতি গবেষণা কার্যক্রম

IFPRI কর্তৃক দাখিলকৃত ১৬টি রির্পোট চুড়ান্ত হয়েছে।

গ) Food Testing Laboratory নির্মাণ কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহর বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১টি করে মোট ৬টি Food Testing Laboratory বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৪.৫.৬.২ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষংঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)" শীর্ষক প্রকল্পের Design & Supervision Consulting Firm (National) নিয়োগের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BETS Consulting Services Ltd. Dhaka, Bangladesh JV with Structural Engineers Company (SEC), USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক সংস্থা ৩০টি সাইটের Reconnaissance Survey Report দাখিল এবং ৩০টি সাইটের Digital Survey & Site Layout Plan সম্পন্ন করেছে।

৪.৫.৬.৩ দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ

"দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১০০০ মে.টনের ৮০টি এবং ৫০০ মে.টনের ১১৬টি গুদামসহ সর্বমোট ১৯৬টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হবে। এর ফলে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা ১,৩৮,০০০ মে.টন বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের মেয়াদ-০১-০৬-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় -৮১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০টি প্যাকেজের মধ্যে ১০টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শ্রীঘ্রই বাকি ১০টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হবে।

৪.৫.৬.৪ নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ

"নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় চাল সংরক্ষণের জন্য মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টনের ১টি স্টিল সাইলো নির্মাণ করা হবে। এর ফলে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা ৪৮,০০০ মে.টন বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের মেয়াদ-০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩১-১২-২০২৭ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় -৩৬৭৫২.০০ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে।

৫.০ হিসাব ও অর্থ বিভাগ

৫.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

৫.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলোঃ

সারণিঃ ১৫: ব্যয় বাজেট (২০২৩-২০২৪) (হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০২৩-২০২৪		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
সাধারণ কার্যক্রম	৬৬৫,২৩,৯১	৭১৪,৭৯,১৬	৬৬১,৯৬,৫৪
বিশেষ কার্যক্রম	২০৫৮০,৮৪,৯৮	২০৪৭৮,৫২,৮৪	১৯৭৫০,৮৪,৮৭
মোট পরিচালন ব্যয়ঃ	২১২৪৬,০৮,৮৯	২১১৯৩,৩২,০০	২০৪১২,৮১,৪১
উন্নয়ন কার্যক্রম	৮৬৭,৫৬,০০	৮৫৮,৬৫,০০	৭৯০,১৪,৪৪
মোট পরিচালন ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ	**২২১১৩,৬৪,৮৯**	**২২০৫১,৯৭,০০**	**২১২০২,৯৫,৮৫**

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

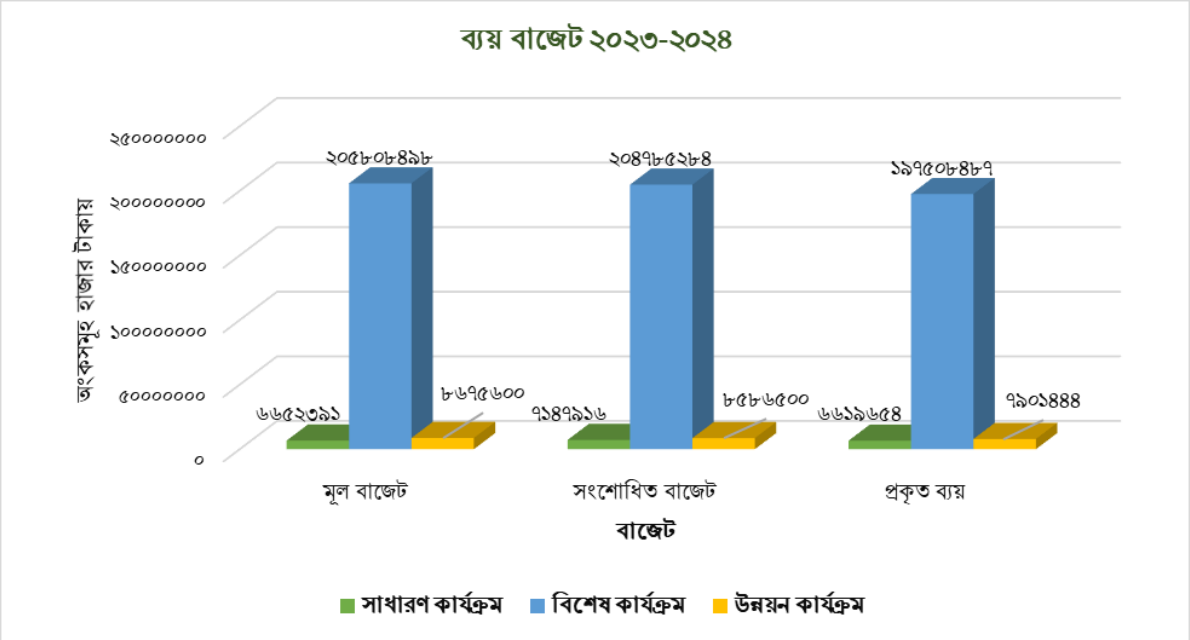

লেখচিত্র ৮: ব্যয় বাজেটের তুলনামূলক চিত্র

সারণিঃ ১৬: সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি (২০২৩-২০২৪) (হাজার টাকায়)

খাতের নাম	প্রাপ্তি বাজেট	সংশোধিত প্রাপ্তি বাজেট	প্রকৃত প্রাপ্তি
১	২	৩	৪
খাদ্যশস্য বিতরণ	১৫৭৩৫,০০,৬০	১৬৯৩৫,৪১,৮৯	১৬৩০৭,০১,৫৭
কর বহির্ভূত আয়	৩৩,৯১,৪০	৪৬,০৫,২০	১২২,৭০,৭৭

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

উল্লেখ্য যে, অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর বহির্ভুত আয় (এনটিআর) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যার একটি চিত্র নিম্নের ছক ও লেখচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় (এনটিআর)

(হাজার টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত প্রাপ্তি
২০২৩-২০২৪	৪৬,০৫,২০	১২২,৭০,৭৭
২০২২-২০২৩	৩৬,১৭,৭০	৮৯,৯৬,৪০
২০২১-২০২২	৩৪,২৫,৫০	৩৪,৫২,১০
২০২০-২০২১	৩৮,১৮,৫০	৩৪,৪৫,৩৬
২০১৯-২০২০	২৬,৫৫,০০	২৯,১২,৯৭

কর বহির্ভুত রাজস্ব আয় (এনটিআর)

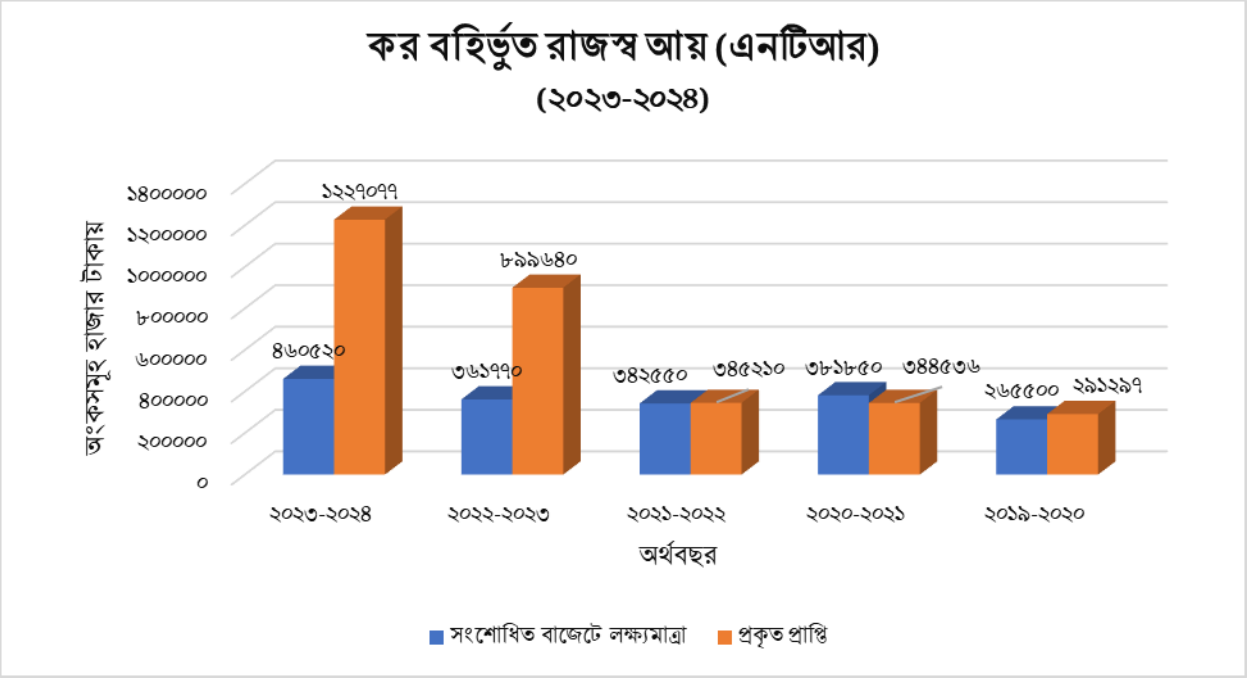

লেখচিত্র ৯: কর বহির্ভুত রাজস্ব আয় (এনটিআর) (২০২৩-২০২৪)

৫.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিক্রয়/ বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

সারণি-১৭ : খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০২৩-২০২৪)

খাতের বিবরণ	পণ্য	সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		পরিমাণ (লাখ মে. টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে. টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি (FFP সহ)		০	৫৪৯১.৭৪	০	৫৫০৬.২৩
বৈদেশিক ঋণ দ্বারা খাদ্য আমদানি	চাল	০.০৫	০.০৫	০	০
	গম	০.০৫		০	
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা খাদ্য আমদানি	চাল	১.৫০	৪২১৫.২৩	০	৩১৭২.০২
	গম	৯.৫০		৮.১৮	
অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ	চাল	২০.৮২	৯৩৭৩.৭০	১৯.৪৩	৯৮৬৩.৪১
	গম	০.০১		০	
খাদ্য পরিচালন ব্যয়		০	১৩৯৭.৮২	০	১২০৯.২০
মোট বিশেষ কার্যক্রমঃ		-	২০৪৭৮.৫৩	-	১৯৭৫০.৮৫
সাধারণ কার্যক্রমঃ		০	৭১৪.৭৯	০	৬৬১.৯৭
মোট পরিচালন কার্যক্রমঃ		৩১.৯৩ (চাল-২২.৩৭ গম-৯.৫৬)	২১১৯৩.৩২	২৭.৬১ (চাল-১৯.৪৩ গম-৮.১৮)	২০৪১২.৮১
নগদ বিক্রয় (ওএমএস, খাদ্যবান্ধব, শ্রমবহুল প্রতিষ্ঠান, ইপি, ওপি ইত্যাদিসহ)	চাল	১৬.৯৬	২৯৪২.৫০	১৬.৮৬	২৯৬৬.৯২
	গম	৫.০০	৭০৭.৮৫	৪.৯০	৬৮৮.৩৩
মোট নগদ বিক্রয়ঃ		২১.৯৬	৩৬৫০.৩৫	২১.৭৬	৩৬৫৫.২৫
নন মনিটাইজড (কাবিখা, ভিজিএফ/ভিডব্লিউবি/ টিআর/জিআর/পার্বত্য চট্ট: বিষয়ক কার্যাদি ইত্যাদি	চাল	৯.৯৯	৫২৩৯.৫২	৯.১১	৪৭৭৭.৮৮
	গম	১.৭১	৭২৫.১০	১.৪০	৫৯৩.৩২
মোট নন-মনিটাইজডঃ		১১.৭০	৫৯৬৪.৬২	১০.৫১	৫৩৭১.২০
ভর্তুকি		-	৭৩২০.৪৫	-	৭২৮০.৫৬
সর্বমোটঃ		**৩৩.৬৬**	**১৬৯৩৫.৪২**	**৩২.২৭**	**১৬৩০৭.০২**

উৎস: হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

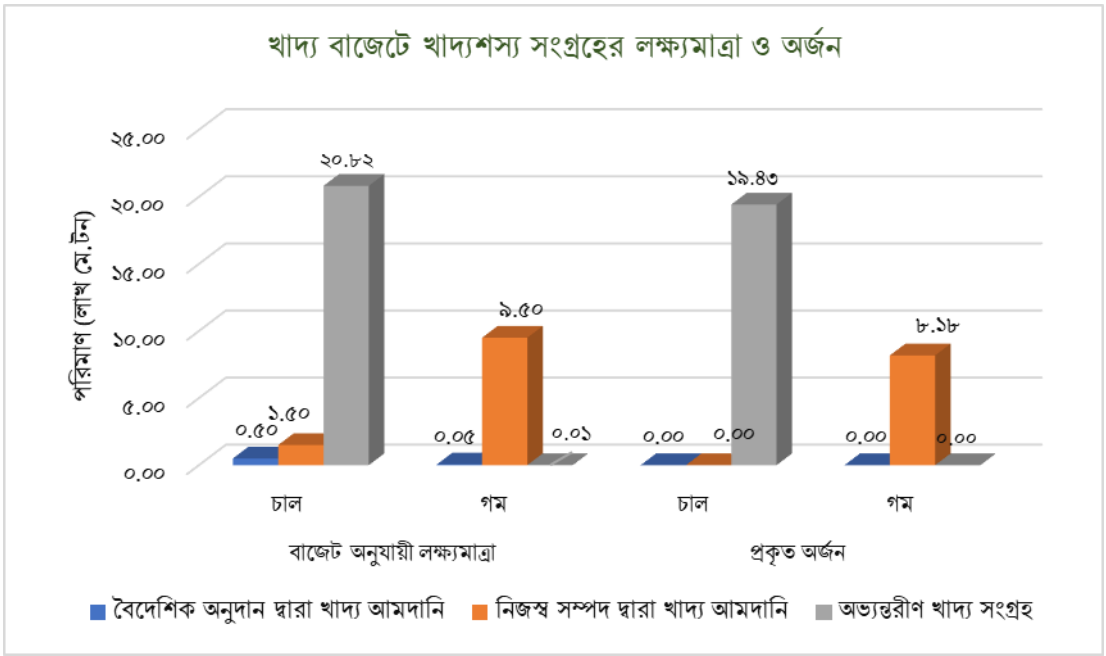

লেখচিত্র ১০: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (সংগ্রহ)

সূত্র: হিসাব ও অর্থ বিভাগ

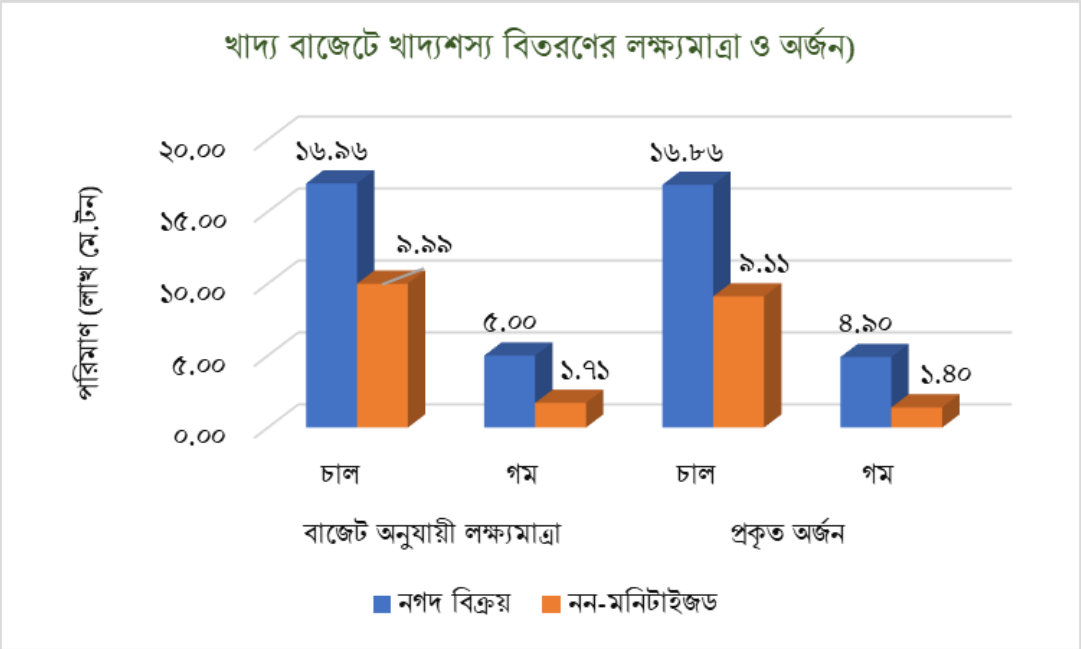

লেখচিত্র ১১: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (বিতরণ)

সূত্র: হিসাব ও অর্থ বিভাগ

৫.১.৩ গত ০৫ (পাঁচ) অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের চিত্র (পরিচালন + উন্নয়ন)

অর্থবছর	বাজেট সংস্থান (কোটি টাকায়)	বাজেট বাস্তবায়ন (কোটি টাকায়)	বাজেট বাস্তবায়নের হার (%)
২০১৯-২০২০	১৬২১৯.২৩	১৪১৮৪.৮৫	৮৭.৪৫%
২০২০-২০২১	১৭৩২৯.৪২	১৩৮৪১.৭৭	৯৪.২১%
২০২১-২০২২	১৯৮০৮.৪৪	১৮৬৭৩.৮৭	৯৪.২৭%
২০২২-২০২৩	২৩১১৪.৪২	২১৫৬৫.১১	৯৩.৩০%
২০২৩-২০২৪	২২০৫১.৯৭	২১২০২.৯৬	৯৬.১৫%

সূত্র: হিসাব ও অর্থ বিভাগ

এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের হার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে; যা বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করছে।

৬.০ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

৬.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন , সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুই ভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

৬.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৭ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ৪২ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠপর্যায়ের ১৩৪৯ টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সুপারিনটেনডেন্ট ১ (এক) জন ও ২(দুই) জন অডিটর সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করার বিধান রয়েছে। পদায়নকৃত ২০ জন সুপারিনটেনডেন্ট এর মধ্যে ৬ জন সুপারিনটেনডেন্ট অন্য দপ্তরে সংযুক্তি ও ২৬ জন অডিটর পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে। লোকবল সংকটের কারণে নিরীক্ষা দলকে অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

সারণি-১৮ : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০২৩-২০২৪	৬৪	০৯	৩৪	৫২১	১৫৬১	৪৩.১৫

সারণি-১৯ : অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের (জুলাই /২৩) = ৪২৪৬৮ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ১৫৬১	১১১১.৮৮ ৪৩.১৫	৮১৭	২৪৫৫	১৬.৬৫	৪৩৫৫৮	১১৪৬.৩৫
মোট = ৪৪০২৯	**১১**৫৫.০৩	৮১৭	২৪৫৫	১৬.৬৫	**৪**৩৫৫৮	**১১**৪৬.৩৫

সারণি-২০ : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার তথ্য:

দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	সভায় আলোচিত আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা
০৬টি	১৪২৯টি	১১৮৯টি

বি.দ্র. ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ নিরীক্ষায় মোট=৪৫০ টি আপত্তি উত্থাপিত হয় যাতে মোট=১৮৬০১৮২৪৯ টাকা জড়িত আছে।

৬.৩ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি

রূপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি

সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management System (AMS) সফটওয়্যার তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে। Audit Management System (AMS) সফটওয়্যারে শুরু হতে জুন/২৪ পর্যন্ত মোটঃ ১০২৩১৬ টি আপত্তি আপলোড সম্পন্ন হয়েছে।

সারণি-২১ : নিম্নে বিভাগওয়ারী আপলোডের তথ্য দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আপলোড		আপলোডকৃত মোট আপত্তি
		নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি	অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি	
০১	ঢাকা	১০১৫৮	৭৬৫৪	১৭৮১২
০২	চট্টগ্রাম	১১১০৫	৬৬৪৪	১৭৭৪৯
০৩	রাজশাহী	৯১৫৬	৪৪৮৪	১৩৬৪০
০৪	খুলনা	৯৬৯৪	৪৫০৬	১৪২০০
০৫	বরিশাল	৭৬১৭	৩৩৬০	১০৯৭৭
০৬	সিলেট	৩৮৮৯	১৫৭৫	৫৪৬৪
০৭	রংপুর	৯৪৬৪	৫৭০৮	১৫১৭২
০৮	ময়মনসিংহ	৩২৯৯	৪০০৩	৭৩০২
	মোট=	**৬৪৩৮২**	**৩৭৯৩৪**	**১০২৩১৬**

৭.০ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ

৭.১ এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম

খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, ধান ছাঁটাই, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে তার তথ্য রিপোর্ট আকারে প্রথমে উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরিত হয়। এর পর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরসমূহ প্রাপ্ত সকল প্রতিবেদন একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করে থাকে। আবার আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ তার অধীনস্থ সকল জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট অত্র এমআইএসএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এমআইএসএন্ডএম বিভাগ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে তথ্যে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ করে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করে থাকে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনেরভিত্তিতে খাদ্যশস্য সম্পর্কিত জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ/নীতি নির্ধারণ করে থাকে। সেজন্য এই প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক গুরুত্ব বহন করে। বর্তমানে অনলাইনে রিয়েল টাইম (Real time) তথ্য পেতে ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এমআইএসএন্ডএম (Management Information System & Monitoring) বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেঃ

(১) দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
(২) সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
(৩) মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
(৪) আমদানি প্রতিবেদন
(৫) খাদ্য অধিদপ্তর, কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদন
(৬) কেন্দ্রীয় গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম তদারকি
(৭) খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল পরিচালনা
(৮) কন্ট্রোলরুম পরিচালনা

৭.১.১ দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত দৈনিক কার্যক্রমের তথ্য উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে অত্র বিভাগে প্রাপ্ত হয়ে রাতে জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং পরের দিন সকাল ৯.৩০ ঘটিকার মধ্যে এর সঠিকতা যাচাই করে দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, দৈনিক প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্যসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এর নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

৭.১.২ সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিভিন্ন খাতে বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক কার্যক্রমের তথ্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সপ্তাহান্তে অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে প্রতি রবিবার/সোমবার জাতীয় সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা এফপিএমইউসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.৩ মাসিক প্রতিবেদন

সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের সমন্বয়ে ৩ (তিন)টি মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। তন্মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগের পিপিটি শাখায় প্রেরণ করা হয় এবং অন্য ২টি এফপিএমইউতে প্রেরণ করা হয়।

৭.১.৪ আমদানি প্রতিবেদন

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্যশস্যের চাহিদা অনুযায়ী জি টু জি এবং বেসরকারিভাবে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) আমদানি করে থাকে। নিম্নে খাদ্যশস্য আমদানির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো।

৭.১.৪.১ সরকারি চাল ও গম আমদানি

চলাচল সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক দপ্তর চট্টগ্রাম ও খুলনা থেকে চাল ও গম আমদানির দৈনিক কার্যক্রমের তথ্য অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়। সঠিকতা যাচাই করে সমন্বিত প্রতিবেদন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়।

৭.১.৪.২ এলসির মাধ্যমে (নন বাসমতি) চাল আমদানি

২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে চাল (নন-বাসমতি) আমদানি শুরু হয়েছে। চাল আমদানির এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। আমদানিকারকগণ নির্ধারিত

সময়ের মধ্যে ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে চাল আমদানিপূর্বক খাদ্য বিভাগকে সরবরাহ করে থাকে। উক্ত আমদানিকৃত চালের বন্দরভিত্তিক, বিভাগভিত্তিক এবং আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য নির্ধারিত ছকে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে অত্র বিভাগে প্রাপ্ত হয়ে সমন্বিত প্রতিবেদন দৈনিকভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ খাদ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।

৭.১.৪.৩ বেসরকারি চাল ও গম আমদানির তথ্য সংরক্ষণ

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং খুলনার স্থল ও সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে বেসরকারিভাবে আমদানির তথ্য এমআইএসএন্ডএম বিভাগ সংরক্ষণ করে এবং প্রকাশ করে থাকে।

৭.১.৫ খাদ্য অধিদপ্তর, কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদন

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ সময়ে সময়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। যেমন, সংগ্রহ বিভাগ অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ঐ বিভাগের তথ্যের সাথে মিলিকরণ করে সঠিকতা যাচাই করে। আবার হিসাব ও অর্থ বিভাগ, সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী তথ্য অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ করে থাকে।

উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যশস্যের হালনাগাদ মজুত, চ্যানেল ওয়াইজ বিতরণের তথ্য, সরকারি আমদানি, পরিবহণ, সংগ্রহের সর্বশেষ পরিস্থিতি তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

৭.১.৬ কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রেরণের কাজ সিডিইউ করে থাকে যা অত্র বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। চিঠিপত্রে ব্যবহৃত সার্ভিস ষ্ট্যাম্প ব্যবহারের হিসাব রক্ষণের কাজ ও এর ব্যবস্থাপনা এ দপ্তর করে থাকে। একজন সিস্টেম এনালিষ্ট/সমমান কর্মকর্তা এই শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৭.১.৭ খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল

খাদ্য অধিদপ্তরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি কল্যাণ তহবিল চালু আছে যা অত্র এমআইএসএন্ডএম বিভাগ পরিচালনা করে থাকে। উক্ত তহবিল খাদ্য বিভাগীয় প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট থেকে এক দিনের মূল বেতনের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ বাৎসরিক চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করে তহবিলের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা রাখে। পদাধিকারবলে মহাপরিচালক (খাদ্য) উক্ত তহবিলের সভাপতি এবং পরিচালক, হিসাব ও অর্থ তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকেন। চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ ও প্রমানপত্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সহায়তার পরিমাণ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

৭.১.৮ কন্ট্রোলরুম

দেশের সংকটময় অবস্থায় (বন্যা, করোনা, ঘুর্নিঝড়) প্রশাসনিক নির্দেশে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয় যা অত্র বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুম শিফট আকারে কখনো ২৪ ঘন্টা, কখনো ১৬ ঘন্টা চালু থাকে। সারাদেশে কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর দেয়া থাকে যাতে করে মাঠ পর্যায় থেকে জরুরী ভিত্তিতে তথ্য কন্ট্রোল রুম থেকে জানাতে পারে। কন্ট্রোল রুমে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে থাকে।

সারণি-২২ : খাদ্য বিভাগের অর্থবছর ভিত্তিক প্রারম্ভিক মজুতের তথ্য

ক্র: নং	অর্থবছর	চাল	গম	ধান	মোট
১	২০১৪-২০১৫	৭৩১৪৬০	৩৪৮৬০২	৫৬০৯	১০৮৫৬৭০
২	২০১৫-২০১৬	৯৫৭৮৪৪	২৫৩৫২৩	৭৫১৯	১২১৮৮৮৫
৩	২০১৬-২০১৭	২৭৯৫৫৫	৩২৪১৫৯	২৩৪৯৫৮	৮৩৮৬৭২
৪	২০১৭-২০১৮	১৩৫৪৪৭	১৬৯৪৫৯	০	৩০৪৯০৬
৫	২০১৮-২০১৯	৯৮৬২৬৪	২৫৯২২৫	৩১৮৭	১২৪৮৬৭৬
৬	২০১৯-২০২০	১২৬০১২২	২৯১৪১০	৭২৫২৪	১৬২৪০৫৬
৭	২০২০-২০২১	৮৫৩৬৯২	২২৭৮৬১	৫৮৫৩৭	১১৪০০৯০
৮	২০২১-২০২২	১০১৮১৪২	২৯৪৩১০	২০৭৯৮৩	১৫২০৪৩৫
৯	২০২২-২০২৩	১৩৭৬০৭০	১৬৪৫৫৬	১০১৭২৪	১৬৪২৩৫০
১০	২০২৩-২০২৪	১৪৭৯৪০১	২৯৭৬৯৭	১০৯৫০২	১৮৮৬৬০০

সারণি-২৩ : খাদ্য অধিদপ্তরের অর্থ বছরভিত্তিক সংগ্রহের তথ্য

ক্র: নং	অর্থবছর	ধান সংগ্রহ	চাল	গম
১	২০১৪-২০১৫	১৩৯৭৮	১৪৬১৮১২	২০৪৯১৭
২	২০১৫-২০১৬	৪৪৯১৬২	৭৪০৭৮৮	১৯৮৪৭৮
৩	২০১৬-২০১৭	২৮৩৯৮৩	১০৯৮৭৫৪	১০০০০০
৪	২০১৭-২০১৮	৭৮৯০	১৪২৩৭১৮	০
৫	২০১৮-২০১৯	১০৬৭৮২	২৩০৪৫০৪	৪১৩৩৫
৬	২০১৯-২০২০	১০০৯৯১০	১১৩৮৯৯২	৬৭২৫৩
৭	২০২০-২০২১	৪২০৬২৯	১১৭৬৩১৭	১০৩২১১
৮	২০২১-২০২২	৩১৬৯৭৬	১৮১২৫১৮	২০
৯	২০২২-২০২৩	২৭৪০৯৩	১৭৬৪৮২৩	০
১০	২০২৩-২০২৪	২৪২৩৬৪	২০০৪৫২২	৩৭

সারণি-২৪ : খাদ্য অধিদপ্তরের অর্থ বছরভিত্তিক ওএমএস (চাল ও গম) বিতরণের তথ্য

ক্র: নং	অর্থবছর	চাল	গম	মোট
১	২০১৪-২০১৫	৬৬০২০	২১৯৪২৯	২৮৫৪৫০
২	২০১৫-২০১৬	২৪৭৩৬৭	২৬৫০৬৯	৫১২৪৩৬
৩	২০১৬-২০১৭	৫৬৯৬২	৩০১৪৫৬	৩৫৮৪১৯
৪	২০১৭-২০১৮	১৫৮০৬২	১৯৪৭৮৬	৩৫২৮৪৮
৫	২০১৮-২০১৯	৯০৩১	২৬৪০২৫	২৭৩০৫৬
৬	২০১৯-২০২০	৭০০৩৫	২৬৯২৭২	৩৩৯৩০৬
৭	২০২০-২০২১	১২৭৫৮৬	৩০১৪২৬	৪২৯০১২
৮	২০২১-২০২২	৪৬৬৫৫৬	৪২২৬৮৯	৮৮৯২৪৪
৯	২০২২-২০২৩	৫৪৭১৭৪	২৩০১৫৫	৭৭৭৩২৯
১০	২০২৩-২০২৪	২৬২৬৯১৭	৬৩৪৫৬৫	৩২৬১৪৮২

সারণি-২৫ : খাদ্য অধিদপ্তরের অর্থ বছরভিত্তিক বাজার দর প্রতিবেদন

প্রতি কুইন্টাল

ক্র: নং	অর্থবছর	চাল	ধান	গম	আটা
১	২০১৪-২০১৫	২৯৯৮	১৮১৮	২৩১৪	৩০৪০
২	২০১৫-২০১৬	২৫৫০	১৫৯২	২১৭৫	২৬৭৭
৩	২০১৬-২০১৭	৩২৬০	২০০৪	২১৬০	২৫০৩
৪	২০১৭-২০১৮	৪৩৫৬	২৩৪৫	২৩০২	২৬৬৯
৫	২০১৮-২০১৯	৩৩৬০	১৯৭৫	২৩০৫	২৭০০
৬	২০১৯-২০২০	৩২৩০	১৯৪৬	২৪৫৯	২৮০৫
৭	২০২০-২০২১	৪১২০	২৫৯৫	২৫৩৯	২৮৫৮
৮	২০২১-২০২২	৪১০১	২৫৮৭	২৭৮১	৩২০৫
৯	২০২২-২০২৩	৪২৯০	২৭১০	৪২৫১	৫০৯০
১০	২০২৩-২০২৪	৪৪৭৪	২৯৬০	৪১২৭	৪৮৬২

৮.০ বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা

৮.১ বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা অডিট-১ এবং অডিট-২ শাখার উপর ন্যস্ত। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

সারণি-২৬ : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	পূর্ববর্তী বছরের জের (৩০/০৬/২৩ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/২৪ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	৬,৩১৯	৫৯২৭.৯৯	১৪৯	৯২.৪২	৪০৮	৭৯.৪৮	৬,০৬০	৫৯৪০.৯৩

৮.২ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

প্রায় ছয় হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগ নিম্নলিখিত কাজ করে যাচ্ছে।

- দ্বি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি
- ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি
- মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক ও জবাব লিখনের জন্য সভা আয়োজন
- প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- অডিট অধিদপ্তরের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন

৮.৩ দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি

দ্বিপক্ষীয় সভা

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন ছয় হাজার ষাটটি আপত্তির মধ্যে ২,১২৬টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরণের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর তাদের লোকবলের অভাবে দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনে আঞ্চলিক কার্যালয়ে উপযুক্ত প্রতিনিধি দিতে সক্ষম হয়না বিধায় বর্তমানে ৮টি বিভাগের ৮ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে দ্বিপক্ষীয় অডিট কমিটি খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে সভা আয়োজন করে সাধারণ অনুচ্ছেদভূক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখছে।

সারণি-২৭ : খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	দ্বিপক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সভা	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সভা	২০২২-২০২৩ আলোচিত আপত্তি	২০২৩-২০২৪ আলোচিত আপত্তি	২০২২-২০২৩ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০২৩-২০২৪ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	৪	২	৯০	৫৬	৬৯	৪০

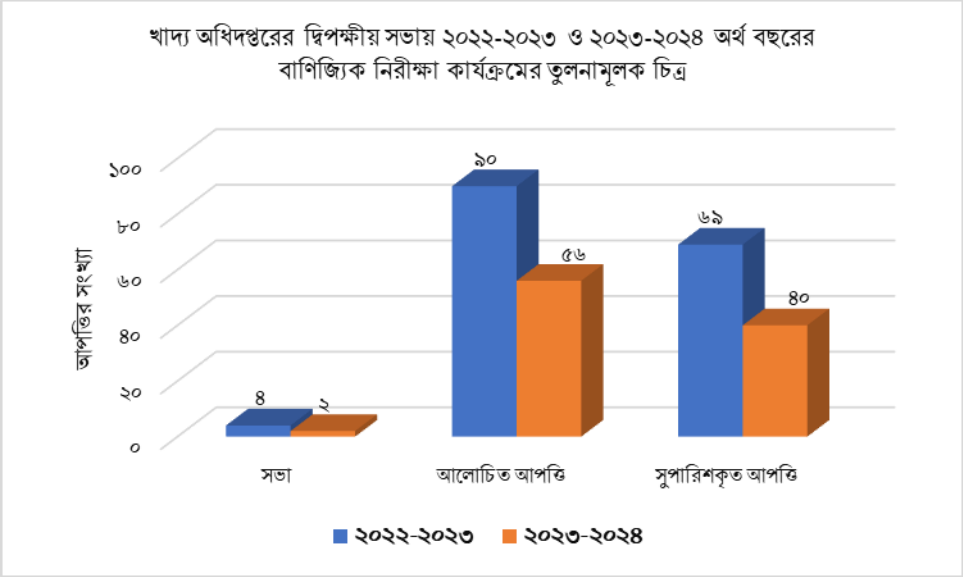

লেখচিত্র ১২: দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

ত্রিপক্ষীয় সভা

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে) নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি (অগ্রিম ও খসড়া) নিষ্পত্তির কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

সারণি-২৮ : খাদ্য অধিদপ্তরের ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	ত্রিপক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সভা	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সভা	২০২২-২০২৩ আলোচিত আপত্তি	২০২৩-২০২৪ আলোচিত আপত্তি	২০২২-২০২৩ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০২৩-২০২৪ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	৮	৭	২৩৫	১৮৮	১৭৫	১৩০

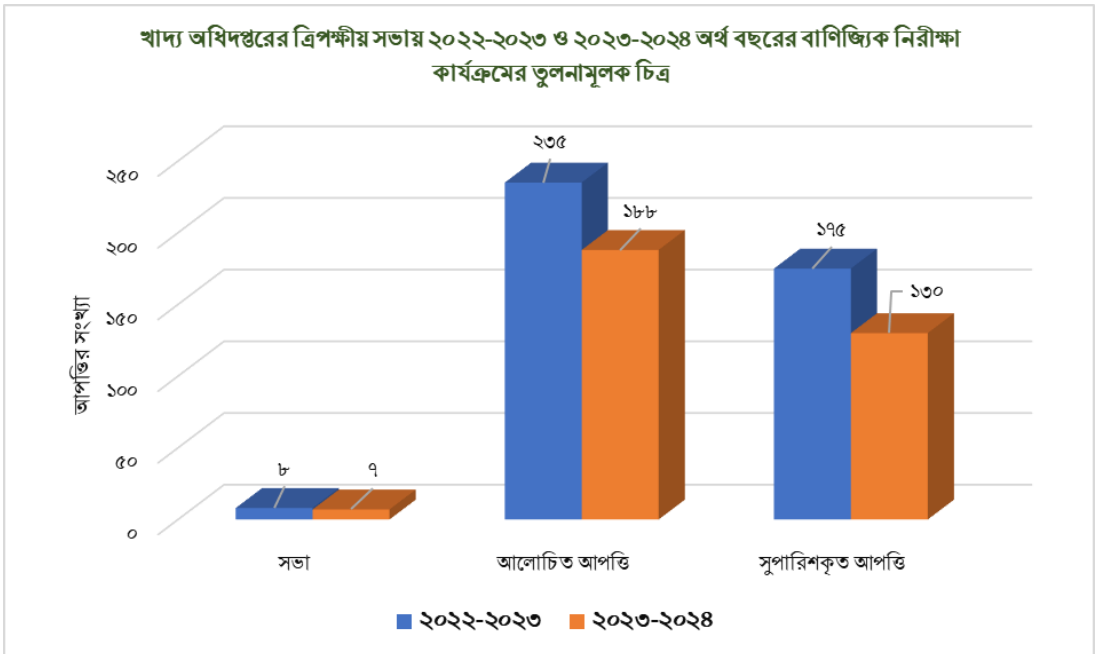

লেখচিত্র ১৩: ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

৮.৪ এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS):

এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS): "সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর" এর আওতাধীন অডিট আপত্তিসমূহের তথ্য সংরক্ষণ/জবাব প্রদান/নিষ্পত্তি/রিপোর্টিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য যে, পেনশন জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)-এ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নামের আপিত্তিসমূহের তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)-এ অডিট আপত্তিসমূহের তথ্য আপলোডকরণসহ আপত্তির বিভিন্ন ধাপে জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তির জন্য সম্যক জ্ঞান লাভে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল স্থাপনার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । বর্তমানে জুন/২০২৪ মাস পর্যন্ত ৬,০৬০টি আপত্তির মধ্যে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)-এ ৬,০৬০টি আপত্তির তথ্য আপলোড সম্পন্ন হয়েছে।

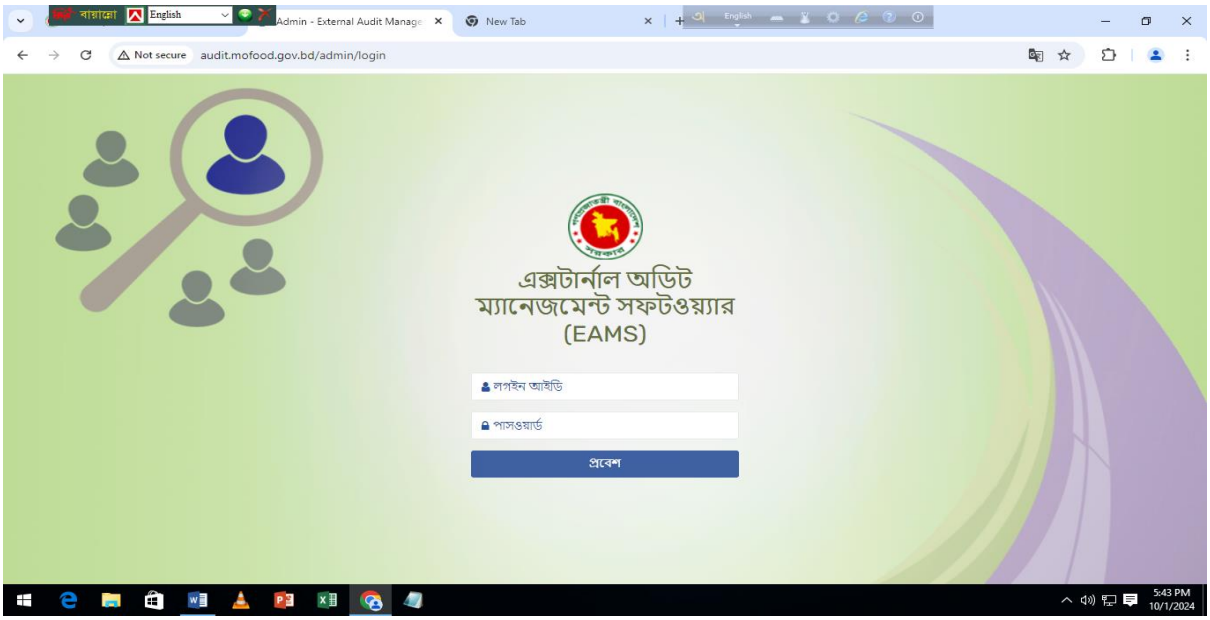

চিত্র-৪: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যারের (EAMS) লগইন পেইজ

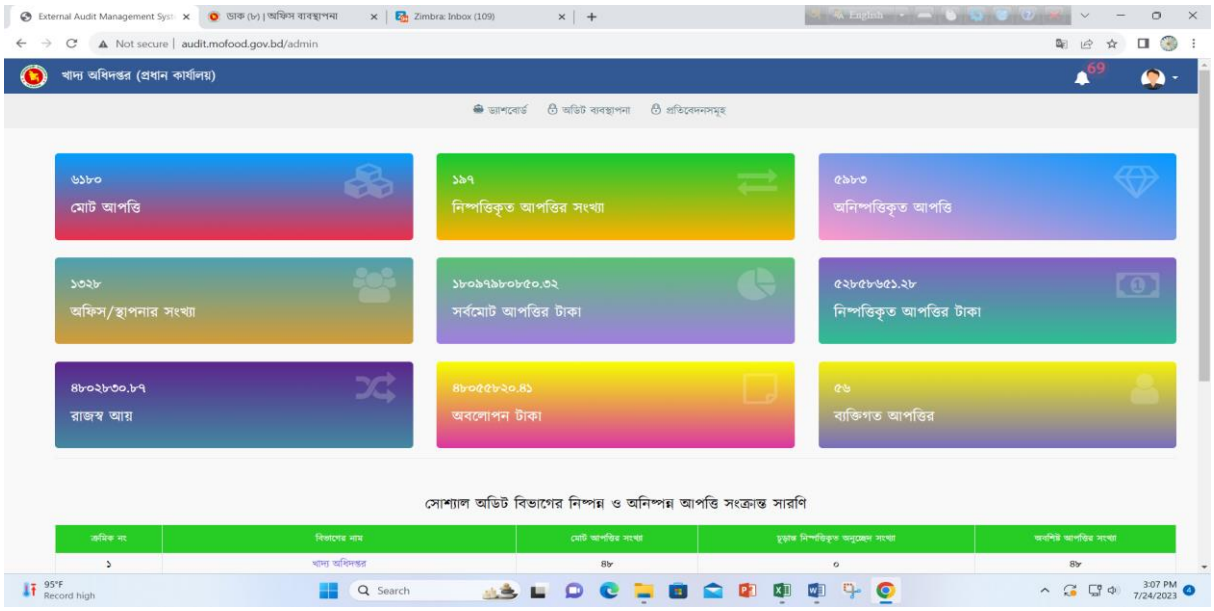

চিত্র-৫: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার (EAMS) ড্যাসবোর্ড

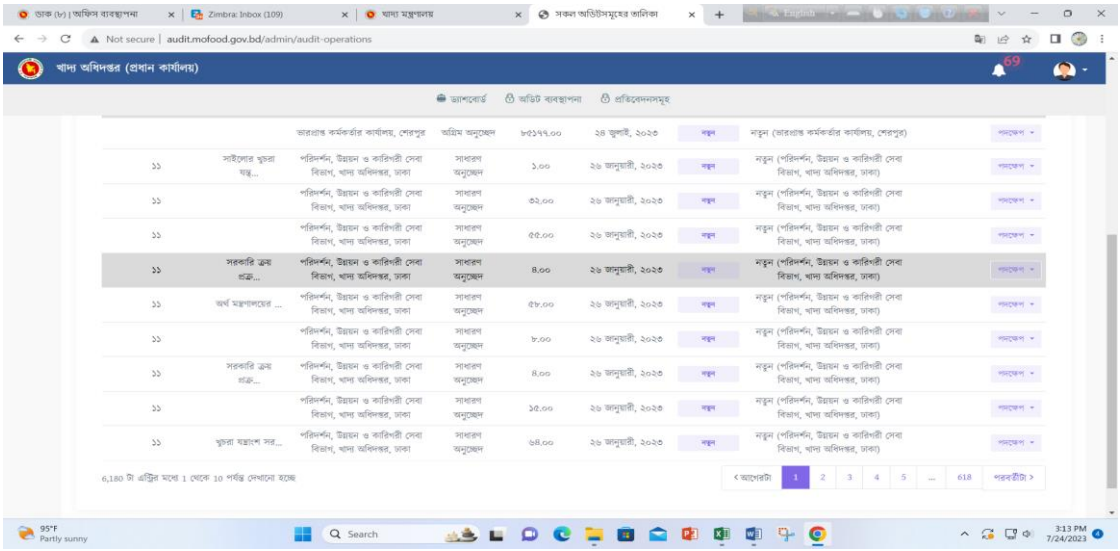

চিত্র-৬: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যারে (EAMS) প্রদর্শিত আপত্তির তালিকা

৮.৪ অডিট ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (AMMS2.0):

প্রথম যেকোন ইন্টারনেট ব্রাউজারের এড্রেসবারে সিএজি অফিসের ওয়েবসাইটে cag.org.bd তে প্রবেশ করতে হবে। ওসিএজির ওয়েবসাইটের E-service মেন্যুর থেকে AMMS2.0 তে ক্লিক করতে হবে।

AMMS 2.0 তে প্রবেশ করে Audited Entity তে লগইন করবেন।

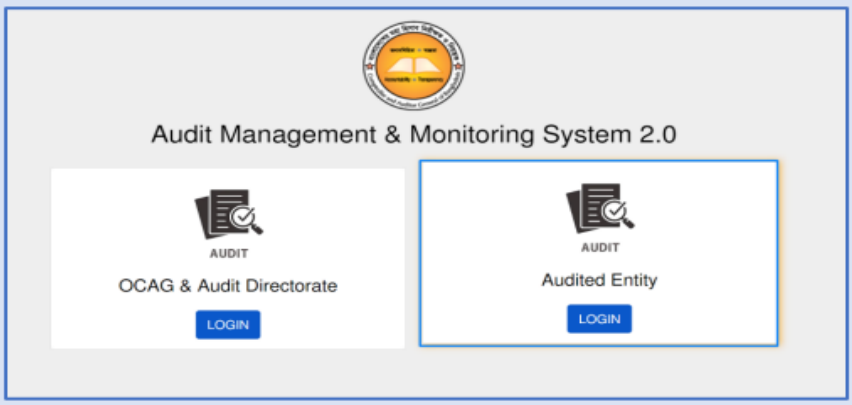

চিত্র ৩: লগইন উইন্ডো

Audited Entity তে ক্লিক করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করবেন।

চিত্র ৪: লগইন পেইজ

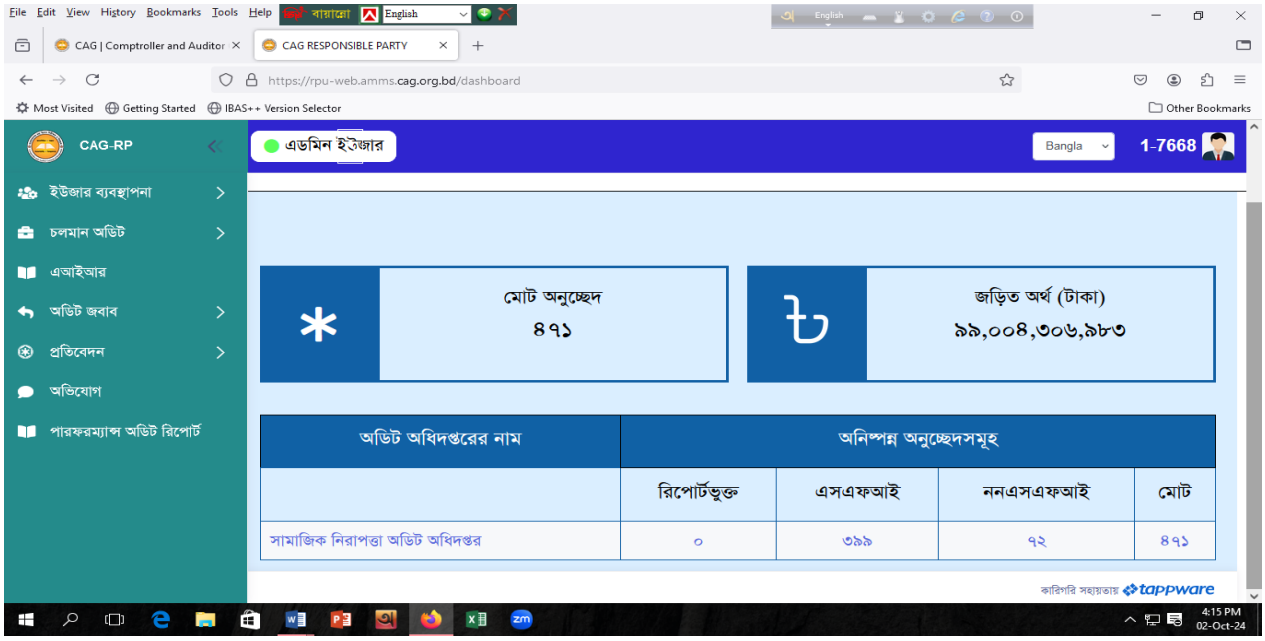

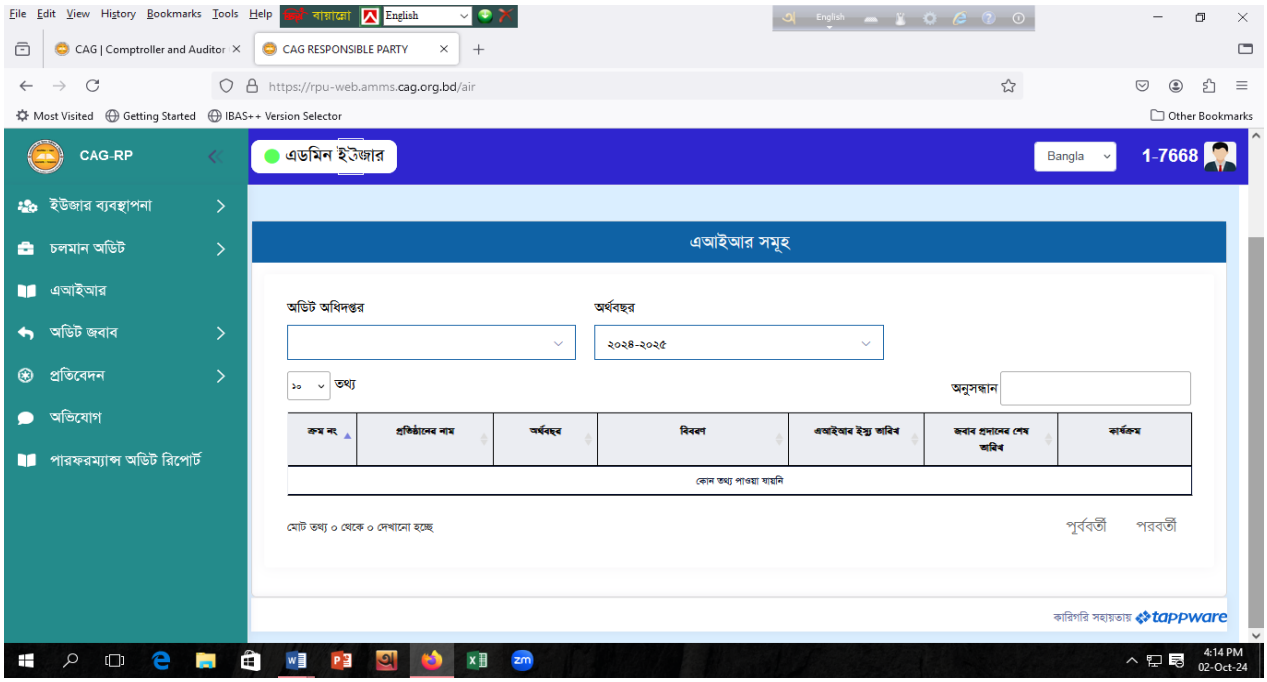

চিত্র-৯: রেস্পন্সিবল পার্টির ড্যাসবোর্ড

৯.০ আইসিটি কার্যক্রম

৯.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট

খাদ্য বিভাগের কার্যক্রমসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়া থেকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ও জনগণের হয়রানি কমাতে সংশ্লিষ্ট সকল সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:-

- খাদ্য অধিদপ্তরের আইসিটি নীতিমালা নির্ধারণ/যুগোপযোগীকরণে সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহের নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিধি সংক্রান্ত নীতিমালা নিরূপণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল আইসিটি সিস্টেমের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সফট্ওয়্যার/আইসিটি সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- বিভিন্ন কম্পিউটার সামগ্রী ও তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে এপিআই (এপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস)-এর মাধ্যমে আন্তঃসংযোগ কার্যক্রম গ্রহণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার পর্যবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও হালনাগাদকরণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল জনবলের আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের যুগোপযোগী পাঠক্রম (Curriculum) নির্ধারণ;
- নতুন টেকনোলজি বিষয়ে আইসিটি কর্মকর্তাগণের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান/প্রেরণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট পরিচালনা, হালনাগাদকরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- আইসিটি'র বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ওয়েব/ডেস্কটপ/মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- বিভিন্ন সফট্ওয়্যার হোস্টিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভার, পিসি, নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, স্থাপন ও Configuration সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
- সফট্ওয়্যার হোস্টিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভার, স্টোরেজ, আইপি এড্রেস, ডোমেইন নেম বরাদ্দকরণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ-পর্যায়ের সকল আইসিটি কার্যক্রম তদারকিকরণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওয়েব-মেইল একাউন্ট তৈরি ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এর ইউজার ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল শাখা/বিভাগে প্রয়োজন অনুযায়ী আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সহযোগীতা প্রদান;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল শাখা/বিভাগে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কম্পিউটার সামগ্রী ও তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম প্রদান।

৯.১.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের জনবলের বর্তমান অবস্থা

পদের শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৯ম হতে ৫ম গ্রেড)	৫	২	৩
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	৩	২	১
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	-	-	-
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	-	-	-
মোট=	**৮**	**৪**	**৪**

৯.১.২ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তৃক নিম্নবর্ণিত আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:

৯.১.২.১ আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরে জন্য আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরে ১৫১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ডি-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরের অপারেশনাল কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সফটওয়্যার পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯.১.২.২ কৃষকের অ্যাপ

খাদ্য অধিদপ্তর কৃষককে ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কৃষকের সময়, খরচ ও হয়রানি কমাতে এবং প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহের জন্য "কৃষকের অ্যাপ" চালু করা হয়। এটি একটি মোবাইল

অ্যাপ্লিকেশন। একজন কৃষক এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে ঘরে বসে কৃষক হিসেবে নিবন্ধনের পাশাপাশি ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে পারেন এবং ধানের বিনির্দেশ সম্পর্কেও জানতে পারেন।

চিত্র-১০: কৃষকের অ্যাপ

“কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে সরাসরি সরকারি গুদামে ধান বিক্রয় করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ও নিজস্ব মোবাইল নম্বর প্রয়োজন হয়। সংগ্রহের সময় ধান বিক্রয়ের জন্য আবেদনকারী নিবন্ধিত কৃষকদের মধ্য হতে সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী ধান সরবরাহের জন্য কৃষক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কৃষকগণ এসএমএস-এর মাধ্যমে তাদের নির্বাচিত হওয়ার তথ্যসহ কত তারিখে কোন খাদ্য গুদামে ধান বিক্রয়ের জন্য যেতে হবে তা জানতে পারেন। তাদের বরাদ্দকৃত ধান সরকারি খাদ্য গুদামে কোনো হয়রানি ছাড়াই বিক্রয় করতে পারেন। খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহের পর কৃষকদের ব্যাংক হিসাবে ধানের মূল্য পরিশোধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মধ্যস্বত্বভোগীর কোনো প্রভাব নেই। কৃষকের খাদ্য কর্মকর্তাদের অফিসে বারবার যাতায়াতেরও প্রয়োজন হয় না। “কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে সরাসরি সরকারি গুদামে ধান বিক্রয় করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ও নিজস্ব মোবাইল নম্বরসহ প্রকৃত কৃষক নিবন্ধিত হতে পারায় কৃষকের হয়রানি কমেছে। এতে কৃষকের সময় ও খরচ উভয়ই কমেছে। অনলাইন সিস্টেমে সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ফলে কৃষক নির্বাচনে তথা সংগ্রহ কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা এসেছে।

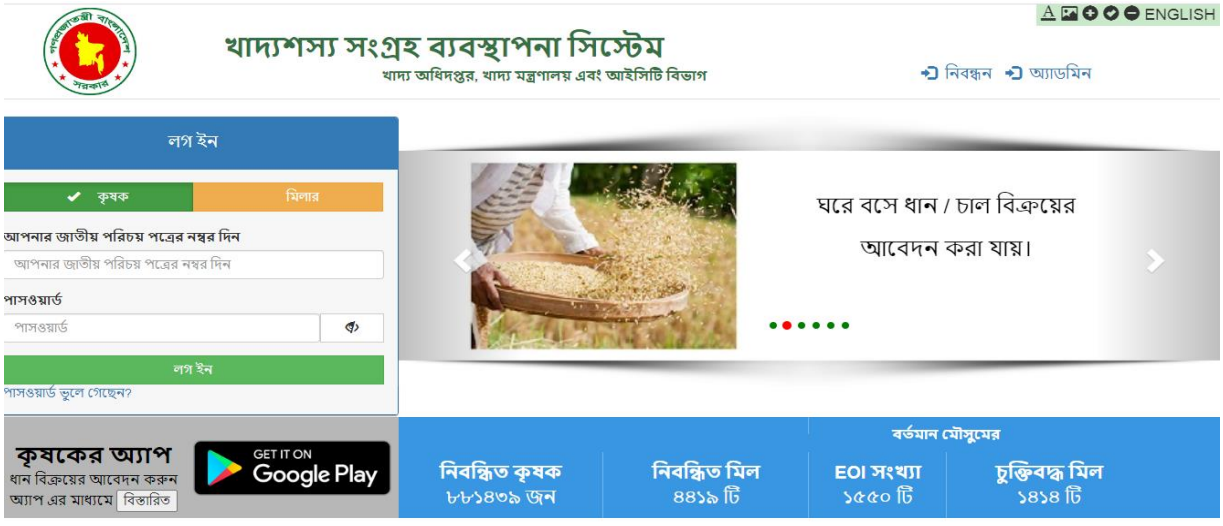

অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ, ২০১৯-২০২০ মৌসুমে ১৬টি উপজেলায় কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হলেও এরই ধারাবাহিকতায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ, ২০২৪ মৌসুম পর্যন্ত মোট ৩০৬টি উপজেলায় "কৃষকের অ্যাপ" বাস্তবায়ন করা হয়; যাতে ১০,৫২,২০১ জন কৃষক অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছেন।

চিত্র-১১: কৃষকের অ্যাপ প্রচারনা লিফলেট

৯.১.২.৩ ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা

খাদ্য বিভাগের সকল সার্ভিস ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর সহযোগিতায় "ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে খাদ্য বিভাগের লাইসেন্স গ্রহণকারী চালকলের মালিকগণের সাথে সরকারি খাদ্য গুদামে চাল সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া, বরাদ্দ আদেশ জারি, মিলার কর্তৃক গুদামে চাল সরবরাহ ও মিলারের ব্যাংক হিসাবে চালের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে সরকারের ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা এসেছে। অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ, ২০২৪ মৌসুম পর্যন্ত মোট-১০৭টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় চাল সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

চিত্র-১৩: খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (ড্যাসবোর্ড)

৯.১.২.৪ চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়

খাদ্য বিভাগের ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য বিভাগের সংগ্রহ কার্যক্রমে চুক্তিকৃত চালকল মালিকগণের নিকট হতে চাল সংগ্রহ করা হয়। চালকলসমূহে চালকলের মিলিং লাইসেন্স প্রদানে চালকল মালিকগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চালকলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় কমিটি কর্তৃক চালকল পরিদর্শন করা হয়। চালকলের অবস্থান, চালকলের সাধারণ তথ্য, বিদ্যুৎ সংযোগ, বয়লারের তথ্য, চিমনির তথ্য, চাতালের তথ্য, স্টিপিং হাউসের তথ্য, মিলের গুদামের তথ্য, রাবার শেলার ও রাবার পলিশার আছে কিনা? প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে মিলের প্রকৃত 'পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা' সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে নির্ণয় করার ব্যবস্থা আছে। সেই মতে চালকলসমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় কমিটি চালকল পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করে এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তথ্য যাচাইপূর্বক চালকলের লাইসেন্স ইস্যু করে। খাদ্য বিভাগের লাইসেন্স গ্রহণকারী চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার প্রয়োজনে এই সফট্ওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটোমেটিক চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার জন্য হালনাগাদ অটোমেটিক চালকলের ফরম যুক্ত করা হয়েছে যা আরো যুগোপোযোগী করার কার্যক্রম চলমান রযেছে। মিলিং ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণয়ের ফলে চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং চালকল মালিকগণ চালকলের সঠিক ছাঁটাই ক্ষমতা অনুযায়ী বরাদ্দ পাবেন। হতে বঞ্চিত হবেন না। অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ, ২০২৪ মৌসুম পর্যন্ত মোট ১০৭টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

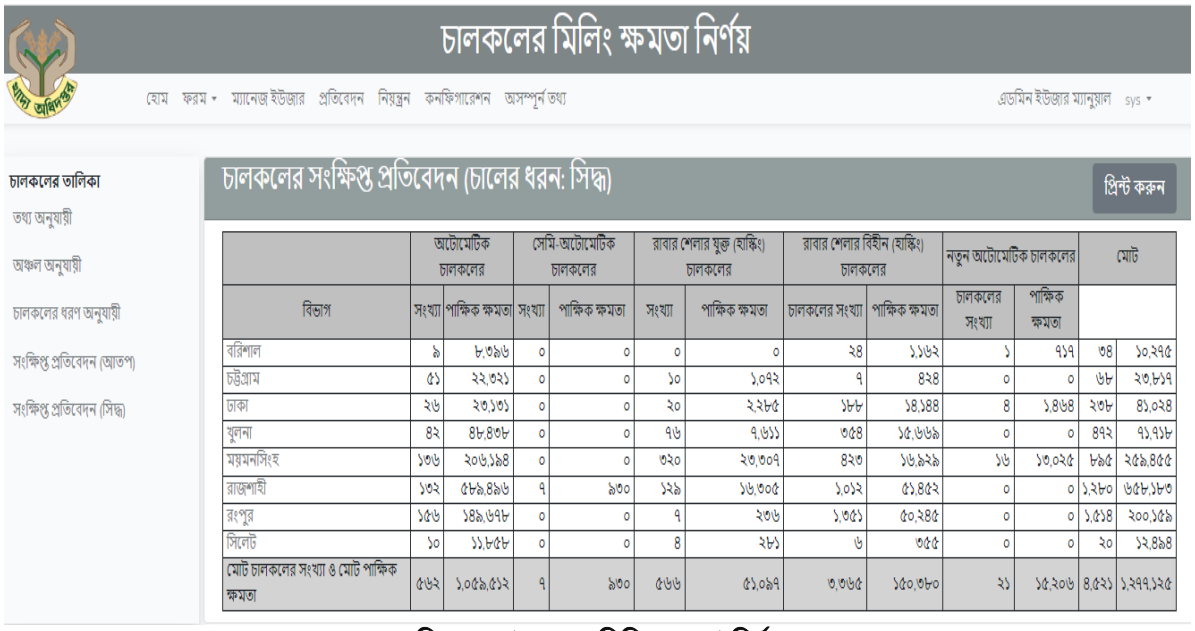

	অটোমেটিক চালকলের		সেমি-অটোমেটিক চালকলের		রাবার শেলার যুক্ত (হাস্কিং) চালকলের		রাবার শেলার বিহীন (হাস্কিং) চালকলের		নতুন অটোমেটিক চালকলের		মোট	
বিভাগ	সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা	সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা	সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা	চালকলের সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা	চালকলের সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা		
বরিশাল	৯	৮,৩৯৬	০	০	০	০	২৪	১,১৬২	১	৭১৭	৩৪	১০,২৭৫
চট্টগ্রাম	৫১	২২,৩২১	০	০	১০	১,০৭২	৭	৪২৪	০	০	৬৮	২৩,৮১৭
ঢাকা	২৬	২৩,১৩১	০	০	২০	২,২৮৫	১৮৮	১৪,১৪৪	৪	১,৪৬৪	২৩৮	৪১,০২৪
খুলনা	৪২	৪৮,৪৩৮	০	০	৭৬	৭,৬১১	৩৫৪	১৫,৬৬৯	০	০	৪৭২	৭১,৭১৮
ময়মনসিংহ	১৩৬	২০৬,১৯৪	০	০	৩২০	২৩,৩০৭	৪২৩	১৬,৯২৯	১৬	১৩,০২৫	৮৯৫	২৫৯,৪৫৫
রাজশাহী	১৩২	৫৮৯,৪৯৬	৭	৯৩০	১২৯	১৬,৩০৫	১,০১২	৫১,৪৫২	০	০	১,২৮০	৬৫৮,১৮৩
রংপুর	১৫৬	১৪৯,৬৭৮	০	০	৭	২৩৬	১,৩৫১	৫০,২৪৫	০	০	১,৫১৪	২০০,১৫৯
সিলেট	১০	১১,৮৫৮	০	০	৪	২৮১	৬	৩৫৫	০	০	২০	১২,৪৯৪
মোট চালকলের সংখ্যা ও মোট পাক্ষিক ক্ষমতা	৫৬২	১,০৫৯,৫১২	৭	৯৩০	৫৬৬	৫১,০৯৭	৩,৩৬৫	১৫০,৩৮০	২১	১৫,২০৬	৪,৫২১	১,২৭৭,১২৫

চিত্র-১৪: চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়

৯.১.২.৫ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তার ভেরিফাইড ডাটাবেজ

জাতীয় খাদ্যনীতিতে সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে (এসডিজি) 'নো পোভারটি' ও 'জিরো হাঙ্গার' অর্জনের প্রত্যয় এবং দারিদ্র দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্য, প্রত্যয় ও অভিপ্রায় অর্জনের জন্য এবং পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও পুষ্টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি" গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে অতিদরিদ্র পরিবারকে শুভেচ্ছা মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য এই কর্মসূচির আওতায় একটি সুবিধাভোগী ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ৫০,১১,৫১২ জন ভোক্তার বিপরীতে ভোক্তার এবং তাঁর স্বামী বা স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাইয়ের মাধ্যমে ৪৯,৫১,১১০ জন ভোক্তার স্বামী/স্ত্রী উভয়ের তথ্যসহ যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে পুরাতন প্রায় ৮ লক্ষ সুবিধাভোগীকে বাদ দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং ৮ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারকে নতুন সুবিধার আওতায় আনা হয়। ইতোমধ্যে শুধুমাত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে অনুমোদিত ভোক্তাদের মধ্যে চাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডাটাবেজ প্রণয়নের পাশাপাশি ৮টি বিভাগের ৮টি জেলার ৮টি উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নের ১৮টি ডিলার পয়েন্টে "খাদ্যবান্ধব বিতরণ" অ্যাপ এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

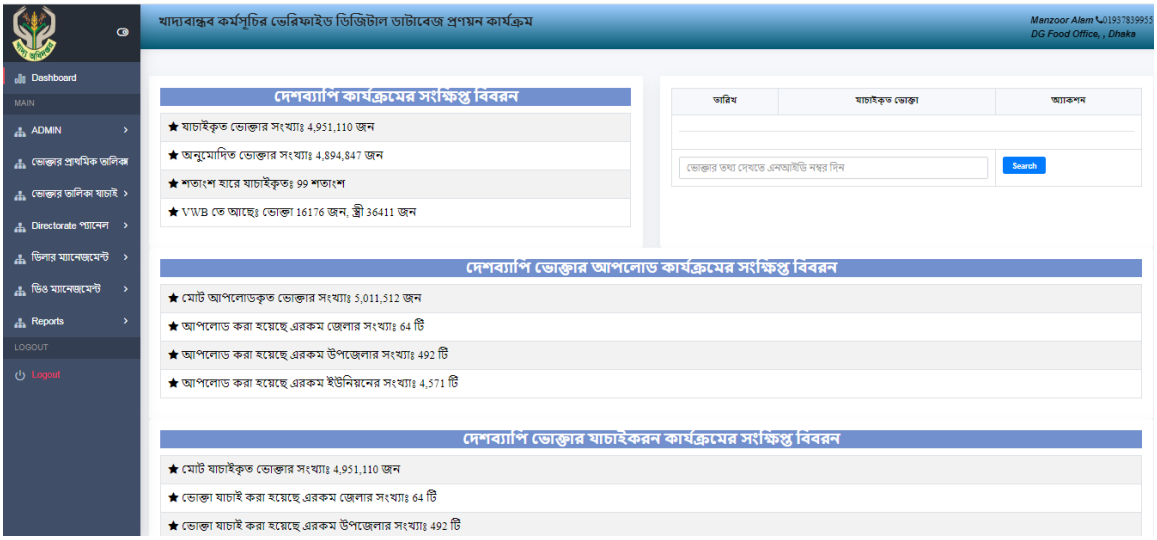

চিত্র-১৫: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তার ভেরিফায়েড ডাটাবেজ

৯.১.২.৬ মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার

খাদ্য অধিদপ্তরের সকল মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও সময় মতো কোর্টে দাখিল ও মামলা পরিচালনার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যারটি প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে সর্বমোট- ১৬১৯টি মামলার তথ্য সফট্ওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়েছে যার মধ্যে ১১১৬টি চলমান ও ৫০৩টি নিষ্পত্তিকৃত মামলা।

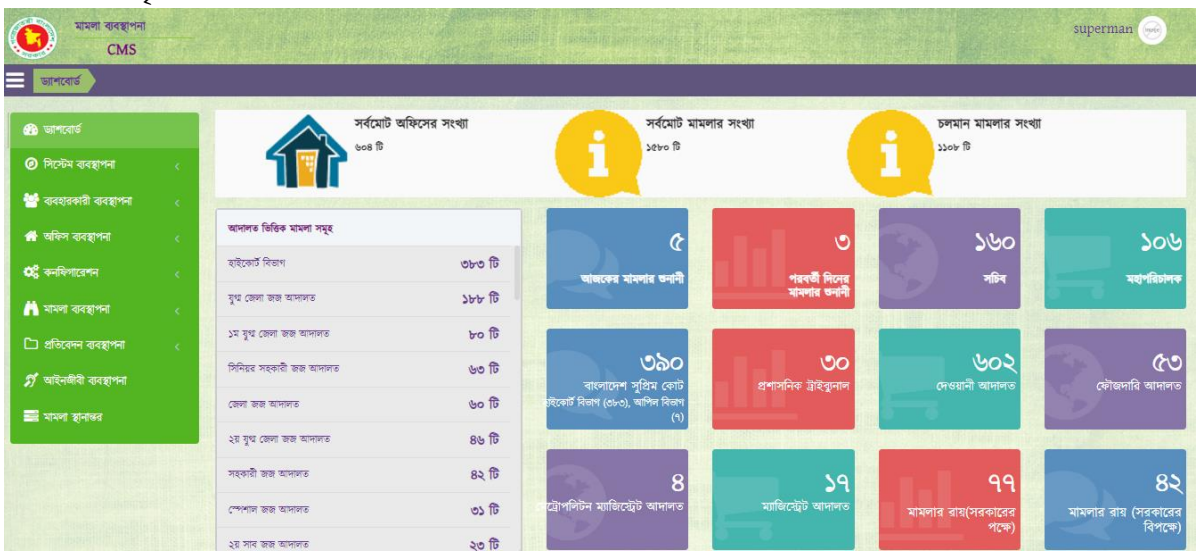

চিত্র-১৭: মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার

৯.১.২.৭ অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ) সফট্ওয়্যার

খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে; যা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন কার্যালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কার্যক্রম পিপিআর ও আর্থিক বিধি বিধান পরিপালন করে সম্পাদন করা হয়েছে কি'না তা খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালীন উত্থাপিত আপত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা, আপত্তির বিপরীতে জবাব প্রেরণ ও প্রতিবেদন মুদ্রণ করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ প্রভৃতি কার্যক্রম এই সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত মোট- ১,০৩,১২৫টি আপত্তির মধ্যে অডিট ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যারে ১,০০,৪৭০টি আপত্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দ্রুততর সময়ে অভ্যন্তরীণ অডিট নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

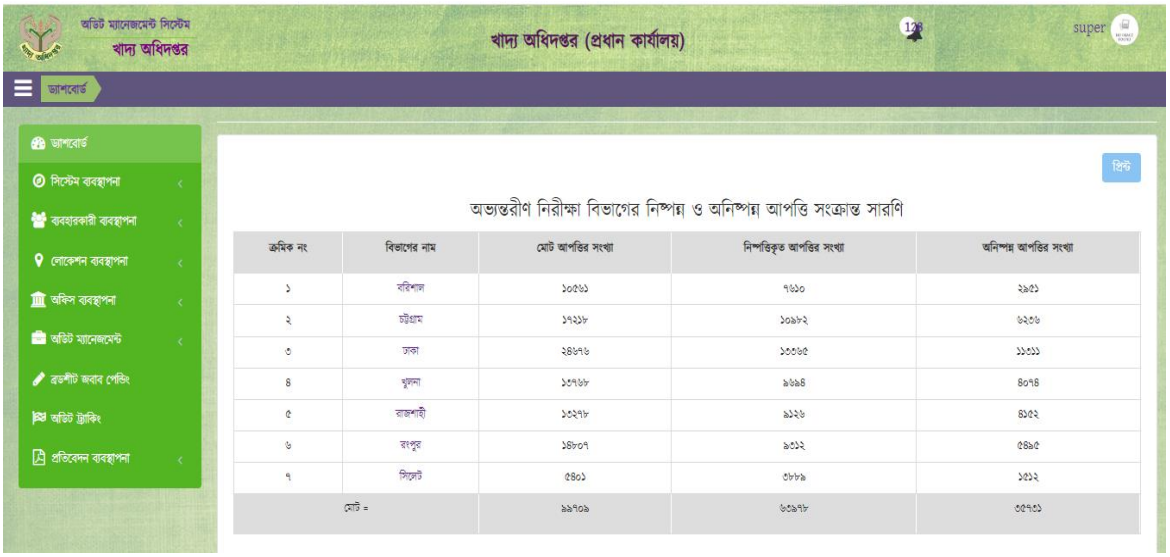

চিত্র-১৮: অডিট ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার

৯.১.২.৮ খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট অর্থাৎ www.dgfood.gov.bd জাতীয় ওয়েব-পোর্টালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ সংক্রান্ত পরিপত্র/নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC, অর্থ বরাদ্দ, ক্রয়-পরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্সের মাধ্যমে ওয়েব-সাইটে বিন্যস্তভাবে সেবা প্রদান করা হয় এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

চিত্র-১৯: খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট

৯.১.২.৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য ডাটাবেজ প্রণয়ন

খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য অনলাইন ডাটাবেজ PIMS Software ব্যবহার করা হচ্ছে।

৯.১.২.১০ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আধুনিকায়ন ও উন্নত করা ; উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক খাদ্য দপ্তরসহ খাদ্য গুদামগুলোকে অনলাইন মনিটরিং-এর আওতায় এনে খাদ্য বিভাগের কর্মকান্ড আরও গতিশীল এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক "আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-২৬ ও ২৭ এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সারাদেশে অনলাইন ভিত্তিক খাদ্যশস্য মজুত ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এবং ই-সার্ভিস ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজতর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে Food Stock and Market Monitoring System (FS&MMS) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এই সিস্টেমের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্যশস্য পরিবহণ, সংগ্রহ, মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থা যেমন- খাদ্যবান্ধব ভোক্তা নিবন্ধন ও খাদ্যশস্য বিতরণ খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্যের লাইসেন্সের আবেদন গ্রহণ ও লাইসেন্স প্রদান, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের নিকট হতে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন সংগ্রহ মিলারের লাইসেন্সের আবেদন গ্রহণ ও লাইসেন্স প্রদান, কৃষক নিবন্ধন, লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ, নিবন্ধিত ও চুক্তিবদ্ধ মিলারের নিকট হতে চাল সংগ্রহ, বিভিন্ন খাতে বিলি-বিতরণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা মনিটরিং প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া খাদ্যশস্য সংরক্ষণে আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণসহ খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিলি-বিতরণে আরও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করবে।

সফটওয়্যার ডেভেলপম্যান্ট ছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী যোগাযোগ বজায় রাখতে এবং প্রয়োজনীয় আপটাইম এবং ব্যান্ডউইথ নিশ্চিত করে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার খাদ্য অধিদপ্তরের সমস্ত অফিসে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করবে। সারা বাংলাদেশে কৃষক, মিলার, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার এবং অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ মিলিয়ে প্রায় ৩৫ হাজার অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণও প্রদান করবে। এই অনলাইন প্লাটফরমটি দেশজুড়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও স্বয়ংক্রিয় করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

Food Stock and Market Monitoring System (FS&MMS) বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- FS&MMS কেন্দ্রীয়ভাবে ডাটা সংরক্ষণ, মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য Network Operation Center (NOC) স্থাপন;
- Disaster Recovery (DR) সাইট স্থাপন;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার ও প্রিন্টার স্থাপন;
- সকল কার্যালয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্থাপন;
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফট্ওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা;
- FS&MMS সিস্টেম বিষয়ে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে Real Time তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- গোডাউনের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য AI ও IOT tools যুক্ত প্রিসিশন এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন।

চিত্র-২০: Noc Dashboard

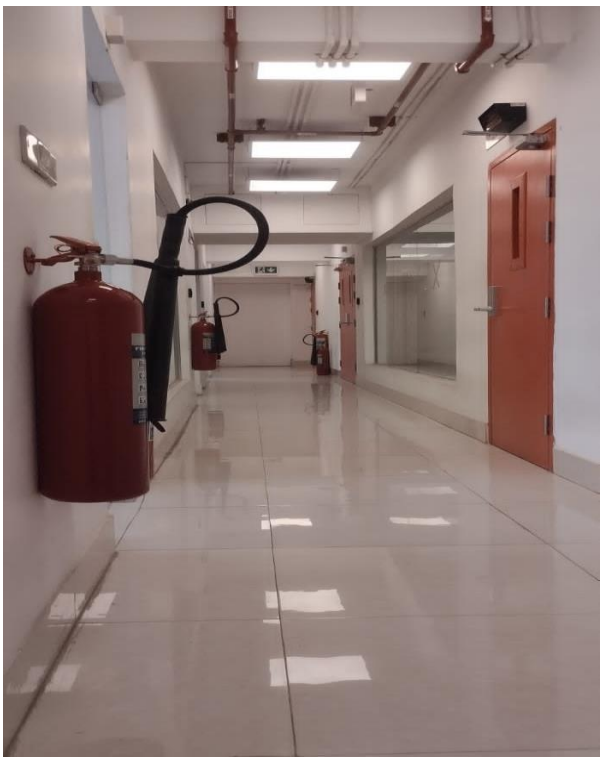

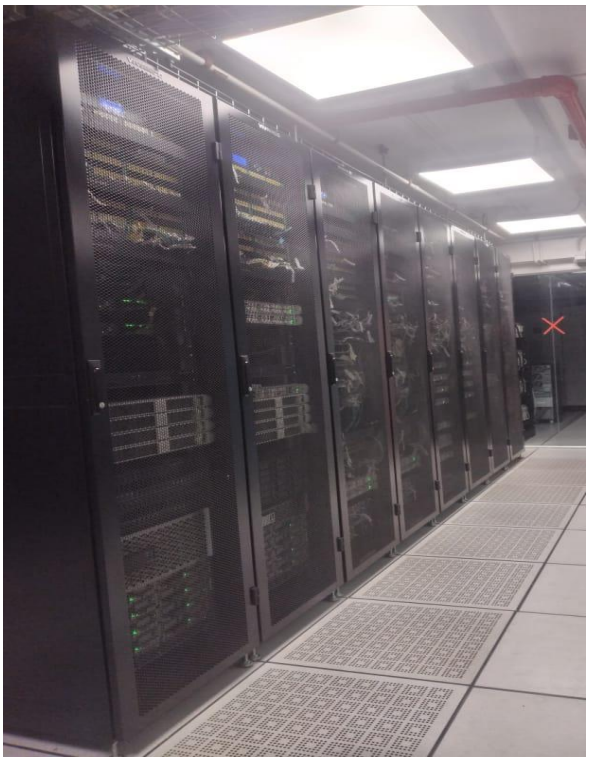

চিত্র-২১: - NoC

১০.০ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(১) প্রকল্পের নাম : আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প
(২) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : খাদ্য মন্ত্রণালয়
(৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খাদ্য অধিদপ্তর
(৪) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও অর্থায়নের উৎস : মোট-৩৮৯২.৩২ কোটি (GoB- ১৬৫.৮৯ কোটি, IDA Credit- ৩৭২২.৪৩ কোটি এবং উপকারভোগী কর্তৃক প্রদেয় ৪.০০ কোটি) টাকা।
(৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদঃ : জানুয়ারী ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

(৬) প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১। সরকারী পর্যায়ে কৌশলগত খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪৮৭৫০০ ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ৭টি স্টীল (৫টি চাল ও ২টি গম) সাইলো নির্মাণ;
২। খাদ্য শস্য ও বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং দূর্যোগ পরবর্তী প্রয়োজন মেটাতে পারিবারিক পর্যায়ে পারিবারিক সাইলো বিতরণ;
৩। দেশে খাদ্য মজুদ পদ্ধতির উন্নয়ণ, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যয় কমানো এবং উন্নত খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং চালু করা;
৪। দূর্যোগকালীন নিরাপদ খাদ্য মজুদ নিশ্চিতের মাধ্যমে বন্যা ও সাইক্লোনের পরে জরুরী ত্রান প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
৫। খাদ্যশস্যের গুণগতমাণ এবং পুষ্টিমান বজায় রাখার লক্ষ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভিযোজন;
৬। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(৭) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

(ক) দেশের ৭টি কৌশলগত স্থানে ৭টি (৫টি চাল + ২টি গম) আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ।
(খ) দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ।
(গ) সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে FPMU এবং DG, Food এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
(ঘ) সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক (Online) খাদ্য মজুদ, পরিবহণ, সংগ্রহ এবং বাজার মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন।
(ঙ) খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও কৌশলগত সমীক্ষা।
(চ) খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনায় Digital Track Weigh Bridge স্থাপন।
(ছ) ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৬টি আধুনিক Food Testing Laboratory স্থাপন।

(৮) কম্পোনেন্ট ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ডিপিপি অনুযায়ী আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৭টি সাইলো ৫টি প্যাকেজে নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ন কম্পোনেন্ট সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) নিম্নরূপ:

(ক) সাইলো নির্মাণ

(১) প্যাকেজ W-3

প্যাকেজ W-3 এর আওতায় ময়মনসিংহ, মধুপুর ও আশুগঞ্জ রাইস সাইলো নির্মাণ কাজ চলছে। ৩টি সাইলোর নির্মাণ কাজের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি- ৮৬.৩২ %।

ময়মনসিংহ রাইস সাইলো

ময়মনসিংহ সিএসডি'র অভ্যন্তরে প্যাকেজ W-3 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৯.২০ %।

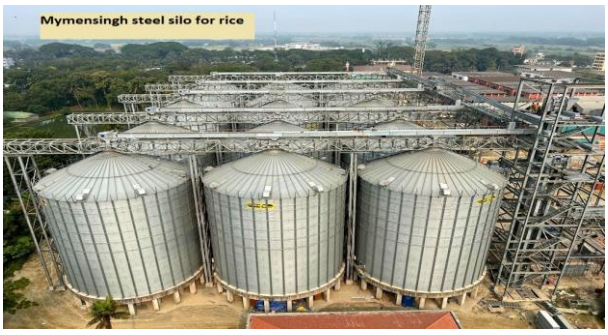

ময়মনসিংহ রাইস সাইলো

মধুপুর রাইস সাইলো

মধুপুরে প্যাকেজ W-3 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। মধুপুর রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৭.১০ %।

মধুপুর রাইস সাইলো

আশুগঞ্জ রাইস সাইলো

প্যাকেজ W-3 এর আওতায় আশুগঞ্জে ১,০৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। আশুগঞ্জ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৭৭.১৫ %।

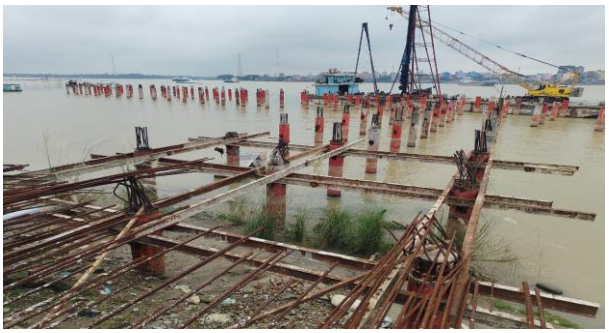

আশুগঞ্জ রাইস সাইলো

(২) প্যাকেজ W-21

বরিশাল রাইস সাইলো

প্যাকেজ W-21 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলো নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৭.৮৫ %।

বরিশাল রাইস সাইলো

(৩) প্যাকেজ W-23

নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো

প্যাকেজ W-23 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলো নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৬৭.৭৫ %।

নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো

(৪) প্যাকেজ W-24

চট্টগ্রাম গমের সাইলো

প্যাকেজ W-24 এর আওতায় ১,১৪,৩০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার চট্টগ্রাম গমের সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলো নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৫২.১০ %।

চট্টগ্রাম গমের ষ্টীল সাইলো

(৫) প্যাকেজ W-25

মহেশ্বরপাশা গমের সাইলো

প্যাকেজ W-25 এর আওতায় খুলনার মহেশ্বরপাশা সিএসডি'র অভ্যন্তরে ৭৬,২০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার গমের সাইলোটি নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলো নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮০.৭৬ %।

মহেশ্বরপাশা গমের ষ্টীল সাইলো

(খ) ৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সাইলো বিতরণ

ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে সকল বিধি বিধান অনুসরণ করে প্রকল্পের আওতায় ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

পারিবারিক সাইলো

(গ) Digital পদ্ধতিতে খাদ্য মজুদ ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন

Digital পদ্ধতিতে খাদ্যের মজুদ, সংরক্ষণ ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাজ নিম্নেবর্ণিত ২টি প্যাকেজে (GD-২৬ এবং GD-২৭) বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে।

GD-২৬ এর আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরসহ খাদ্য অধিদপ্তরাধীন LSD/CSD/Silo ও বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরসহ মোট ১৬৪০টি স্থাপনায় Active Directory সহ ICT যন্ত্রপাতি (১৭৫৮ টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, ১৬০৩টি প্রিন্টার, ৭০০টি অন লাইন ইউপিএস, ৯৭৫টি অফ লাইন ইউপিএস এবং ৭০০ টি রাউটার)। সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ১৪০টি ব্যাচে ৩৩৪৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে Basic Computer Training দেয়া হয়েছে।

GD-২৭ এর আওতায় Software development, Networking, Connectivity, Training, DC & DR স্থাপনের জন্য গত ২৮/০৬/২০২১ তারিখের Beximco Computer Ltd, Bangladesh (Lead)-Bangladesh Export Import Company Ltd, Bangladesh- Tech Mahindra Ltd, India- Tech Vally Networks Ltd, Bangladesh-Consortium এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আলোকে জেভি প্রতিষ্ঠানকর্তৃক প্রণীত SRS (System Requirement Specification), FDD (Functionality Demo Document), HLD এবং LLD চূড়ান্ত হয়েছে, SAP, ERP Software ক্রয় করা হয়েছে যা'বর্তমানে Customization এর সাথে সাথে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠপর্যায়ের কার্যালয় সমূহে Remote device, Precision Environment Monitoring System ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি আমদানি এবং স্থাপন করা শুরু হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা অফিসে নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টারের কাজ শেষ হয়েছে। এ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৬০ %।

(ঘ) সমন্বিত খাদ্যনীতি গবেষণা কার্যক্রম

গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IFPRI, University of Illinois, USA এবং BIDS) কর্তৃক ২০ টি ডেলিভারেবল দাখিল করার ব্যবস্থা চুক্তিপত্রে রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭টি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি ডেলিভারেবল চূড়ান্ত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১টি,

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২টি এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৫টি ডেলিভারেবল চুড়ান্ত হয়েছে। অর্থাৎ ২০ টি ডেলিভারেবলই চুড়ান্ত হয়েছে। আলোচ্য চুক্তির মেয়াদ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত ছিল।

(ঙ) ডিজিটাল ট্রাক স্কেল স্থাপন

খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনায় মোট ১৫টি Digital Truck Weigh Bridge স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র-২২: ডিজিটাল ট্রাক ওয়ে ব্রিজ

(চ) Food Testing Laboratory নির্মাণ কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহর বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১টি করে মোট ৬টি Food Testing Laboratory বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। অপরদিকে ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য e-gp পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করে কৃতকার্য দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৫.০২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ল্যাবরেটরির জন্য Furniture & Office equipment ক্রয়ের লক্ষ্যে ০৬.০৫.২০২৪ তারিখে e-gp পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করত: মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করে গত ৩০.০৬.২০২৪ তারিখে পৃথক পৃথক দুটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক মালামাল সরবরাহ শুরু হয়েছে।

বরিশাল ল্যাব বিল্ডিং

খুলনা ল্যাব বিল্ডিং

রাজশাহী ল্যাব বিল্ডিং

রংপুর ল্যাব বিল্ডিং

সিলেট ল্যাব বিল্ডিং

চট্টগ্রাম ল্যাব বিল্ডিং

পরিশিষ্ট-'ক'

সারণির তালিকা

সারণি	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা	৪-৫
০২	খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্যপদের সংখ্যা	৮
০৩	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণির পদোন্নতির তথ্য	৯
০৪	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তালিকা	১১
০৫	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের সৃজিত পদের সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণের তথ্য	১১
০৬	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১৪
০৭	খাদ্য অধিদপ্তরের চলমান মামলার পরিসংখ্যান	১৭
০৮	বোরো/২০২৪ মৌসুমে আলোচ্য ১৫টি জেলায় জিংক ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত পরিমাণ	১৯
০৯	বিগত ৫ বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র হতে সংগৃহীত চাল ও গমের তথ্য	২১
১০	পিএফডিএস খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	২৪
১১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা	২৮
১২	চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য	২৮
১৩	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের সমাপনী মজুত	২৯
১৪	বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া/বিনা ভাড়ায় প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য	২৯
১৫	ব্যয় বাজেট (২০২৩-২০২৪)	৩৭
১৬	সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি (২০২৩-২০২৪)	৩৮
১৭	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০২৩-২০২৪)	৩৯
১৮	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম	৪১
১৯	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন	৪১
২০	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার তথ্য	৪১
২১	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপলোডের তথ্য	৪২
২২	খাদ্য বিভাগের অর্থ বছরভিত্তিক প্রারম্ভিক মজুতের তথ্য	৪৪
২৩	খাদ্য অধিদপ্তরের অর্থ বছরভিত্তিক সংগ্রহের তথ্য	৪৫
২৪	খাদ্য অধিদপ্তরের অর্থ বছরভিত্তিক ওএমএস (চাল ও গম) বিতরণের তথ্য	৪৫
২৫	খাদ্য অধিদপ্তরের অর্থ বছরভিত্তিক বাজার দর প্রতিবেদন	৪৫
২৬	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম	৪৬
২৭	খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী	৪৬
২৮	খাদ্য অধিদপ্তরের ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী	৪৭

পরিশিষ্ট-'খ'

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিপিটি শাখার কার্যক্রম	১০
০২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	১৪
০৩	খাদ্যশস্য সংগ্রহের চিত্র ২০২২-২০২৩	২০
০৪	অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে চাল সংগ্রহের চিত্র	২১
০৫	অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে গম সংগ্রহের চিত্র	২১
০৬	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মাসভিত্তিক চাল ও আটার গড় বাজার দর	২৬
০৭	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ	২৮
০৮	ব্যয় বাজেটের তুলনামূলক চিত্র	৩৭
০৯	সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি (২০২৩-২০২৪)	৩৮
১০	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (সংগ্রহ)	৩৯
১১	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (বিতরণ)	৪০
১২	দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র	৪৭
১৩	ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র	৪৭

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১	জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর	আহবায়ক	
২	জনাব মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ, অতিরিক পরিচালক, এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
৩	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপপরিচালক, পরিদর্শন উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
৪	জনাব মোঃ রিয়াজুল আলম, উপপরিচালক (যান), চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
৫	জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী হায়দার, উপপরিচাল, তদন্ত ও মামলা শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
৬	জনাব মাহমুদা আক্তার মৌসুমী, উপপরিচালক (ডিডিও), হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
৭	জনাব মোঃ আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা, উপপরিচালক, সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
৮	জনাব মোঃ সালেহ আজিজ, সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
৯	জনাব অনিক পাল অন্তু, সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর সংযুক্তি: পিপিটি শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
১০	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, প্রোগ্রামার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
১১	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান খান, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	
১২	জনাব রাজেশ দাশ গুপ্ত, সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, প্রশিক্ষণ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য	

-: সহযোগিতায় :-

১	জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান, অপারেটর (পেস্ট কন্ট্রোল), ঢাকা সিএসডি সংযুক্তি: সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	প্রচ্ছদ অলংকরণ ও ডিজাইন	
২	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, অডিটর, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	প্রচ্ছদ অলংকরণ, ডিজাইন ও মুদ্রণ	
৩	জনাব রতন কুমার ব্যানার্জী, অডিটর, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর সংযুক্তি: সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	প্রচ্ছদ অলংকরণ, ডিজাইন ও মুদ্রণ	